আশরাফ উল ময়েজ

ক্রীতদাস ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

আজ থেকে প্রায় ৪০০০-৫০০০ বৎসর পূর্বে সুমেরিয়ান সভ্যতার সময় অতিদরিদ্র সুমেরিয়ানরা তাদের সন্তানদের বিক্রি করে দিত। প্রাচীন রোমে নারী ক্রীতদাসদের গৃহস্থালী কাজ করতে হত। নবম শতকের দিকে পূর্ব আফ্রিকা থেকে জাঞ্জদের জোরপূর্বক ধরে এনে ইরাকের লবণচাষের জমিতে শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। প্লানটেশন যুগে দক্ষিন আমেরিকার তূলা চাষে ক্রীতদাসদের অমানুষিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হত।

বাস্তবে লাভজনক ক্রীতদাস ব্যবসা চিরস্থায়ীভাবে কোথাও বন্ধ হয়নি। বর্তমানে বিশ্বের নানা অংশে ছড়িয়ে থাকা ঋন, বন্ধক প্রথা, ব্রাজিলের খনিতে কিংবা ইটভাটায় বংশানুক্রমিকভাবে কাজ করা, থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পতিতাবৃত্তি সবকিছুই ক্রীতদাস প্রথারই পরিবর্তিত রূপ।

আমেরিকা, ইউরোপে যখন ক্রীতদাস বাণিজ্য তুঙ্গে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ট্রান্স-আটলান্টিক ক্রীতদাস বাণিজ্য কিভাবে পরিচালিত হত, তখনকার অভিজাত সমাজ ও ক্রীতদাস সমাজের বিশাল ফারাকের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন 'ক্রীতদাস ইতিহাস' গ্রন্থটিতে।

চমৎকার তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থে লেখক গল্পের মত করে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এবং এর সাথে ছবি ও চিত্রকর্ম দিয়ে গ্রন্থটিকে আরো জীবন্ত করেছেন যা পাঠককে আরো বেশি পড়তে উৎসাহিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

আশরাফ উল ময়েজ

জন্ম ২ জুন ১৯৬৫। বেড়ে ওঠা ও জীবনযাপন ঢাকাতেই। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়াতে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন। ভ্রমণ ও পড়াশোনায় কোন ক্লান্তি নেই।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস ইতিহাস
আশরাফ উল ময়েজ
অন্বেষা

ক্রীতদাস ইতিহাস
আশরাফ উল ময়েজ

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৫

অন্বেষা ৪২৬

অন্বেষা
প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
মনিরুল ইসলাম

অক্ষর বিন্যাস
অপূর্ব কুমার মণ্ডল

মুদ্রণ
পানিণি প্রিন্টার্স
তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

Kritodas Ittihas by Asraf Ul Moez
First Published February Book Fair 2015
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.
www.annesha-boi.com
e-mail : annesha_prokashon@yahoo.com
Price : Tk. 400.00 only US $18.00
ISBN : 978 984 91363 1 6 Code : 426

www.nagorikpathagar.org

সূচি

ক্রীতদাস ৯
ক্রীতদাসের ধরন
ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির মতো ক্রীতদাস ১০
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ক্রীতদাস ১১
বাধ্যতামূলক শ্রম ১২
জোরপূর্বক বিয়ে ১৩

ক্রীতদাস প্রথার ইতিহাস ১৪
ক্রীতদাস প্রথা : আদিযুগ ১৬
ব্যাবিলনের ক্রীতদাস : খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতক ১৭
গ্রিক ক্রীতদাস : খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতক ১৭
ক্রীতদাস প্রথা : ক্লাসিক আদিযুগ প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্য ২০
ক্রীতদাস প্রথা : প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ২১
ক্রীতদাস প্রথা : রোমান সাম্রাজ্য; খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে ২৩
ক্রীতদাস প্রথা : মধ্যযুগ; ৬ষ্ঠ ১৫ শতক ২৪
মামলুক জাতি ও ক্রীতদাস ২৬
ক্রীতদাস প্রথা: মধ্যযুগের ইউরোপ ২৭

ক্রীতদাস প্রথা : আরব বিশ্ব
ইসলামিক পরাশক্তির বিস্তৃতি ও ক্রীতদাস প্রথা ৩৪
মঙ্গোলিয়ান পরাশক্তির বিস্তৃতি ও ক্রীতদাস প্রথা ৩৭
আরব ও সোমালিয়ার ক্রীতদাস বাণিজ্য ৪০
বারবারি সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস ব্যবসা ৪০
পর্তুগিজ ক্রীতদাস ব্যবসা : ১৫-১৭ শতক ৪১
১৮ শতকের ত্রিভুজ বাণিজ্য ৪৩

ক্রীতদাস প্রথা : আধুনিক যুগ ৪৭
ইউরোপ ৪৭
আফ্রিকা ৪৮
এশিয়া ৫১

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা ৫৪
মধ্যপ্রাচ্য ৬২

বর্তমান যুগের ক্রীতদাস প্রথা ৬৭

ক্রীতদাসের শাস্তি ৭২
প্রাচীন রোমান সমাজ ৭২
ক্রীতদাসদের শাস্তি : রোমান চিন্তাধারা ৭২
ক্রীতদাস শাস্তি : ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড ৭৩
ক্রীতদাস শাস্তি : শহরের ক্রীতদাসকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া ৭৪
ক্রীতদাস শাস্তি : মালিককে হত্যা করা ৭৪
ক্রীতদাস শাস্তি : আমেরিকা ছাপ মারা বা ট্যাটু ৭৬
পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের শাস্তি ৭৮
পালিয়ে যাওয়া মারুন ক্রীতদাসদের শাস্তি ৭৯
চেইন ৮৩
নাবোট ৮৪
ক্রীতদাস কলার ৮৫
ক্রীতদাস শাস্তি : স্কার্জিং ৮৬
ক্রীতদাস শাস্তি : বেঁধে চাবুক মারা ৮৮
গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত ক্রীতদাসদের শাস্তি ৯১
পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস গর্ডন ৯৩

আমেরিকাতে ক্রীতদাসদের সাথে আচরণ ১০১
ক্রীতদাসদের বেঁচে থাকার শর্তাবলি ১০৪
ক্রীতদাসদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ ১০৫
ক্রীতদাস মালিকদের আচরণে পরিবর্তন ১০৬
ক্রীতদাসদের শিক্ষা ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা ১০৬
ক্রীতদাসদের কাজের পরিবেশ ১০৮
ক্রীতদাসদের খাদ্যাভ্যাস ১০৮
ক্রীতদাসদের রোগবালাই ১০৯
ক্রীতদাসদের চিকিৎসাব্যবস্থা ১১০
ক্রীতদাসদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ১১২
ক্রীতদাসদের উপার্জন ও ধন-সম্পত্তি ১১২
ক্রীতদাস ডেনমার্ক ভেসে ১১৩
দক্ষিণের ক্রীতদাস মালিকদের নিষ্ঠুরতা ১১৬
ক্রীতদাসদের জন্য প্রযোজ্য আইন : ল কোড ১২২

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসদের সাথে যৌন সম্পর্ক ১২৬

ক্রীতদাস প্রজনন ১৩৬

জোরপূর্বক ক্রীতদাস প্রজনন ১৩৬
ক্রীতদাস পরিবার ১৩৭
কক্কুবাইন ও যৌনদাসী ১৩৯
কৃষ্ণাঙ্গ কামিনী ১৪০
মিশ্র জাতির সন্তানেরা ১৪২
ক্রীতদাসের গায়ের রং ও মালিকের আচরণের সম্পর্ক ১৪৪
থমাস জেফারসন ও শ্যালি হেমিংস ১৪৪
থমাস জেফারসন ও শ্যালি হেমিংস বির্তক ১৪৮

জোরপূর্বক ক্রীতদাস প্রজনন প্রতিরোধ ১৫৩
গর্ভধারণ প্রতিরোধ ও গর্ভপাত ১৫৩
মার্গারেট গার্নার : এক নীরব প্রতিবাদী ১৫৫
মার্গারেট গার্নারের প্রথম জীবন ১৫৬
পালিয়ে যাওয়া ও বিচার ১৫৮

আফ্রিকার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ১৬৫
মসিরির চতুর নীতি ১৭৩
১৮৯০ সালের ব্রিটিশ অভিযান ও মসিরিকে হত্যা ১৭৫
মসিরির কর্তিত মস্তক ১৭৬
মসিরিকে হত্যার পর কাটাঙ্গা ১৭৭
মসিরি নিষ্ঠুর একনায়ক যুদ্ধবাজ রাজা? ১৭৮

রোমান ক্রীতদাস বাজার ১৮৬
প্রাচীন রোমের ক্রীতদাস বাজার ১৮৬
রোমান ক্রীতদাস বাজারে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় ১৮৭
ক্রীতদাস ব্যবাসায়ীরা ১৮৭
ক্রীতদাস ক্রয় ১৮৯
ক্রীতদাস নিলাম ১৮৯
ক্রীতদাস নিলামের প্রস্তুতি ১৯০
ক্রীতদাস নিলামে যা করা হতো ১৯১
ক্রীতদাসের মূল্য ১৯৩
প্রাদেশিক ক্রীতদাস বাজার ১৯৫

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার ক্রীতদাস বাজার ১৯৬
লাগোসের ক্রীতদাস বাজার ১৯৬
সেন্ট আগস্টিন-এর ক্রীতদাস বাজার ১৯৮
সেন্ট আগস্টিনে প্রথম দিকের ক্রীতদাস ব্যবসা ১৯৯
সেন্ট ফ্লোরিডাতে ক্রীতদাস বাণিজ্যের বিস্তৃতি ২০০
রিচমন্ডের ক্রীতদাস বাজার ২০১
লাম্পকিনের ক্রীতদাস জেলখানা ২০৫
শয়তানের অর্ধ একর জমি ২০৬
ঈশ্বরের অর্ধ একর জমি ২০৮
নিউ অরলিয়েন্সের ক্রীতদাস মার্কেট ও সেন্ট লুইস হোটেল ২০৯

লুইসভিলের ক্রীতদাস বাজার ২১৩
ক্যারোলিনার লোকাউন্ট্রি বন্দর ২১৪
বাদাগারির ক্রীতদাস বাজার ২১৮
সালাগার ক্রীতদাস বাজার ২২১
জানজিবারের পুরনো ক্রীতদাস মার্কেট ও এঙ্গলিকান চার্চ ২২৪
মাঙ্গাপোয়ানির ক্রীতদাস চেম্বার ২২৬
লিভারপুল ক্রীতদাস বন্দর ২২৮
লিভারপুল ক্রীতদাস বন্দরের কয়েকটি তথ্য ২৩০

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলন ২৩২
ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলন : ব্রিটেন ২৩৭
ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলন : ফ্রান্স ২৩৯
নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সে ক্রীতদাস প্রথা পুনর্বহাল ২৪০
আমেরিকা ২৪১

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ ঘটনাপঞ্জি ২৪৪
১৮০০-১৮৪৯ ২৪৬
১৮৫০-১৮৯৯ ২৫০
১৯০০ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ২৫২
তথ্যসূত্র ২৫৫

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস

দাসপ্রথা ছিল এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে মানুষকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলে আর দশটি পণ্যের মতো ক্রীতদাসও বেচাকেনা হতো। এই কেনাবেচার মূল কারণ ছিল সস্তায় কিংবা নামমাত্র মূল্যে শ্রম পাওয়া। যখন কোনো ব্যক্তি ক্রীতদাস হয়ে যেতেন তা ক্রয়, জোরপূর্বক আটক অথবা অপহরণ কিংবা যেভাবেই হোক না কেন তাঁর তখন থেকেই তাঁর সকল অধিকার যেমন চলে যাওয়া, কাজ করায় অপারগতা পোষণ করা এমনকি সন্তান জন্ম দেওয়ার অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হতেন। অপর কেউ তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলে কিংবা মুক্ত করতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে দাসের মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হতো। কোনো ক্রীতদাস কোনো সন্তান জন্ম দিলে সেটিও মালিকের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতো।

ক্রীতদাস ব্যারাক, ১৮৭১ সালে আঁকা স্কেচ

সে আমলে অনেক দেশেই ক্রীতদাস প্রথার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল। ক্রীতদাস প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হলেও, বন্ধ করা হলেও ভিন্ন আঙ্গিকে তা অনেক দেশে এখনো বিদ্যমান। নতুন আঙ্গিকে যে সকল সমাজে এখনো ক্রীতদাস প্রথা চালু আছে তা হলো :

www.nagorikpathagar.org

- ঋণ বন্ধক (Debt Bondage)
- কাউকে দীর্ঘ সময় পারিশ্রমিক প্রদান না করা (Indentured Servitude: তাকে আনার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে কিংবা তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি উছিলা দেখিয়ে পারিশ্রমিক প্রদান না করা)।
- ভূমিদাসবৃত্তি : কাউকে বসবাস করার জায়গা দিয়ে সেখানে থাকার অথবা জায়গার মূল্য বাবদ দীর্ঘ সময় বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করা (Serfdom)।
- গৃহস্থালি কাজের জন্য চাকর (Domestic Servants)। শিশু দত্তক নিয়ে তাদেরকে শ্রম প্রদানে বাধ্য করা।
- শিশুদেরকে যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে ব্যবহার (Child Soldiers)
- এবং জোরপূর্বক বিয়ে করা (Forced Marriage)।

বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ, কিন্তু তার পরও বিশ্বব্যাপী নতুন আঙ্গিকের ক্রীতদাস রয়েছে অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৭০ লক্ষ। এদের অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়াতে এবং মূলত ঋণের কারণেই এরা ক্রীতদাস, যা বংশানুক্রমে চলছে। মানব পাচারের মাধ্যমে বিশেষ করে নারী ও শিশুদেরকে পতিতালয়ে কিংবা অন্যত্র যৌন ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও বিবিসি-এর এক প্রতিবেদনে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে ২০৪২ সালে পৃথিবী সম্পূর্ণ দাসমুক্ত হবে।

শিল্পকারখানার পূর্বযুগে ক্রীতদাস মালিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ তখন কৃষিকাজই ছিল অর্থনীতির চাকা, তাই তখন কৃষিকাজের জন্য প্রচুর সংখ্যক ক্রীতদাসের দরকার হতো। এমনকি ১৯ শতকের প্রথম দিকেও পৃথিবীতে ক্রীতদাস ও ভূমিদাসরে সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ।

ক্রীতদাসের ধরন

ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির মতো ক্রীতদাস

ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির মতো ক্রীতদাস (Chattel slavery) হলো সনাতন ক্রীতদাস, যাঁরা সবসময়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহৃত হতেন। এ-জাতীয় ক্রীতদাসের মালিক তাঁকে পণ্যের ন্যায় কিনে আনতেন এবং যখন ইচ্ছা বিক্রয়ও করতে পারতেন। আর যত দিন মালিকের অধীনে থাকতেন তত দিন মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে শ্রম দিতে হতো কিংবা মালিকের অন্য যে কোনো ইচ্ছা যেমন যৌনসঙ্গী হওয়া ইত্যাদি কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। ক্রীতদাস প্রথার এটিই সবচেয়ে প্রাচীন নিয়ম। বর্তমানে এ-জাতীয় কোনো ক্রীতদাস নেই বললেই চলে।

www.nagorikpathagar.org

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ক্রীতদাস

তানজানিয়ার রাজধানী জানজিবারে একটি ক্রীতদাস বালককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এ ক্রীতদাস বালকের মালিক ছিলেন একজন আরব। একটি ছোট অপরাধের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক এই ছবিটি ১৮৯০ সালে তোলা।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ক্রীতদাসরা ((Bonded Labour) ঋণ পরিশোধের জন্য কিংবা চুক্তিবদ্ধ শ্রম দিতে হয়। যখন একজন মানুষ ঋণ পরিশোধ করার জন্য নিজকে সমর্পণ করেন (প্রকৃতপক্ষে সমর্পণ করতে বাধ্য হন) চুক্তিবদ্ধ এই ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত শ্রম দিতে বাধ্য থাকেন এবং এই ঋণ পরিশোধের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। পিতার পর পুত্র এভাবেই এই ঋণ পরিশোধ চলতে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে এই জাতীয় ক্রীতদাস প্রথাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

www.nagorikpathagar.org

বাধ্যতামূলক শ্রম

বাধ্যতামূলক শ্রমদান (Forced labour) হলো যখন কোনো একজন ব্যক্তি কিংবা শ্রমিককে তাঁর স্বাধীনতা হরণ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয়ভীতি, অত্যাচার কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। এটি সব ধরনের ক্রীতদাস প্রথাতে প্রচলিত। আবার অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলোও এ-জাতীয় শ্রম দিতে বাধ্য করে কিন্তু তা ক্রীতদাস প্রথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যেমন– ভূমি দাস (Serfdom), কনস্ক্রিপশন (Conscription), বা বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান করানো, শাস্তিস্বরূপ শ্রম দেওয়া (Penal Labour), যা জেলখানাতে প্রচলিত ইত্যাদি।

মধ্যযুগ হতে আরম্ভ করে ১৯ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সামন্তবাদী প্রথা চালু ছিল। এখানে ভূমিমালিকরা এক বা একাধিক মৌজার মালিক হন। ভূমিদাসরা মালিকের জমিতে বসবাস করার অনুমতি পেতেন কিন্তু এর জন্য তাঁদেরকে মালিকের নির্দিষ্ট এলাকার কৃষিক্ষেতে তাঁদের শ্রম দিতে হতো। বিনিময়ে তাঁরা একটুকরা জমিতে নিজেদের জন্যও চাষাবাদ করতে পারেন, যা দিয়ে তাঁরা কোনো প্রকারে খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। মালিকের কৃষিজমিতে শ্রম দেওয়া ছাড়াও এই ভূমিদাসরা মালিকের কোনো বনাঞ্চল, খনি কিংবা মালিকের জমিতে রাস্তা নির্মাণের জন্যও শ্রম দিতে বাধ্য থাকতেন। ভূমিদাসদেরকে সমাজের খুব নীচু শ্রেণির মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। কাগজে-কলমে ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো এই প্রথা চালু আছে।

অনেক সময় জাতীয় স্বার্থে বিশেষ শ্রেণির মানুষকে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জন্য যেমন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। সে প্রাচীন আমল থেকে এ প্রথা শুরু হয়েছে এবং এখনো তা পৃথিবীর অনেক দেশে চালু আছে, যা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। সাধারণত যুদ্ধের সময় বা দুর্যোগকালীন অবস্থায় বিশেষ শ্রেণির মানুষ মূলত যুবকদের যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। অপরাধের কারণে শাস্তিপ্রাপ্তদের জেলখানায় শ্রম দিতে হয়। সাজাপ্রাপ্তদের কায়িক শ্রম থেকে আরম্ভ করে প্রশাসনিক কাজও করতে হয়। তবে তা নির্ভর করে সাজাপ্রাপ্তদের বয়স ও শারীরিক অবস্থার ওপর।

বাধ্যতামূলক শ্রমের একটি ক্রমবিকাশমান ধারা হল মানব পাচার (Human trafficking)। সাধারণত নারী ও শিশুদেরকে পাচার করে তাদেরকে দিয়ে যৌন ব্যবসা কিংবা অন্য প্রকার শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে কত দিনে তাদের মুক্তি মিলবে তাঁর কোনো নিশ্চয়তা নেই। সাধারণত এরা একপক্ষ থেকে আরেকপক্ষের নিকট হাতবদল হয়। যারা বিনিময়ে উভয়

www.nagorikpathagar.org

পক্ষই লাভবান হয় কিন্তু তাতে পাচারকৃত মানুষের কোনো লাভ তো হয়ই না বরং তাদের ওপর অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে যায়। বর্তমানে এই মানবপাচার দ্রুত বিস্তার লাভ করছে কারণ এই ব্যবসায় নিয়োজিতদের অত্যন্ত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। সাধারণত অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলের নারী ও শিশুরাই বেশি পাচারের শিকার হয়।

জোরপূর্বক বিয়ে

কোনো একপক্ষের কিংবা উভয় পক্ষের সম্মতির বিরুদ্ধে যে বিয়ে হয় সাধারণভাবে তাই জোরপূর্বক বিয়ে (Forced marriage) নামে পরিচিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই বিশেষ করে রক্ষণশীল ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোতে উভয় পক্ষের সম্মতির নিয়ে বিয়ের সাথে জোরপূর্বক বিয়ের খুব কমই পার্থক্য রয়েছে। কারণ এ অঞ্চলগুলোতে সাংস্কৃতিক কারণেই বিয়ের নারী-পুরুষের বিয়ের বিশেষ করে নারীদের বিয়েটি নির্ভর করে পিতা-মাতা ও পারিবারিক সিদ্ধান্তের ওপর, সেখানে নিজের পছন্দের বিষয়টি খুবই গৌণ এবং এ সংস্কৃতিতে পাত্র-পাত্রীর সম্মতির জন্য জোর প্রয়োগ কিংবা সহিংসতার তেমন প্রয়োজন হয় না। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই জোর প্রয়োগের বিষয়টি আজকাল বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে; যখন পারিবারিক চাপে সম্মতি আদায় করা সম্ভব হয় না তখন তাঁর ওপর সামাজিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ সকল সংস্কৃতিতে বিয়ে করাটা বিশেষ করে নারীদের বিয়ে করা একটি কর্তব্য মনে হিসেবে গণ্য করা হয়।

অনেক সমাজেই কনের মূল্য কিংবা যৌতুক প্রথা চালু রয়েছে। আর এ সকল প্রথার কারণে খুব সহজেই নারী-পুরুষের বিয়ে অনেকটাই ক্রয়-বিক্রয়ের মত। দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এখনো জোরপূর্বক বিয়ে প্রচলিত রয়েছে। আর অপহরণ করে বিয়ে কমবেশি পৃথিবীর সব অঞ্চলেই হচ্ছে। ইথিওপিয়াতে মোট বিয়ের ৬৯%ই হয় অপহরণের মাধ্যমে।

www.nagorikpathagar.org

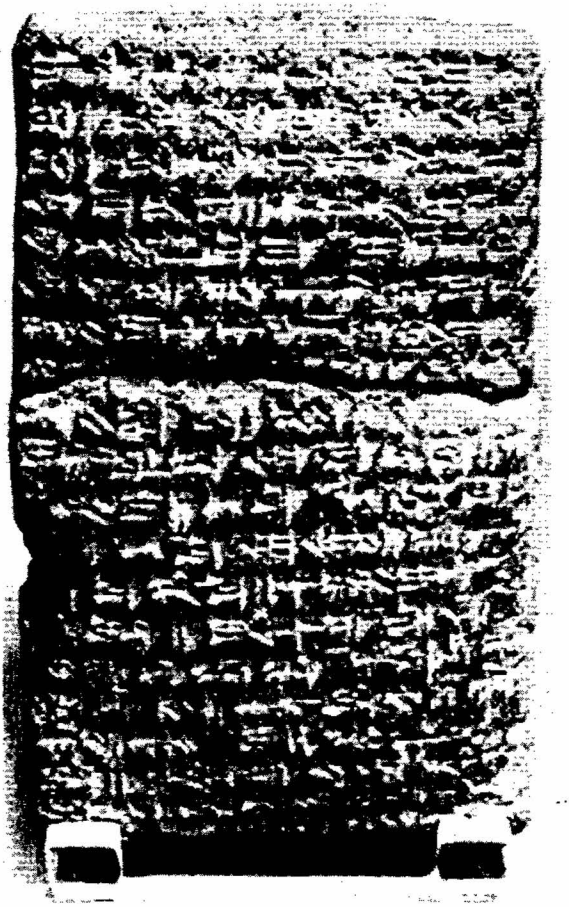

খ্রিস্টপূর্ব ১৪৮০ অব্দের একটি ক্রীতদাস চুক্তিনামা। এটি আলাকাখ (Alakakh : ব্রোঞ্জ যুগের তুরস্কের একটি শহর) ও পিলা (Pillia : ব্রোঞ্জ যুগের আনাতোলিয়ার একটি শহর)-এর মধ্যে ক্রীতদাস মুক্তি চুক্তিনামা

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানবসমাজে প্রবেশ করে ক্রীতদাস প্রথা। আদি মানুষ যখন শিকার করে জীবন ধারণ করত কিংবা আদিযুগের কৃষক সমাজে ক্রীতদাসের কোনো প্রয়োজন হয়নি। কারণ তারা খুব সহজেই শিকার করতে পারত কিংবা অল্প পরিশ্রমেই প্রয়োজনের জন্য যতটুকু খাবার দরকার তা জন্মাতে পারত। তখন মানুষের জীবনধারণের জন্য দুটি হাতই যথেষ্ট ছিল। তখন অপর কোনো মানুষকে ক্রীতদাস বানানোর কোনো বাড়তি সুবিধা ছিল না।

একসময় মানুষ শহর ও বড় বড় নগরীতে বসতি স্থাপন করতে লাগল। কিন্তু তখন বড় শহরগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো না যদিও গ্রামাঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো এবং তা অতিরিক্ত পরিমাণে। এই অতিরিক্ত শস্য তখন শহরগুলোতে সরবরাহ করা হতো। তা ছাড়া শহরগুলোতে নানা ধরনের পণ্য উৎপন্ন হতো, যার জন্য প্রয়োজন হতো শ্রমিকের। একটি কৃষিখামারে কিংবা পণ্য উৎপাদন ফ্যাক্টরিতে যত শস্তায় শ্রম পাওয়া যেত লাভের পরিমাণ হতো তত বেশি। তাই কত সস্তায় শ্রমিক জোগাড় করা যায়, তাঁর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আর এ অবস্থাতেই শুরু হয় ক্রীতদাস প্রথা।

প্রত্যেক সভ্যতার আদিযুগেই ক্রীতদাস ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তা ছাড়া সহজে যুদ্ধ জয়ের জন্যও প্রয়োজন হতো ক্রীতদাস যোদ্ধা। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলন হওয়ার এটিও অন্যতম বড় কারণ। আদিযুগের যুদ্ধগুলোও ছিল খুব নির্মম। কোনো একটি বাহিনীর হাতে কোনো শহরের পতন হওয়ার পর সেখানকার কর্মক্ষম মানুষদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হতো ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করানোর জন্য আর বাকিদের হয়তো বা মেরে ফেলা হতো।

ক্রীতদাস প্রথা শুরু হওয়ার আরো কারণ রয়েছে যেমন– দস্যুরা অপহৃত ব্যক্তিদের নিকট হতে মুক্তিপণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তাদেরকে বিক্রয় করে দিত। আবার অনেক সময় মুক্তিপণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে বিক্রয় করা হতো কিংবা নিজেরাই তাদেরকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করত। সভ্যতার একটি সময়ে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের ক্রীতদাসের মতো শ্রম দিতে বাধ্য করা হতো। অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে নির্দিষ্ট সময় শ্রম দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হতো যা বর্তমান যুগেও কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত। দরিদ্র পরিবার অনেক সময় তাদের সন্তানদেরকে বিক্রয় করে দিত। আর স্বাভাবিকভাবেই ক্রীতদাসের সন্তানও ক্রীতদাস হবে– এটিই ছিল নিয়ম। এভাবেই সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানবসমাজে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন হয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা : আদিযুগ

অনেক সংস্কৃতিতেই দাস প্রথার লিখিত রেকর্ড পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৮,০০০ বৎসর পূর্বে, মিসরের নিম্নাঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবরে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় তৎকালীন লিবিয়ার অধিবাসীরা সান (San Tribe : আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী এক উপজাতি) উপজাতিসহ আরো অনেক গোত্রের লোকজনকে ক্রীতদাস হিসেবে রাখত।

তুরস্কের ইজমিরে খননকালে প্রাপ্ত আনুমানিক ২০০ সালের দিকের বাস রিলিফে শিকলে বন্দি ক্রীতদাস

শিকারি ও গাছের ফলফলারি খেয়ে জীবন ধারণ করে (Hunter-Gatherer) এমন শ্রেণির মধ্যে ক্রীতদাস প্রথার তেমন একটা প্রচলন ছিল না। আবার একটি সময়ে যখন প্রচুর পরিমাণে আবাদি জমি ছিল তখন কৃষিকাজ করে অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে তখন গণহারে ক্রীতাদাস নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ঠিক এ কারণেই ১১,০০০ বৎসর পূর্বে নিওলিথিক বিপ্লবের পর দাস প্রথা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ক্রীতদাস প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তখন অনেক সমাজই দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টপূর্ব ১৭৬০ অব্দের কোড অব হাম্মুরাবি (Code of Hammurabi)'র আইনকে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে 'যদি কেউ কোনো ক্রীতদাসকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে কিংবা পালিয়ে যাওয়া কোনো ক্রীতদাসকে আশ্রয় দিলে তাঁর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।' বাইবেলেও দাস প্রথার স্বীকৃতি রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা মোটামুটিভাবে সব সভ্যতার সমাজেই ছিল যেমন সুমের (Sumer), প্রাচীন মিসর (Ancient Egypt), প্রাচীন (Ancient China), আক্কাদিন সাম্রাজ্য (Akkadian Empire), আসিরিয়া সাম্রাজ্য (Assyria), প্রাচীন ভারত (Ancient India), প্রাচীন গ্রিস (Ancient Greece), রোমান সাম্রাজ্য (Roman Empire), আরবের খলিফা শাসনামল (Islamic Caliphate), ইহুদি সাম্রাজ্যের প্যালেস্টাইন (Hebrew kingdoms in Palestin), আমেরিকার কলম্বাস-পূর্ব (Pre-Columbian Civilizations) সভ্যতা ইত্যাদি।

এ সকল সভ্যতার সময় দাস প্রথা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার কারণ ছিল ঋণের পরিশোধে ব্যর্থতা, অপরাধের শাস্তি, যুদ্ধবন্দি ও শিশু পরিত্যক্ত করা। উল্লেখ্য যে, ক্রীতদাসের সন্তানও মালিকের ক্রীতদাস হয়ে যেত আপনাআপনি ভাবেই।

ব্যাবিলনের ক্রীতদাস : খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতক

ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে আদি সমাজেও জানা যায় তা হল ক্রীতদাস ছিল মালিকের মূল্যবান সম্পত্তির একটি। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫৪ অব্দের প্রাচীন মেসোপটামিয়ার সাম্রাজ্যের যে আইন ছিল তা ব্যাবিলনের আইন কোড বা কোড অব হামমুরাবি (Code of Hammurabi) নামে পরিচিত। ব্যাবিলনের ষষ্ঠ সম্রাট হামবুরাবি এই আইনের প্রতিষ্ঠাতা। তাই এই আইনগুলোকে কোড বা কোড অব হামমুরাবি বলা হয়। হামমুরাবি কোডে মোট ২৮২টি আইন রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতকে হামমুরাবি কোডে শৈল্য চিকিৎসকদের ক্রীতদাস ও মুক্ত ক্রীতদাসদের চিকিৎসার প্রদানের ওপর শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা আছে। হামমুরাবি কোডে দেখা যায় ক্রীতদাসদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ সহনশীল পর্যায়ে ছিল এবং সে আমলের ক্রীতদাসরা নিজস্ব সম্পত্তির মালিকও ছিল। কিন্তু আদি সভ্যতার মধ্যে গ্রিক সমাজে ক্রীতদাসদের বিস্তারিত জানা যায় এবং প্রাচীন গ্রিস সমাজ গঠনে ক্রীতদাসদের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট।

গ্রিক ক্রীতদাস : খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতক

প্রাচীন গ্রিসের দুই শীর্ষ রাষ্ট্র স্পার্টা (Sparta) ও এথেন্স (Athens) সম্পূর্ণ শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল ছিল যদিও তা ছিল জোরপূর্বক বাধ্যতামূলক শ্রম। স্পার্টাতে ক্রীতদাসরা ছিল মূলত ভূমিদাসের মতো। এথেন্সের ক্রীতদাসের সাথে পার্থক্য ছিল এই যে, স্পার্টার হেলট (Helot) যোদ্ধা জাতি নিজস্ব পরিচয় নিয়ে থাকলেও তারা তাদের মালিকদের শ্রম দিতে বাধ্য ছিল; আর তাদের মালিকরা ছিল স্পার্টার প্রকৃত অধিবাসী। তারা মূলত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন।

www.nagorikpathagar.org

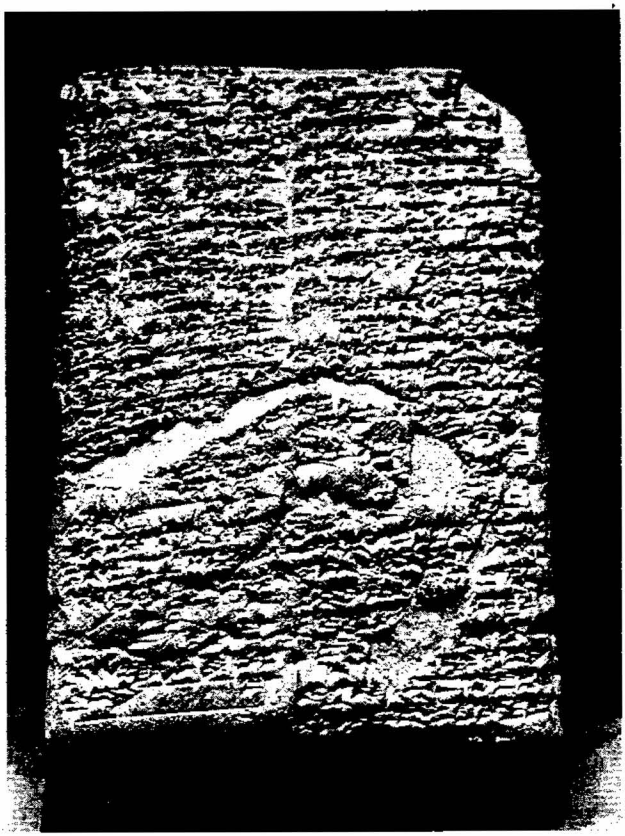

মাটির প্লেটে লেখা কোড অব হামমুরাবি। খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতকের ব্যাবিলনের সম্রাট হামমুরাবি সুনির্দিষ্ট ২২৮টি আইন প্রণয়ন করেন

স্পার্টার লেকোনিয়া (Laconia) ও মেসেনিয়া (Messenia) অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল হেলট এবং তারা ক্রীতদাস হলেও তাদের বেশ অধিকারও ছিল।

এথেন্সের ক্রীতদাস প্রথায় ক্রীতদাসদের কোনো স্বীকৃত অধিকারই ছিল, না যা ছিল রোমের বিপরীত। তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি অনেকটাই নির্ভর করত তারা কোনো ধরনের কাজ করছে তাঁর ওপর। ক্রীতদাসদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য ছিলেন ক্রীতদাস, যাঁরা খনিতে কাজ করতেন তাঁরা। মালিকের নির্দেশে তাঁদেরকে জীবন বাজি রেখে খনিতে কাজ করতে হতো। তখন খনিগুলো সরকারি মালিকানার হলেও এথেন্সের সরকার তা ব্যক্তিমালিকানায় লিজ দিয়ে দিতেন।

www.nagorikpathagar.org

সিথিয়ান তীরন্দাজ ক্রীতদাসের স্কেচ

আবার অপর শ্রেণির ক্রীতদাস রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিলেন যেমন সিথিয়ান আর্চার (Scythian Archers) বা সিথিয়ান তীরন্দাজ বাহিনী (Scythian : ইরানের বংশোদ্ভূত যাযাবর সম্প্রদায়, যারা সেন্ট্রাল এশিয়াতে বসবাস করত)। এই সিথিয়ান তীরন্দাজরা এথেন্সের পুলিশ বাহিনীর সদস্য ছিল এবং তারা ক্রীতদাস হলেও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

এথেন্সের ক্রীতদাসদের অধিকাংশই গৃহশ্রমিক হিসাবে কাজ করত। তাদের জীবনযাপন ও ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করত মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্ক কত গভীর তাঁর ওপর। নারী ক্রীতদাসদের সাধারণত মালিকের বাড়ির শিশুদের লালন-পালন ও দেখভাল করতে হতো এবং একই সাথে মালিকের কনকুবাইন হিসেবেও থাকতে হতো। পুরুষ ক্রীতদাসদের ভূমিকা ছিল অনেকটাই স্টুয়ার্ডদের মতো, যাকে বিশেষ করে বাড়ির বাইরের সকল ধরনের কাজই করতে হতো।

এথেন্সের তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কোনো পুরুষের জন্য গৃহস্থালি কাজ করা খুব লজ্জার বিষয় ছিল, ক্রীতদাসদের বেলায়ও অনেকটা তাই ছিল। তাই পুরুষ ক্রীতদাসদের সাধারণত মালিকের সেক্রেটারি ধরনের কাজগুলো করতে হতো। এককথায় বলা যায়, তারা ছিল মালিকের ব্যক্তিগত সচিবের মতো, যাকে ব্যাকিংসহ মালিকের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে হতো।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা : ক্লাসিক আদিযুগ

প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্য

গ্রিসের ক্রীতদাস ইতিহাস অনেক পুরনো। ব্রোঞ্জ যুগের সময় খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০-১১০০ অব্দে গ্রিসে ক্রীতদাস ছিল, দক্ষিণ গ্রিসের প্রত্নতাত্ত্বিক শহর মাইসিনা (Mycenae) খননকালে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠিক কবে থেকে গ্রিসে ক্রীতদাস প্রথা শুরু হয়েছে তা জানা না গেলেও গ্রিক সাম্রাজ্যের অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ক্রীতদাস এবং ধীরে ধীরে নগরীগুলো গড়ে উঠতে থাকলে ক্রীতদাস থাকাটা অত্যাবশকীয় হয়ে ওঠে। ধারণা করা হয় যে, এথেন্সের নাগরিকদের একটা বড় অংশেরই অন্তত একজন করে ক্রীতদাস ছিল।

প্রাচীনকালের অধিকাংশ লেখনীতেই দেখা যায় প্রয়োজনের কারণেই ক্রীতদাস প্রথার জন্ম হয়েছে। পরবর্তীতে সক্রেটিসের ডায়ালগে (Socratic Dialogues) বিচ্ছিন্নভাবে ক্রীতদাস প্রথার বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু স্টয়িকই (Stoic) প্রথম দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী, যিনি ক্রীতদাস প্রথাকে অভিযুক্ত করেছেন।

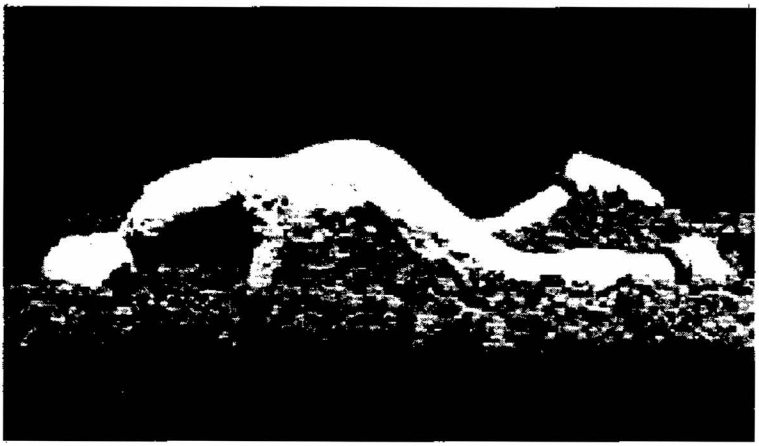

প্রাচীন রোমান শহর পম্পেতে পাওয়া বন্দির মৃতদেহ কালের আবর্তনে মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। বন্দি অনুমান করার কারণ তাঁর পায়ের বেড়ি। ধারণা করা হয় কঙ্কালময় এই মূর্তিটি ২০০০ বৎসরের পুরনো

খ্রিস্টপূর্ব ৮ম ও ৭ম শতকে স্পার্টা (Sparta) ও মেসিনিয়ার (Messenia) মধ্যকার দুই যুদ্ধে স্পার্টানরা মেসিনিয়ার প্রায় সকল অদিবাসীকেই বিশেষ ধরনের ক্রীতদাসে পরিণত করে, যা হেলট (Helot : লেসোনিয়া ও মেসিনিয়ার অধিবাসী যা এবং স্পার্টানরা এই অঞ্চল শাসন করতেন) নামে পরিচিত। গ্রিক

www.nagorikpathagar.org

দার্শনিক ও পণ্ডিত হেরোডোটাসের (Herodotus) মতে, হেলটদের সংখ্যা স্পার্টানদের সংখ্যার ৭ গুণ ছিল। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে হেলট ক্রীতদাসদের বেশ কিছু বিদ্রোহের কারণে সেখানে বিদ্রোহ দমন ও হেলটদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানকার হেলট নেতাদের বিশেষ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে হেলট বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রাচীন অনেক গ্রিক শহরে ক্রীতদাসদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০%-এর মত ছিল। এই ক্রীতদাসদের তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো এবং তাদের বেশ আর্থিক সুবিধাও দেওয়া হতো। এই হেলট ক্রীতদাসদের স্ট্যাটাস ছিল মুক্ত ও ক্রীতদাসের মাঝামাঝি পর্যায়ের।

ক্রীতদাস প্রথা : প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য

ব্রোঞ্জ যুগের শেষ দিকে গ্রিসের খনিতে কর্মরত ক্রীতদাস শ্রমিক

গ্রিক ও ফোনেসিয়ান সভ্যতা (Phoenicians : বর্তমান লেবানন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক সভ্যতা যা খ্রিস্টপূর্ব ১২৪০-৫৩৯ অব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল) থেকে উত্তরাধিকার হিসেবেই ক্রীতদাস প্রথাকে পেয়েছে রোমানরা। রোমান রিপাবলিক বাইরের দিকে যতই বিস্তৃতি লাভ করার সাথে সাথেই সেখানকার সকল অধিবাসীকে তারা ক্রীতদাস বানিয়ে তাদেরকে দিয়ে রোমের কৃষিকাজ

www.nagorikpathagar.org

ও গৃহস্থালি কাজ করাতে বাধ্য করত। রোমে যারা ক্রীতদাস হিসেবে ছিল তারা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে আসত। এলিট রোমানরা এভাবে ক্রীতদাস আনতে থাকায় একসময় নিজেরাই সংখ্যালগিষ্ঠ জাতি হয়ে ওঠে এবং এক সময় শুরু হয় ক্রীতদাস বিদ্রোহ। স্পার্টাকাসের (Spartacus) নেতৃত্বে তৃতীয় সারভিল যুদ্ধ (Third Servile War) ছিল তেমনি এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ। তখন গ্রিক (Greek), বারবার (Berbers), জার্মান (Germans), ব্রিটন (Britons), স্লাভ (Slavs), থ্রাসিয়ান (Thracians), কেল্ট (Celt), ইহুদি (Jews), আরব (Arabs) নানা প্রকার আদি অধিবাসীদেরকে কেবল শ্রম দেওয়ার জন্যই ক্রীতদাস হতে হয় নি তাদেরকে মালিক শ্রেণিকে আনন্দও দিতে হতো, যেমন তাদেরকে হতে হতো গ্লাডিয়েটর কিংবা যৌনদাসী (Sex Slave)।

গ্লাডিয়েটর-দ্বিতীয় শতকের লেপটিস মাগনা'র (লিবিয়া) জিলেটেন মোসাইক

(Gladiator: গ্লাডিয়েটর সাধারণত একজন ক্রীতদাস পারফর্মার। একজন গ্লাডিয়েটর তরবারি নিয়ে আরেকজন গ্লাডিয়েটরের সাথে লড়াই করে দর্শকদের আনন্দ দিত। রোমান সাম্রাজ্যের রিপাবলিক শাসনামলে গ্লাডিয়েটর শো খুব জনপ্রিয় ছিল। গ্লাডিয়েটররা কেবল আরেকজন গ্লাডিয়েটরের সাথেই যুদ্ধ করত না, তারা হিংস্র পশু যেমন সিংহ ইত্যাদির সাথেও লড়াই করত এবং দর্শকরা তা উপভোগ করত। তবে এই গ্লাডিয়েটর শোয়ের পরিণতি ছিল খুব করুণ অধিকাংশ সময়ই দেখা যেত কোনো না কোনো গ্লাডিয়েটর মারা যেত। গ্লাডিয়েটরদের অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস। তবে কেউ কেউ স্বেচ্ছায়ও গ্লাডিয়েটরের পেশা গ্রহণ করত।)

রিপাবলিক রোমান যুগে ক্রীতদাস প্রথা কেবল রোমের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভই ছিল না তা তৎকালীন রোমান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও বটে। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তত ২৫ ভাগ জনসংখ্যাই ছিল

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস। অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতে সে সময় ইতালির ৩৫% জনসংখ্যাই ছিল ক্রীতদাস।

রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উন্নত শহর রোমে বসবাস করত অন্তত ৪০০,০০ ক্রীতদাস। রোমান সাম্রাজ্যের শুরু হতে এর পতনের সময় পর্যন্ত অন্তত ১০০ মিলিয়ন মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও অন্য সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলোতে বিক্রয় করা হয়েছে। যদি কোনো ক্রীতদাস পালিয়ে যেত তবে ধরা পড়ার পর তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হতো। রিপাবলিক যুগের শেষ দিকে ক্রীতদাস প্রথা রোমের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ছিল। তখন রোমের মোট জনসংখ্যা ২৫%-এর বেশি ছিল ক্রীতদাস এবং ইতালির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০%ই ছিল ক্রীতদাস।।

ক্রীতদাস প্রথা : রোমান সাম্রাজ্য; খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে

রোমান ক্রীতদাসীরা গৃহকর্ত্রীর চুল বেঁধে দিচ্ছে

এ সময়ে এসে ক্রীতদাস যারা খুব দক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন তাঁদের জন্য সুযোগ আসে, তাঁদেরকে রাজকীয় রোমান সাম্রাজ্যের কোর্টে সেক্রেটারিয়েল কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁরা হতেন সম্রাটের কর্মচারী। এ-জাতীয় কোনো কোনো ক্রীতদাসের ক্ষমতা এথেন্সের সাধারণ নাগরিকদের চেয়েও ক্ষেত্রবিশেষে বেশি ছিল।

www.nagorikpathagar.org

রোম রাজতন্ত্র শুরু হওয়ার দুই শতক পূর্বে রোমানরা খুব বেশি সংখ্যায় ক্রীতদাস নিয়োগ করা শুরু করে এবং উল্লেখ্য সে সময়ে ক্রীতদাসদের সাথে বর্বরতাও বাড়তে থাকে। খনিতে ওভারসিয়ারগণ তাঁদেরকে আরো বেশি কাজ করানোর জন্য চাবুক দিয়ে প্রহার করত, এক কথায় বলতে গেলে এ হতভাগ্য ক্রীতদাসগণ সারাক্ষণই চাবুকের ওপর থাকতেন। কৃষি খামারে কর্মরত ক্রীতদাসদের অবস্থাও অনেকটা খনিতে কর্মরত ক্রীতদাসদের মতোই ছিল। ক্রীতদাসদের সবচেয়ে ভয়ানক যে কাজটি করতে হতো তা হলো গ্লাডিয়েটর হিসেবে কাজ করা। রাজার শাসন শুরু হওয়ার পূর্বের দুই শতক সময় ধরে ক্রীতদাসের সংখ্যা বেড়ে যায় যেমন– খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫০০ অব্দের প্রাচীন এথেন্সে অন্তত ৮০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। এ হিসাবে বলা যায় তৎকালীন এথেন্সের মোট জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ ভাগের চারভাগই ছিল ক্রীতদাস। রোমান সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃতি লাভ করছিল বিজিত দেশগুলোর প্রায় সকল অধিবাসীকেই ক্রীতদাস হিসেবে ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিক্রয় করা হতো।

ক্রীতদাস প্রথা : মধ্যযুগ; ৬ষ্ঠ ১৫ শতক

লবণ খনিতে কর্মরত শ্রমিক

পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকে। কিন্তু তখন ক্রীতদাসদের বিশেষ কয়েকটি কাজ যেমন গৃহস্থালি কাজ, অফিস ও বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে যোদ্ধা

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে নিয়োগ দেওয়া এ-জাতীয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কাজে নিয়োগ দেওয়া হতো। তৎকালীন আমেরিকার কলোনিগুলোতে বিশাল বাণিজ্যিক আকারে তামাক ও তুলা চাষের প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত বড় বড় রোমান এস্টেটে বিশালকারে ক্রীতদাস নিয়োগ দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। তবে আমেরিকার কলোনিতে বিশালকারে তুলা ও তামাক চাষ শুরু হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই সাহারার লবণ খনিতে ক্রীতদাসের বিশাল বহর কাজ করত।

ক্রীতদাস প্রথা আরো বিকশিত হতে থাকে এবং এর একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। অন্য যে কোনো স্থানের চেয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক কারণে ক্রীতদাস ব্যবসাকে চাঙ্গা করে তোলে। ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রবর্তী অঞ্চলগুলো ছিল শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের বসবাস। অন্যদিকে এর উত্তর ও দক্ষিণে তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল অপেক্ষাকৃত কম সভ্য ও বিভিন্ন আদিবাসীদের বসবাস। এই রাজ্যগুলোর সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বিজয়ীরা লুটপাট শেষে যুদ্ধবন্দিদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস বানাত।

১০ শতকের দিকে জার্মানরা পূর্ব দিকে তাদের রাজ্য বিস্তার করতে থাকলে এত অধিকসংখ্যক স্লাভের (Slav) নাগরিককে ধরে ক্রীতদাস বানানো হয় যে তাদের নামেই ক্রীতদাসদের নাম হয়ে যায় স্লেভ (Slave)। একই সময়ে কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ক্রীতদাসদের চালান দেওয়া হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়ার একটি বড় আয়ের পথ এবং এর ওপর রাশিয়ার অর্থনীতি অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করত।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে আরব রাজবংশগুলো সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে ক্রীতদাস আফ্রিকান ক্রীতদাস ব্যবসায় উদ্দীপনা এনে দেয়। ৭০০ সালের দিকে সাহারা অঞ্চলের জাউইলা (Zawila) শহর ক্রীতদাস ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। চাদের হ্রদ অঞ্চলে আফ্রিকান ক্রীতদাসদের বিক্রয় করে দেওয়া হতো মুসলমানদের নিকট, যা পরবর্তীতে স্পেন থেকে পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

ইসলাম ধর্ম নারী-পুরুষের অধিকারের ব্যাপারে খুব উদার হলেও ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে যায়নি বরং এর বৈধতাই দিয়েছিল। তবে এটাও ঠিক ইসলাম ধর্মে নারী ক্রীতদাসের সাথে যথার্থ আচরণের নির্দেশও দেয়। অনেক খ্রিস্টান কমিউনিটিতে ক্রীতদাসরা বর্বরের আচরণ পেলেও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সমাজে ততটাই ভালো ব্যবহার পেয়েছেন।

খ্রিস্টীয় গসপেলে (Gospel) ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে কোনো কিছুই বলা নেই। দারিদ্র্যতার কারণে ক্রীতদাস প্রথা হতে পারে এ-জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগের প্রথম দিকে রোমান ক্যাথলিক বিশপ ও মিশনারিরা উদীয়মান রাজবংশগুলোর নিকট উত্তর ইউরোপের ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে বলেছে। ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তারা বেশ এগিয়ে যায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিম ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হলেও সেখানে ভূমিদাস ও সামন্তবাদী প্রথার মাধ্যমে তা নতুন ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন শুরু হতে থাকে।

কিন্তু ১৫ শতকে পশ্চিম আফ্রিকাতে পর্তুগিজদের আগমনের পর সেখানকার অধিবাসীদের ওপর এক মহাবিপর্যয় নেমে আসে। পর্তুগিজরা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রীতদাস ব্যবসায়। এরই মধ্যে মুসলমানরা যারা ক্রীতদাসদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দিয়েছিল সে সকল ক্রীতদাস সেনাবাহিনী অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে।

মামলুক জাতি ও ক্রীতদাস

ফরাসি চিত্রকর কার্ল ভার্নেট (Carle Vernet) চিত্রকর্ম মামলুক অশ্বারোহী যোদ্ধা। ১৮১০ সালের একটি পেইন্টিংস

www.nagorikpathagar.org

১২৫০ সালে মিসরের সেনাবাহিনীর অফিসার যারা মূলত ক্রীতদাস ছিলেন তাঁরা সুলতানকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। এই ক্রীতদাস সেনাবাহিনীই মামলুক (Mamluk) নামে পরিচিত। মামুলুকদের একজন যিনি শাসক হয়েছিলেন তিনি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং মামলুক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মামলুক রাজবংশ ৩০০ বৎসরের অধিক সময় ধরে শাসন করেছিল। ৯ শতকে আব্বাসিদ সাম্রাজ্যে মামলুকরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় বসে। ১৬ শতকে অটোমানদের নিকট মামলুকরা পরাজিত হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যেই আবারো নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়ে রাজ্য পরিচালনা শুরু করে।

মামলুকরা ছিল মূলত সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস। পরবর্তীতে তারা ১২-১৪ বৎসরের কিশোর ক্রীতদাসদের সেনা প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদেরকে ক্রীতদাস সৈন্য হিসেবে আব্বাসিদ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়। মামলুক শব্দের অর্থ মালিকানাধীন। এই সৈন্যরা কখানোই মুক্ত মানুষ ছিল না অর্থাৎ তারা তাদের অর্জিত অর্থ-সম্পদ তাদের সন্তানদের দিতে পারত না। তারা মুক্ত না হলেও তারা ছিল পেশাদার সৈনিক এবং তাদের বিশেষ মর্যাদায় ছিল। এই মামলুক সৈন্যরা সব সময়ই ইসলামিক রীতি মেনে চলত তাদের মালিকের প্রতি অনুগত ছিল। ১৩ শতকে এসে মামলুকরা তাদের মালিকের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নিজেরাই শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। তারা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারা আর ক্রীতদাস ছিল না এবং নিজেরাই মামলুক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে।

কিশোর মামুলক সৈন্যরা যখন সাবালক হতো এবং এবং রাজ্যের কোনো দপ্তর পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন করত তখন এই ক্রীতদাস সৈন্যদের মুক্ত করে দেওয়া হতো এবং তাদেরকে দাড়ি রাখার অনুমতি দেওয়া হতো। এদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী সেনাবাহিনীর উচ্চপদেও নিয়োগ দেওয়া হতো এবং তাদের নেতৃস্থানীয়রাই সিদ্ধান্ত নিতেন তারা কোনো প্রাক্তন ক্রীতদাসের কন্যাকে বিয়ে করবে। এভাবেই মামলুকরা একে অপরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে নিজেদের শক্তিকে আরো দৃঢ় করে এবং ১২৫০ থেকে ১৫১৭ পর্যন্ত ২৬৭ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য শাসন করে।

ক্রীতদাস প্রথা: মধ্যযুগের ইউরোপ

মধ্যযুগের প্রথম দিকে গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ঘেরাও দিয়ে ইউরোপের অধিবাসীদেরকে ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় ধর্মীয় নেতা সেন্ট প্যাট্রিককেও (St. Patrick) এ রকম ঘেরাও দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। তাঁর কারণ ছিল তিনি আয়ারল্যান্ডে করোটিকাস সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপ্টিস্ট খ্রিস্টানদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় না করার জন্য তিনি সম্রাট করোটিকাস (Coroticus) এর সেনাবাহিনীর নিকট চিঠি দিয়েছিলেন।

সমুদ্রপথে ডেনমার্কের ভাইকিং জিপসি– ১২ শতকের একটি পেইন্টিং

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সমুদ্রের যাযাবর উপজাতি যারা পুরনো নর্স ভাষায় কথা বলত তারাই ভাইকিং নামে পরিচিত। তারা তাদের মাতৃভূমি স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে সমুদ্রপথে তারা ব্যবসার পাশাপাশি দস্যুবৃত্তি করত। ৮ম-১১ শতক পর্যন্ত এই ভাইকিং জলদস্যুদের বিস্তৃতি ছিল ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আটলান্টিক

www.nagorikpathagar.org

দ্বীপগুলোতে। এরা সমুদ্রের যাযাবর জাতি বা জিপসি নামেও পরিচিত। ভাইকিংরা সুযোগ পেলেই ইউরোপ আক্রমণ করে সেখান থেকে লোকজন ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দিত। ভাইকিংদের আক্রমণ খুব বেশি হতো ব্রিটিশ দ্বীপ ও পূর্ব ইউরোপে।

রোমান ক্যাথলিক সেইন্ট ও বিশপ অব প্র্যাগ (Bishop of Prague)
ইহুদি ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নিকট হতে স্লাভদের মুক্ত করছেন।
পোল্যান্ডের Gniezno Cathedral-এর দরজায় খোদাইকৃত নকশা।

ভাইকিংরা চাকর হিসেবে কাজ করানোর কিছু ক্রীতদাস রেখে দিত জন্য এবং অবশিষ্টদেরকে প্রধানত বাইজেন্টাইন ও তৎসংলগ্ন মুসলিম এলাকার ক্রীতদাস বাজারে বিক্রয় করে দিত। পশ্চিমে তারা ইংরেজ, আইরিশ, স্কটিশদেরকে আক্রমণ করলেও পূর্বে তারা প্রধানত স্লাভদেরকেই টার্গেট করেছিল। ১১ শতকের দিকে এসে ভাইকিং ক্রীতদাস ব্যবসা আস্তে আস্তে গুটিয়ে আসে এবং তারা ইউরোপের বিভিন্ন টেরিটরিতে বসতি স্থাপন করে একসময় তাদের সাথে মিশে যায়।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের দেশগুলো খুব বড় আকারের ক্রীতদাস ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। তারা মূলত বাইজেন্টাই সাম্রাজ্য, মুসলিম বিশ্বে ক্রীতদাস সরবারাহ করত এবং তারা সেন্ট্রাল পাগান সাম্রাজ্য ও পূর্ব ইউরোপ হতেই ক্রীতদাস সংগ্রহ করত। এ সময় ইউরোপের এই অঞ্চল ব্যতীত ভাইকিং (Viking), আরব, গ্রিক ও ইহুদি ব্যবসায়ীরা ক্রীতদাস ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১০ শতকে ক্রীতদাস ব্যবসা তার চরমে পৌঁছে এবং জাঞ্জি বিদ্রোহের কারণে আরব বিশ্বে আফ্রিকান ক্রীতদাস ব্যবহার করা কমতে থাকলে ক্রীতদাস ব্যবসায় কিছুটা ভাটা পড়া শুরু হয়।

www.nagorikpathagar.org

মধ্যযুগের স্পেন ও পর্তুগাল প্রায় সব সময়ই মুসলমানদের দখলে ছিল যদিও এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণই ছিল খ্রিস্টান। আল আন্দুলাস (Al-Andalus) থেকে প্রায় নিয়মিতভাবেই এই খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে মুসলমানরা সেনা অভিযান পরিচালনা করত মূলত দুটি উদ্দেশ্যে যার একটি হলো ধনসম্পদ লুটতরাজ করা ও দ্বিতীয়টি হলো যাবার সময় এখানকার নারী-পুরুষ এমনকি শিশুদের বিশেষ করে কন্যাশিশুদের জোরপূর্বক নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার অথবা বিক্রয় করা।

১৩১০ সালের পোর্টেটে ইংল্যান্ডের ভূমিদাস, যা প্রকারান্তে ক্রীতদাস

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে আলমোহদ (Almohad)-এর খলিফা ইয়াকুব আল মনসুর (Yaqub al-Mansur) ১১৮৯ সালে লিসবন ও পর্তুগালে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং যাবার সময় ৩,০০০ নারী ও শিশুকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। এর ঠিক দুই বৎসর পর ইয়াকুব আল মনসুরের গভর্নর করদোভা (Córdoba) আরেকবার পর্তুগালের সিলভেস (Silves) আক্রমণ করে আরো ৩,০০০ খ্রিস্টানকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস পরিণত করে। ১১ শতক হতে ১৯ শতক পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বার্বারিয়ান জলদস্যুরা ইউরোপের সমুদ্রতীরবর্তী শহরগুলো থেকে অসংখ্যবার মানুষ জোর করে ধরে নিয়ে আলজেরিয়া ও মরোক্কোর ক্রীতদাস বাজারে বিক্রয় করে দিত ক্রীতদাস হিসাবে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরও ব্রিটেনে ক্রীতদাস ব্যবসা জমজমাট ছিল এবং মধ্যযুগের ওয়েলসে প্রচলিত আইন অনুসারেই তখন ওয়েলসে ক্রীতদাস

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসা পরিচালিত হতো। বিশেষ করে ভাইকিং (Viking Invasions) অনুপ্রবেশের পর চেষ্টার ও ব্রিস্টলে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা তখন তুঙ্গে ওঠে। আর তখন ডেনিস, মার্সিয়ান ও ওয়েলস একে অপরের বর্ডার লাইন আক্রমণ করে জোরপূর্বক মানুষ ধরে নিয়ে যেত এবং চেস্টার ও ব্রিস্টলের বাজারে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো।

১৬৩৭ সালে আঁকা চিত্রে মাসিডারিয়ান কার্যক্রম– মুসলিম যোদ্ধাদের নিকট বন্দি খ্রিস্টানদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করা

১০৮৬ সালের Domesday Book-এ উল্লেখ করা হয়েছে তখন ব্রিটেনের অন্তত ১০% জনগোষ্ঠীই ছিল ক্রীতদাস। মধ্যযুগের প্রথমদিকে ইউরোপে ক্রীতদাস ব্যবসা এতই সাধারণ হয়ে গিয়েছিল যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ বেশ কয়েকবার এটি নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল কিংবা অন্তত খ্রিস্টান ক্রীতদাসকে অখ্রিস্টান দেশে বিক্রয় বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৪৫২ সালে পোপ পঞ্চম নিকোলাস পাপাল বুল (Papal Bull: কোনো ক্যাথলিক চার্চের পোপের চিঠি)-এর মাধ্যমে স্পেন ও পর্তুগালের রাজার হাতে ক্ষমতা প্রদানের জন্য চিঠি দিয়েছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল যুদ্ধে বিশেষ করে মুসলিম যোদ্ধা যারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, পাগল ও খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন কোনো

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধবন্দিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হবে কি না সে সিদ্ধান্ত কেবল রাজাই নিতে পারবেন। তাঁর এই পাপাল বুলের ক্ষমতায় যুদ্ধবন্দি অখ্রিস্টানদের ক্রীতদাস বানানোর বিষয়টি ১৪৫৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। পোপ তৃতীয় পল ১৫৩৭ সালে আরেকটি পাপাল বুলের মাধ্যমে আদিবাসী আমেরিকানদের ক্রীতদাস বানানোকে নিষিদ্ধ করেছিলেন।

এর কয়েক বৎসর পর বিখ্যাত উপন্যাস Don Quixote এর রচয়িতা কারভেন্টেস (Cervantes) ক্রোয়েশিয়ার জলদস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং আলজেরিয়াতে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে। সেখান থেকে তিনি পলায়নের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাতার সৈন্যরা নিয়মিতভাবে পূর্ব ইউরোপ আক্রমণ করত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল লুটপাট করা এবং মানুষ ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করা। ১৭৭৪-১৫৬৯ সালের মধ্যে পোল্যান্ড-লিথুনিয়াতে অন্তত ৭৫ বার তাতার দস্যুরা আক্রমণ করেছিল। ১৫৫১ সালে কাজান খানেতে (Kazan Khanate) অন্তত ১০০,০০০ রাশিয়ান ক্রীতদাস ছিল। কারোলিনজিয়ান ইউরোপের (Carolingian Europe) গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১০-২০% অদিবাসীই ছিল ক্রীতদাস। মধ্যযুগের শেষ দিকে পশ্চিম ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথা ও ব্যবসা এক রকম নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ক্রিমিয়ান তাতার দুস্যরা পূর্ব ইউরোপ বারবার আক্রমণ করে অন্তত ১০ লক্ষ ইউরোপিয়ানকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল

www.nagorikpathagar.org

১১০২ সালে ইংল্যান্ডে ক্রীতদাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়। যদিও পরবর্তী অনেককাল ১৭ শতক থেকে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে পর্যন্ত আটলান্টিক রুটে লোভনীয় ক্রীতদাস ব্যবসায় ইংল্যান্ড খুবই সক্রিয় ছিল। তৎকালীন স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশ থ্রালডোমে (Thralldom) থ্রালরা ছিল সমাজের সবচেয়ে নিচু জাতের। এরা মূলত ছিল উত্তর ইউরোপের, যাদেরকে ঋণের দায়ে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্রীতদাস হতে হয়েছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই থ্রালদের সন্তানরাও ছিল ক্রীতদাস।

এই থ্রালদের কোনো অধিকারই ছিল না এবং তাদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করত মালিকের সাথে সম্পর্কের ওপর। ভাইকিং অর্থনীতির অন্যতম জোগানদাতা ছিল থ্রাল ক্রীতদাসরা। এক তথ্যে জানা যায়, তখন অধিকাংশ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পরিবারগুলোতেই এক থেকে দুইজন থ্রাল ক্রীতদাস থাকলেও ৩০ জন ক্রীতদাস ছিল এমন পরিবারের সংখ্যাও কম নয়। ১৪ শতকের মধ্য ভাগে থ্রালডোম ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে। পূর্ব ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথা ও ব্যবসা আরো অনেক সময় ধরে চলে। ১৫ শতকের প্রথম দিকে পোল্যান্ড ও ১৫৮৮ সালে লিথুনিয়া ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে। এই অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হলেও নতুন আঙ্গিকে তা শুরু হয় সার্ফডম (Serfdom) বা ভূমিদাস নামে। কেইভান রুশ (Kievan Rus) ও মাসকোভিতে (Muscovy) ক্রীতদাসরা কোহলোপস (kholops) নামে পরিচিত ছিল। ১৫ শতকে পোল্যান্ডে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা : আরব বিশ্ব

ইসলামিক পরাশক্তির বিস্তৃতি ও ক্রীতদাস প্রথা

১৩ শতকের ইয়েমেনের ক্রীতদাস বাজার। ১৯৬২ সালে ইয়েমেনে আইন করে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়

মুসলিম বিশ্বের বিস্তৃতি ক্রীতদাস প্রথা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার অন্যতম একটি বড় কারণ। মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বৃহদাকারে সাকালিবা (Saqaliba) বা ক্রীতদাস আমদানি শুরু করে বিশেষ করে মধ্য ও

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব ইউরোপ থেকে। ইসলামী রীতি অনুযায়ী একজন মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে ক্রীতদাস বানাতে পারবে না। একই রকমভাবে খ্রিস্টান, ইহুদি ও সাবিয়ানদেরকেও (হজরত ইব্রাহিম আ. এর অনুসারীগণ) ক্রীতদাস বানানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে এর ব্যতিক্রম হলো এই যে, যদি তারা যুদ্ধবন্ধি হন তখন আবার এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যুদ্ধবন্দিরা যদি ইসলমা ধর্ম গ্রহণ করত তবে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হতো। আর যদি সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে তবে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ারও নির্দেশ রয়েছে।

অটোমানরা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় করার পর সেখান থেকে প্রচুর সংখ্যায় খ্রিস্টান অধিবাসীকে জোরপূর্ব ধরে নিয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রীতদাস হতে বাধ্য করে। এই ক্ষেত্রে খ্রিস্টান নারীদের ধরে নিয়ে হারেমে রাখা হতো কিংবা যৌনদাসী হতে বাধ্য করা হতো

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ইসলামিক রীতিগুলো ক্রীতদাসদের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয় নি। ইবেরিয়া পেনিনসুলার (Iberian Peninsula) মুসলিম শক্তিগুলো ক্রীতদাসের জন্য প্রায়ই অপর কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র আক্রমণ করত। তা ছাড়া এই রাষ্ট্রগুলো ইউরোপিয়ান ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ও ইহুদিদের নিকট হতে ক্রীতদাস ক্রয় করত। ইহুদিরা পঞ্চম শতকের দিকে ক্রীতদাস ব্যবসায় মনোনিবেশ করে।

আমেরিকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ওলিভিয়া রেমি কনস্টাবল (Olivia Remie Constable) উল্লেখ করেন "মুসলিম ও ইহুদি ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা পূর্ব ইউরোপ ও খ্রিস্টান অধ্যুসিত স্পেন থেকে ক্রীতদাসদের প্রথমে ইবেরিয়ান পেনিনসুলার মুসলিম স্পেন অধ্যুষিত রাজ্য আনদালুসে (Andalus) নিয়ে আসত এবং তারপর সেখান থেকে পুনরায় তাদেরকে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠানো হতো"। স্লাভিক দেশগুলোর আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলে ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যের অবসান ঘটে। ক্রীতদাসের ইংরেজি শব্দ Slave এসেছে বাইজেন্টাইন গ্রিক শব্দ Sklabos থেকে যার অর্থ Slav অর্থাৎ স্লাভ অঞ্চলের অধিবাসী।

মধ্যযুগের শেষের দিকে আনুমানিক ১১০০-১৫০০ সাল পর্যন্ত ইউরোপিয়ানদের ক্রীতদাস হিসেবে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলামান রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি পূর্বদিকে ভেন্সি ও জেনোয়াতেও (Genoa) বিস্তৃতি লাভ করে। ১৩ শতকের দিকে এসে স্লাভিক, বাল্টিক ক্রীতদাসের পাশাপাশি জর্জিয়ান, তুর্কি ও অন্যান্য আদিবাসী জাতিকে ক্রীতদাস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিক্রয় করা হতো। মধ্যযুগের শেষের দিকে স্লাভ ও বাল্টিক আদিবাসীরা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করলে ইউরোপিয়ান ক্রীতদাস ব্যবসারয়ীরা স্লাভিক ও বাল্টিকদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করা কমিয়ে আনে এবং একপর্যায়ে তা বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলমান রাষ্ট্রগুলোতে ইউরোপের ক্রীতদাসরা একটি সময়ে নতুন উপদ্রপ হয়ে দাঁড়ায়, তারা নিজেরাই দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হয় তারা বিশেষ করে আলজেরিয়ান ক্রীতদাসরা অটোমান সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় ইউরোপের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ও জাহাজগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। ১৬ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত তারা অসংখ্য ইউরোপিয়ান জাহাজ ব্রিস্টল করে লুটে নেয়। ১৭ শতকের দিকে এসে অটোমান নৌশক্তি দুর্বল হয়ে গেলে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোপিানরা উস্টর আফ্রিকা বিজয় করলে আলজেরিয়ান দস্যুদের আক্রমণ বন্ধ হয়।

www.nagorikpathagar.org

মঙ্গোলিয়ান পরাশক্তির বিস্তৃতি ও ক্রীতদাস প্রথা

১৩ শতকের দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে মঙ্গোলিয়ানদের অনুপ্রবেশ ও রাজ্য বিস্তৃতি ক্রীতদাস প্রথাকে আরো জটিল করে তোলে এবং ক্রীতদাস ব্যবসায় নতুন শক্তির উদ্ভব হয়। মঙ্গোলরা প্রশিক্ষিত ও সাধারণ নারী, পুরুষ এবং শিশুদেরকে জোরপূর্বক বন্দি করে মঙ্গোল রাজধানী কারাকোরাম (Karakorum)-এর সারাই (Sarai) শহরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে ইউরোশিয়াতে বিক্রয় করা হতো। অনেক ক্রীতদাসকে জাহাজে করে রাশিয়ার বাল্টিক সমুদ্র হতে ওরাল পবর্তমালা পর্যন্ত বিস্তৃত নভোগোরদ (Novgorod) স্টেটসের ক্রীতদাস বাজারেও প্রেরণ করা হতো।

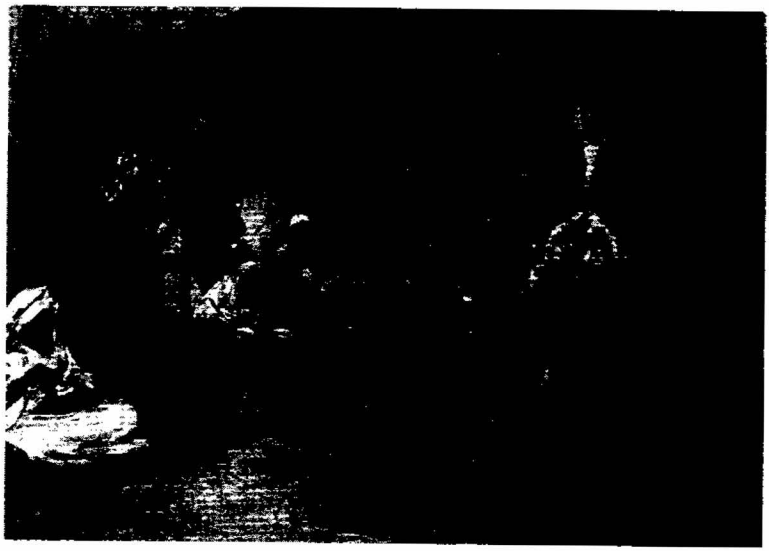

রুশ চিত্রশিল্পী সার্গে ভেসিলিভিচ ইভানভের (Sergey Vasilievich Ivanov's) চিত্রকর্ম "মধ্যযুগের পূর্ব ইউরোপে ক্রীতদাস ব্যবসা"। ১৯০৭ সালে আঁকা এই চিত্রকর্মটি আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে সংরক্ষিত আছে

মধ্যযুগের শেষের দিকে ক্রীতদাস ব্যবসা মূলত ভেনিস ও জেনোয়ার ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ও তাদের অ্যালায়েন্সের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই অ্যালায়েন্স মঙ্গোলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে রাশিয়ার বর্ডারসংলগ্ন গোল্ডেন হর্দ (Golden Horde) খাননেতে (Khanate: ছোট রাজ্য) ক্রীতদাস ব্যবসায় জড়িত ছিল। ১৩৮২ সালে গোল্ডেন হর্দ খাননেত-এর শাসক খান তখতামিশ (Khan Tokhtamysh) মস্কো অবরোধ করেন এবং শহরে আগুন ধরিয়ে দিলে সেখানকার অধিবাসীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিকবিদিক ছুটতে থাকে। তখতামিশের সেনাবাহিনী এই পলায়নপর হাজার হাজার মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস বানায়।

www.nagorikpathagar.org

১৪১৪-১৪২৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপ হতে অন্তত ১০,০০০ জনকে ভেনিসে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। জেনোয়ার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ক্রিমিয়া থেকে মামুলুক মিসর পর্যন্ত ক্রীতদাস ব্যবসার সমন্বয় করতেন। বৎসরের পর বৎসর ধরে কাজান (Kazan Khanates) ও আসত্রাখান খানেত (Astrakhan Khanate) নিয়মিতভাবে রাশিয়ার বড় বড় শহরগুলো আক্রমণ করত এবং লুটতরাজ শেষে সেখানকার অধিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে দিত।

রাশিয়র ইতিহাসে নথিবদ্ধ আছে যে, ১৬ শতকের প্রথমভাগে কাজান দস্যুরা রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অন্তত ৪০ বার আক্রমণ করেছিল। ১৫২১ সালে ক্রিমিয়ার খান মেহমেদ জিয়ারি (Khan Mehmed Giray) ও কাজান খানেত যৌথভাবে মস্কো আক্রমণ করেছিল এবং তারা লুটতরাজ শেষে হাজার হাজার মস্কোর অধিবাসীকে ধরে নিয়ে যায়।

১৪২১ সালে হাসি গিরে প্রথম (Haci I Giray) গোল্ডেন হর্দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রিমিয়াকে স্বাধীন ঘোষণা দিয়ে স্বতন্ত্র ক্রিমিয়ান খাননেত প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী একটি বড় সময় ১৮ শতক পর্যন্ত ক্রিমিয়ান খাননেত অটোমান সাম্রাজ্যে ও মধ্যপ্রাচ্যের অপরাপর মুসলিম রাজ্যগুলোর সাথে ক্রীতদাস ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। ক্রিমিয়ান খাননেত হাজার হাজার স্লাভ কৃষককে ক্রীতদাস হিসেবে সেখানকার তৃণভূমিতে চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করে। ১৫৫৮ থেকে ১৫৯৬ সালে তাতার দস্যুরা মস্কোর প্রান্তীয় অঞ্চলে অন্তত ৩০ বার আক্রমণ করে। ১৫৭১ সালে ক্রিমিয়ার তাতার দস্যুরা মস্কো আক্রমণ করে লুটতরাজ শেষে শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় পুরো মস্কো শহরই পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় যদিও ক্রেমলিন রক্ষা পায় এবং যাবার সময় হাজার হাজার মস্কোর বাসিন্দাকে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দি করে নিয়ে যায়। সে সময় ক্রিমিয়ার প্রায় ৭৫% অদিবাসীই ছিল ক্রীতদাস।

রাশিয়ার বিশাল তৃণভূমির অপর পার্শ্বে ছিল শক্তিশালী অটোমান সাম্রাজ্য আর দক্ষিণাঞ্চলে ছিল আরো ভয়ঙ্কর মঙ্গল উত্তরসূরি ক্রিমিয়ান খানেত। ক্রিমিয়া খানেতের অর্থনীতিই টিকে ছিল রাশিয়ান ও স্লাভদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে অটোমান সাম্রাজ্যে বিক্রয় করার অর্থের ওপর। অটোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি তারা ইরান ও অপরাপর আন্তর্জাতিক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নিকটও ক্রীতদাস বিক্রয় করত। অটোমান সাম্রাজ্যে হাজার হাজার স্লাভ ক্রীতদাস থাকার ফলেই ১৬ শতকে ইস্তাম্বুল ইউরোপের সবচেয়ে বড় শহরে পরিণত হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু রাশিয়ার এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও ক্রিমিয়া খানেতের মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতাই ছিল না তাই অত্যন্ত প্রশিক্ষিত এই ক্রিমিয়ান দস্যুরা প্রতি গ্রীষ্মকালেই কৃষকরা যখন মাঠে কাজ করত তখন অতর্কিত আক্রমণ করে শত শত কৃষককে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দিত। আর যারা উচ্চবিত্ত ছিল তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। যদি রাশিয়া ও ক্রিমিয়ার মাঝখানে পর্বতের ন্যায় কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকত তবে হয়তো বা হাজার হাজার রাশিয়ান ক্রীতদাস হওয়া থেকে বেঁচে যেত।

শিল্পীর তুলিতে মস্কোর অধিবাসীরা দক্ষিণের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে

রাশিয়াতে ক্রিমিয়ানদের এই আক্রমণ পাঁচ-দশ বৎসর পরপর যে হতো তা নয় এটি প্রতি বৎসরই হতো। রাশিয়ান সমাজের প্রতিটি সদস্যই গ্রীষ্মকালে সেনাবাহিনীর ন্যায় তৃণভূমি পাহারা দিত যাতে করে ক্রিমিয়ানদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। মাইকেল খোদারকোভোস্কি (Michael Khodarkovsky) তাঁর Russia's Steppe Frontier গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ১৭ শতকের প্রথম দিকে রাশিয়ান সমাজের উচ্চবিত্ত যাদেরকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদেরকে মুক্ত করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল সে পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রতি বৎসর ৪টি ছোট শহর তৈরি করা যেত। ১৭৮৩ সালে ক্রিমিয়া রাশিয় অন্তর্ভুক্ত হলে ক্রিমিয়ানদের এই আক্রমণ বন্ধ হয়।

www.nagorikpathagar.org

আরব ও সোমালিয়ার ক্রীতদাস বাণিজ্য

ইসলামিক শাসনামলের প্রথম দিকে পশ্চিম সুদান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো যেমন ঘানা (৭৫০-১০৭৬ সাল), মালি (১২৩৫-১৬৪৫ সাল), সেগু (১৭১২-১৮৬১ সাল) এবং সনঘাই (১২৭৫-১৫৯১) এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগণই ছিল ক্রীতদাস। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা (Ibn Battuta) তাঁর ভ্রমণ। কাহিনীতে অনেকবারই বর্ণনা করেছেন তাঁকে ক্রিতদাস উপহার দেওয়া হয়েছিল কিংবা তিনি নিজেই ক্রীতদাস ক্রয় করেছিলেন। ১৪ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে খালদুন (Ibn Khaldun) বর্ণনা করেছেন যে 'কালো চামড়ার মানুষরা অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই ক্রীতদাস হয়ে যেত, কারণ মানুষ হিসেবে একজনের ন্যূনতম যতটুকু বুদ্ধি থাকা দরকার তাদের তাও ছিল না, তারা ছিল অনেকটা বুদ্ধিহীন জন্তুর মতো।' ইসলামিক যুগে সাধারণত যুদ্ধবন্দিদের এবং যুদ্ধ বিজয়ের পর সেখান হতে ক্রীতদাস ক্রয় করে অথবা জোরপূর্বক নারী-পুরুষ ধরে নিয়ে যাওয়া হতো ক্রীতদাস বানানোর জন্য। তারপর তাদেরকে কোনো ক্রীতদাস বাজারে বিক্রয় করে দেওয়া হতো কিংবা উপহার হিসাবে অন্যদেরকে প্রেরণ করা হতো। ৯ ও ১০ শতকে ইরাকের নিম্নাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ছিল এই কালো জাঞ্জ (Zanj) ক্রীতদাসরা। একই সময়ে সেন্ট্রাল এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চল হতে লক্ষাধিক ক্রীতদাস আনা হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপ হতেও তখন হাজার হাজর খ্রিস্টানকে ক্রীতদাস হিসেবে আরব দেশগুলোতে আনা হয়েছিল। সহস্র এক আরব্য রজনীর (Thousand and One Nights) গল্পে সাদা চামড়ার ক্রীতদাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বারবারি সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস ব্যবসা

১৬ শতক থেকে ১৮ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বারবারি সমুদ্রতীরে ক্রীতদাস ব্যবসা ছিল মূলত বাধ্যতামূলক শ্রম দেওয়ার ক্রীতদাস বেচাকেনার সবচেয়ে বড় মার্কেট। আমেরিকান ঐতিহাসিক রবার্ট ডেভিসের মতে, ১ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত অন্তত ১ থেকে ১.২৫ মিলিয়ন ইউরোপিয়ানকে বারবারি দস্যুরা ক্রীতদাস হিসেবে উত্তর আফ্রিকা ও অটোমান সাম্রাজ্যে বিক্রয় করেছে।

১৯ শতকে এসেও বারবারি দস্যুরা তাদের লুটতরাজ বন্ধ করেনি তারা তখন সমুদ্রপথের জাহাজ আক্রমণ করত এবং লুটতরাজ শেষে জাহাজের ক্রুদের বন্দি করে নিয়ে যেত। যারা মুক্তিপণ দিতে পারত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং অবশিষ্টদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে দেওয়া হতো। ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত ৮ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র ইংল্যান্ডেরই ৪৬৬টি জাহাজ বারবারি দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৭ শতকের আলজেরিয়ার ক্রীতদাস বাজার

সমুদ্রপথে পণ্যবাহী আমেরিকান জাহাজও বারবারি দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ১৭৮৪ সালে আমেরিকার পণ্যবাহী জাহাজ মরক্কো প্রণালী থেকে বারবারি জলদস্যুরা হাইজ্যাক করে। পরবর্তী এক দশকে অন্তত ১২টি আমেরিকান পণ্যবাহী জাহাজ তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ রকম এক পরিস্থিতিতে ১৭৯৪ সালে আমেরিকা অনেক বিতর্কের মধ্যেই আমেরিকান নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকার সেনাবাহিনী এই অঞ্চলে তাদের জাহাজের নিরাপত্তার জন্য নৌ-টহল চালু করে। ১৮০১ ও ১৮০৫ সালে দুইবার আমেরিকা বারবারি রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যে সকল নাবিকদেরকে বারবারি দস্যুরা অপহরণ করে জিম্মি করেছিল তাদের মুক্ত করতে আমেরিকার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা ছিল ১৮০০ সালের আমেরিকার মোট সরকারি আয়ের ২০%। ১৮১৫ সালে আমেরিকা বারবারি রাজ্যের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের মাসুল দিতে হয়েছিল। পরবর্তীতে আমেরিকান জাহাজ আক্রান্ত না হলেও ১৮৩০ সাল পর্যন্ত অনেক ইউরোপিয়ান জাহাজ বারবারি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল।

পর্তুগিজ ক্রীতদাস ব্যবসা : ১৫-১৭ শতক

১৫ শতকে পর্তুগিজ অভিযানের কারণেই প্রথম কোনো ইউরোপিয়ান জাহাজ সরাসরি সাব-সাহারান আফ্রিকাতে আসে। এই অঞ্চলটি পূর্ব থেকেই ছিল একটি ক্রীতদাস উর্বর স্থান। তখন এই সাহারা অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগরীয়

www.nagorikpathagar.org

অঞ্চলে নৌপথে ক্রীতদাস নিয়ে যাওয়া হতো। আর পর্তুগিজদের আগমনের ফলে আরেকটি নতুন নৌপথ আবিস্কৃত হয়।

এখানকার প্রকৃতিই যেন পর্তুগিজদের ক্রীতদাস সংগ্রহ ও ব্যবসা করার জন্য একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করে দেয়। আগ্নেগিরি অগ্নুৎপাতের কারণে সৃষ্ট পাথরে ভরপুর কেপ ভার্ডি দ্বীপপুঞ্জ (Cape Verde Islands) মনুষ্যবিহীন হলেও ছিল উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের গাছ ও ঝোপঝাড়ে ভরপুর। এই দ্বীপটি

পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ধরে আনা মানুষদের হাত বেঁধে ও শিকল পরিয়ে জাহাজের খোলে ঢোকানো হচ্ছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয়ের জন্য। ধারণা করা হয় চিত্রকর্মটি ১৮ শতকের কিন্তু শিল্পীর কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি

এমনি এক অবস্থানে ছিল যেখান থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাওয়ার মূল নৌপথ খুব সহজেই ধরা যেত। ১৪৬০ সালে পর্তুগিজরা কেপ ভার্ডি দ্বীপপুঞ্জ বসতি স্থাপন করলে তারা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি নিশ্চয়তা লাভ করে। এই অঞ্চলে ক্রীতদাস ব্যবসার একচ্ছত্র অধিকার তারা লাভ করে। গিনিয়ার (Guinea) সমুদ্রতীরে তারা জোর করে ধরে আনা আফ্রিকানদের ক্রয় করে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করার জন্য বাণিজ্যকেন্দ্র খুলে বসে।

www.nagorikpathagar.org

এই ক্রীতদাসদের কেউ কেউ এই কেপ ভার্ডিতে বসতি স্থাপনকারী পর্তুগিজদের এস্টেটে কাজ করত এবং অবশিষ্টদেরকে এখান থেকে উত্তরে মাদেরিয়া, পর্তুগাল ও স্পেনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো বিক্রয়ের জন্য। এ কারণেই স্পেনের আন্দালুসিয়া প্রদেশের রাজধানী সেভিলে একটি বিশাল ক্রীতদাস বাজার গড়ে ওঠে। ১৪৪৪ সাল থেকেই এই সমুদ্রপথে আফ্রিকান ক্রীতদাস আনা হতো।

১৪৪৪ সালে হেনরি দা নেভিগেটর তার সমুদ্রযাত্রায় সর্বপ্রথম এই পথে দ্বীপান্তর শাস্তিপ্রাপ্ত মরিসদের (Moorish) এখানে নামিয়ে যাবার সময় জাহাজ বোঝাই করে ক্রীতদাস নিয়ে যায়। কেপ ভার্ডিতে ক্রীতদাসদের চাষাবাদে শ্রম দিতে হতো এবং এখান জমি খুব উর্বর ছিল বিধায় উন্নতমানের তুলা ও নীল চাষ করা হতো। এখানকার ক্রীতদাসদের কাপড় ও রং তৈরির কারখানায় কাজ করতে হতো।

এখানে তৈরি কাপড়ের বিনিময়ে গিনিয়া থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে পর্তুগিজরা তাদেরকে নগদ অর্থের বিনিময়ে অপেক্ষমান ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের জাহাজে তুলে দিত। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের এই জাহাজগুলো এখানে প্রায় নিয়মিতভাবেই আসত ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য। কেপ ভার্ডির পর্তুগিজদের সাথে আফ্রিকান ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের সখ্যতার কারণে এই ব্যবসা সুদূর ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, যেখানে আখ ও তুলা ও তামাক চাষের জন্য প্রচুর ক্রীতদাসের প্রয়োজন ছিল।

পর্তুগিজরা তাদের কলোনী ব্রাজিলে, একচেটিয়াভাবে আফ্রিকান ক্রীতদাস সরবরাহ করত। ১৫ শতকের পর্তুগিজরা, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রেরণ করত। আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে যত আফ্রিকান ক্রীতদাস দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় তার প্রায় ৪২%ই পাঠানো হয়েছিল ব্রাজিলে। ১৮ শতকে এসে এই ক্রীতদাস পরিবহনের এই বাণিজ্য চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। বেনিয়া ব্রিটিশরা যাওয়া আসা উভয় পথেই বাণিজ্য করত, যা ট্রায়াঙ্গুলার ট্রেড (Triangular Trade) বা ত্রিভুজ বাণিজ্য নামে পরিচিত।

১৮ শতকের ত্রিভুজ বাণিজ্য

পণ্যবাহী জাহাজ ব্যবসায়ীদের জন্য এই ত্রিভুজ বাণিজ্য ছিল খুবই লাভবান ব্যবসা। এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হতো। প্রথম ও শেষ ধাপে পণ্য পরিবহন করা হতো এবং মধ্যবর্তী যাত্রায় পরিবহন করা হতো ক্রীতদাস। ব্রিটিশরা জাহাজগুলো তিন ধাপে তাদের এই সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করত বিধায় তা ত্রিভুজ ব্যবসা নামে পরিচিত।

www.nagorikpathagar.org

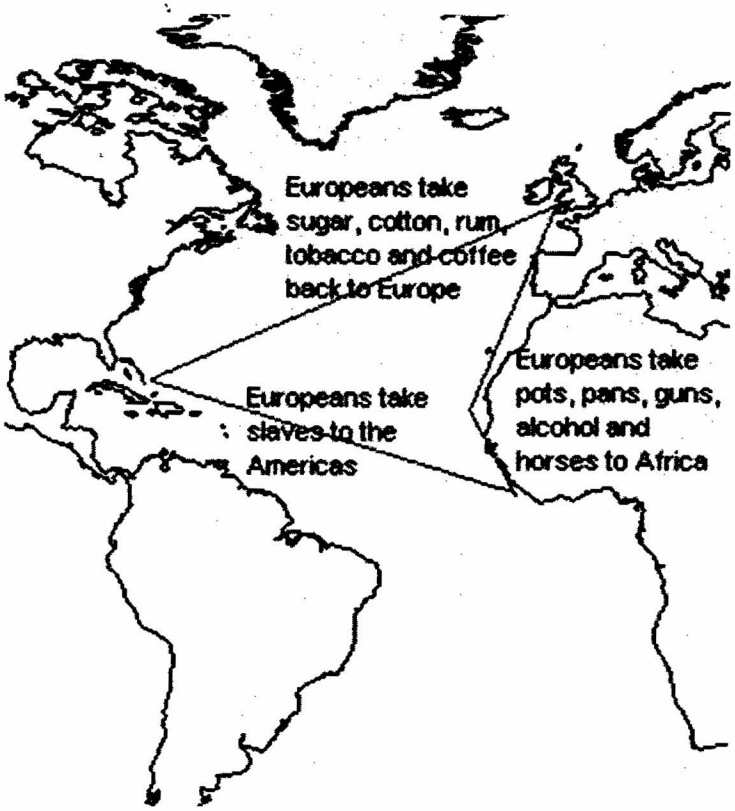

মানচিত্রে ত্রিভুজ বাণিজ্যের রুট

- প্রথম ধাপে তারা লিভারপুল থেকে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র যেমন– বন্দুক, মদ বিশেষ করে ব্রান্ডি, রান্না করার তৈজসপত্র, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে আফ্রিকা যেত। লিভারপুলের ন্যায় ব্রিস্টল থেকেও এই সকল জাহাজ আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করত। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে ১৬৯৮-১৮০৭ সাল পর্যন্ত কেবল ব্রিস্টল থেকে ২,১০০ জাহাজ ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য আফ্রিকা যাত্রা করে। ব্রিটেন থেকে আফ্রিকা পৌঁছতে জাহাজগুলোর সময় লাগত ৪ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহ, যা জাহাজের আকার ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করত।
- দ্বিতীয় ধাপে এই সকল মালামাল আফ্রিকাতে বিক্রয় করে সেখান থেকে জাহজা ভর্তি করে ক্রীতদাস নিয়ে আটলান্টিক মহাদেশ পাড়ি দিয়ে ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আমেরিকায় নামিয়ে দিত।

www.nagorikpathagar.org

- তৃতীয় ধাপে সেখান থেকে জাহাজ ভর্তি করে যেমন মদ, বিশেষ করে রাম ও চিনি, তামাক, কফি ইত্যাদি নিয়ে পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরে আসত।

অসুস্থ ক্রীতদাসদের হাত-পা বেঁধে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলা দেওয়া হতো

১৫ শতকের পর্তুগিজ ও স্পেনিশনি ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে আফ্রিকান ক্রীতদাসদের আমেরিকান কলোনি প্রধানত ব্রাজিলে ক্রীতদাস সরবরাহ করত যা তারা ১৫ শতকে বিজয় করে। ১৬ শতকের এসে ব্রিটিশরা এই ব্যবসায় জড়ায় এবং ১৭১৩ সালে Treaty of Utrecht চুক্তির মাধ্যমে তারা তৎকালীন স্পেন সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস বিক্রয়ের অনুমতি পায়। আফ্রিকা থেকে অন্তত ১২ মিলিয়ন ক্রীতদাসকে এই সমুদ্রপথে ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আনা হয়। দীর্ঘ এই সমুদ্রযাত্রায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে মারা যেত। এই সমুদ্রযাত্রায় প্রতি ৬ জন ক্রীতদাসের মধ্যে ১ জন সমুদ্রযাত্রার ধকল, অসুখ ও খাবারের অভাবে মারা যেত। ১৮ শতকে অন্তত ৬ মিলিয়ন আফ্রিকানকে ক্রীতদাস হিসাবে আমেরিকার কলোনীগুলোতে কৃষিকাজ করার জন্য নেওয়া হয় আর এদের এক তৃতীয়াংশকেই বহন করত ব্রিটিশ জাহাজগুলো। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল মাঝখানের অংশটুকু, যেখানে অনেক ক্রীতদাসই অসুস্থ হয়ে যেত কিংবা মারা যেত। যে সকল ক্রীতদাস মারা যেত কিংবা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ত বিশেষ করে ছোঁয়াচে রোগ হলে সে সকল ক্রীতদাসকে হাত-পা বেঁধে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলা দেওয়া হতো।

www.nagorikpathagar.org

দিনে দিনে ক্রীতদাস বাণিজ্যের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হতে থাকে। অনেক সময় ক্রীতদাসরা জাহাজেই বিদ্রোহ করত ফলে জাহাজ ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকত। জ্যামাইকাতে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসরা নিজস্ব কমিউনিটি গড়ে তোলে। ব্রিটিশ কৃষ্ণাঙ্গরা নিজদেরকে আফ্রিকার সন্তান বলে বিভিন্ন জায়গায় ক্রীতদাস বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করতে থাকে। ১৭৮৭ সালে ব্রিটেনে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করার কমিটি গঠন করা হয়। ১৮০৭ সালে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ উইলিয়াম উইলবারফোর্স (William Wilberforce) ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করেন। অনেক বিতর্ক ও ক্রীতদাস মালিকদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সংসদে ক্রীতদাস বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা : আধুনিক যুগ

ইউরোপ

১৮৫২ সালের একটি ওয়ালাচিয়ার (বর্তমান রুমানিয়া) পোস্টার।
এ পোস্টারে বুখারেস্টে একজন রোমা ক্রীতদাস
(রুমানিয়ার জিপসি ক্রীতদাস) নিলামের কথা বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মানবাধিকার এনসাইক্লোপিডিয়ার রচয়িতা ডেভিড পি ফ্রসদি (David P. Forsythe) বর্ণনা করেছেন যে, "১৬৪৯ সাল পর্যন্ত মাস্কভি'র (রাশিয়ার) কৃষকদের দুই-তৃতীয়াংশই, যা প্রায় ১৩-১৪ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীই ছিল ভূমিদাস যাদের জীবনযাত্রা, ক্রীতদাসের জীবনযাত্রার সাথে তেমন একটা পার্থক্য ছিল না। তা ছাড়া তখন আরো ১.৫ মিলিয়ন ছিল ক্রীতদাস"। ১৭২৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়াতে ক্রীতদাস প্রথার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল। ১৭২৩ সালে জার পিটার দ্য গ্রেট (Tsar Peter the Great: রাশিয়ার জার) রাশিয়ার সকল ক্রীতদাস, যারা গৃহকর্মে নিয়োজিত ছিল তাদেরকে ভূমিদাস হওয়ার সুযোগ দেন।

রাশিয়ার কৃষিখামারে কর্মরত ক্রীতদাসদের ১৬৭৯ সালেই ভূমিদাস হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৬১ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (Alexander II) আইন করে রাশিয়ার ২৩ মিলিয়ন ভূমিদাসকে মুক্তি দেন, যদিও রাষ্ট্রের অধীনে থাকা সার্ফরা মুক্ত হয় ১৮৬৬ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) জার্মানির নাৎসি সৈন্যরা, তাদের যুদ্ধ বিজয়ীদেশগুলোর প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষকে তারা ক্রীতদাসের মতো জীবন-যাপন করতে বাধ্য করেছিল। উল্লেখ্য, এদেরকে নাৎসিরা জার্মানির নাগরিক হওয়ার অযোগ্য মনে করত।

আফ্রিকা

১৩০০-১৯০০ সালের মধ্যে সেনেগাম্বিয়ার (Senegambia) প্রায় এক তৃতীয়াশ জনগণই ছিল ক্রীতদাস। ১৯ শতকেও সিয়েরা লিওনের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই ছিল ক্রীতদাস। ১৯ শতকে ক্যামেরুনের দুয়ালা (Duala), নাইজারের ইকবো (Igbo) ও আরো অনেক উপজাতি, কঙ্গো এবং অ্যাঙ্গোলার কাসাঞ্জি (Kasanje) ও চকউই (Chokwe) এর অন্তত অর্ধেক জনগগোষ্ঠীই ছিল ক্রীতদাস। আসান্থি (Ashanti) ও ইউরোবার (Yoruba) অন্তত এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী ছিল ক্রীতদাস।

কানেম (Kanem : ১৬০০-১৮০০ সাল পর্যন্ত বর্তমান চাঁদ, নাইজেরিয়া ও লিবিয়া নিয়ে গঠিত) সাম্রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ও বর্নু সাম্রাজ্যের (Bornu : ১৩৮০-১৮৯৩ বর্তমান নাইজেরিয়ার এক অংশ) প্রায় ৪০% জনগোষ্ঠীই ছিল ক্রীতদাস। ১৭৫০-১৯০০ সাল পর্যন্ত ফুলনাই যুদ্ধে (Fulani Wart : ১৮০৪-১৮০৮ সাল পর্যন্ত ওসমান দান ফদিও এর নেতৃত্বে নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুনে ইসলামী জিহাদ) লিপ্ত রাষ্ট্রগুলোর দুই-তৃতীয়াংশই ছিল ক্রীতদাস।

www.nagorikpathagar.org

শিল্পীর তুলিতে রুভুমা নদীর তীর দিয়ে আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ী দল জোরপূর্বক ক্রীতদাসদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকাটি বর্তমানের মোজাম্বিক ও তানজানিয়ার মধ্যে পড়েছে। ১৯ শতকের প্রথম দিকের চিত্রকর্ম

উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে যে সকল খ্রিস্টান ও ইউরোপিয়ানদের আটক করা হয়েছিল তাদের সবাইকেই জোরপূর্বক ক্রীতদাস বানানো হয় এবং এর ফলেই আলজিয়ার্সে বোমা হামলা হয়, যা ইতিহাসে বোম্বারডমেন্ট অব আলজিয়ার্স (Bombardment of Algiers) নামে পরিচিত। ব্রিটেন আলজেরিয়াতে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করতে চাইলে ১৮১৬ সালের ২৭ আগস্ট একটি অ্যাঙ্গলো-ডাচ নৌবহর থেকে আলজিয়ার্সে বোমা মারা হয় এবং আলজেরিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সকতো খলিফা সাম্রাজ্য (Sokoto Caliphate) গঠিত হয় উত্তর নাইজেরিয়ার ফুলানিস (Fulanis) ও হাউসাস (Hausas) ও ক্যামেরুন নিয়ে এবং ১৯শতকেও এই সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্রীতদাস।

উত্তর আফিকার সাওহিলি-আরব (Swahili-Arab) ও তানজানিয়া জাঞ্জিবারের (Zangibar) ৬৫-৯০% জনগণই ছিল ক্রীতদাস। ১৯ শতকের শেষ দিকে এসে সাওহিলি-আরবদের ক্রীতদাস ব্যবসা চরম আকার ধারণ করে এবং তখন প্রায় প্রতিবৎসর ২০,০০০ ক্রীতদাসকে মালাউই (Malawi) ও কিলওয়ার (Kilwa) নদীপথে পাচার করা হতো। এ সময় মাদাস্কারের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীই ছিল ক্রীতদাস।

www.nagorikpathagar.org

সেনেগালের গোরিতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। একটি ১৮ শতকের চিত্রকর্ম

আফ্রিকান ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়াতে (Encyclopedia of African History) বর্ণনা করা হয়েছে যে, "অনুমান করা হয় যে ১৮৯০-এর দশকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি, প্রায় ২ মিলিয়ন ক্রীতদাস ছিল সকতো খলিফার (Sokoto Caliphate) সাম্রাজ্যে। এই ক্রীতদাসদের অধিকাংশদের দিয়েই কৃষিকাজ করানো হতো"। ক্রীতদাসবিরোধী সংগঠনের মতে, ১৯৩০-এর

www.nagorikpathagar.org

দশকে ইথিওপিয়াতে অন্তত ২ মিলিয়ন ক্রীতদাস ছিল। উল্লেখ্য যে, তখন ইথিওপিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৮-১৬ মিলিয়ন।

স্কটল্যান্ডের নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও পশ্চিম ও সেন্টাল আফ্রিকার বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রী বায়ান হাগ ক্লাপারটন (Hugh Clapperton : ১৭৮৮-১৮২৭) বর্ণনা করেন যে, ১৮২৪ সালেও নাইজেরিয়ার কানো শহরের (Kano) অর্ধেক জনসংখ্যাই ছিল ক্রীতদাস। ঐতিহাসিক ভিনহোভেন (W. A. Veenhoven) বর্ণনা করেন যে, "জার্মান ডাক্তার গুস্তাভ ন্যাসটিগাল (Gustav Nachtigal: ১৮৩৪-১৮৮৫)-এর চাক্ষুস বিবরণ হলো "ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যত ক্রীতদাস বাজারে আনতেন তার অন্তত তিন থেকে চার গুণ ক্রীতদাস পথের মধ্যেই মারা যেত।" ভিনহোভেন তার The Partition of Africa, London, 1920 নিবন্ধে স্কটিশ ভূগোল বিশারদ স্যার জন স্কট কেলটি (Sir John Scott Keltie : ১৮৪০-১৯২৭)-এর উদাহরণ টেনে বলেন, "কেলটির ভাষ্য মতে আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যত ক্রীতদাস বাজারে আনতেন তার অন্তত ৬ গুণ ক্রীতদাস পথেই মারা যেত। বিখ্যাত ব্রিটিশ মিশনারী জন লিভিংস্টোন (John Livingstone : ১৮১৩-১৮৭৩) এই সংখ্যাকে ৬ গুণ নয় ১০ গুণ বলেছেন।

উত্তর আফ্রিকার একজন বিখ্যাত ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ছিলেন, যাঁর নাম টিপ্পু টিপ (Tippu Tip) যিনি নিজেই ছিলেন একজন আফ্রিকান ক্রীতদাসের পৌত্র। জিম্বাবুয়ের উত্তর দিকের জাম্বেজি নদীসংলগ্ন সমতল অঞ্চলে ক্রীতদাস ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল প্রাজেরো (Prazero) ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা। প্রাজেরো ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ছিলেন পর্তুগিজদের উত্তরসূরি। এই ক্রীতদাসদের অনেকেই আবার তাদের মালিকদের সৈন্য হিসেবে কাজ করত। জাম্বেজি নদীর উত্তর দিকের ওয়াইয়াও (Wayao) ও মোজাম্বিকের মাকুয়া (Makua) অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্রীতদাস ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তারা কোনো অঞ্চল ঘেরাও দিয়ে কিংবা হঠাৎ আক্রমণ করে সেখান থেকে লোকদেরকে ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করত। তানজানিয়ার নায়ামওয়েজি (Nyamwezi) ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা মিসিরি (Msiri) ও মিরাম্বোর (Mirambo) নেতৃত্বে ক্রীতদাস ব্যবসা করত।

এশিয়া

কনস্টান্টিনোপোলের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসীই ছিল ক্রীতদাস। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে. ১৮০০-১৯০৯ সাল পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যে ২০০,০০০ এরও অধিক সিরকাসিয়ান ক্রীতদাস সংগ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯০৮ সালের শেষের

www.nagorikpathagar.org

দিকেও অটোমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস বিশেষ করে নারী ক্রয়-বিক্রয় চলত। ধরে আনা রাশিয়ান ও পার্সিয়ান ক্রীতদাসদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তখন সেন্ট্রাল এশিয়ার খিভাতে (Khiva) একটি ক্রীতদাস বাজারই ছিল। ১৮৪০ সালেও উজবেকিস্তানের বুখারা ও খিভা প্রদেশে প্রায় ৯০০,০০০ ক্রীতদাস ছিল।

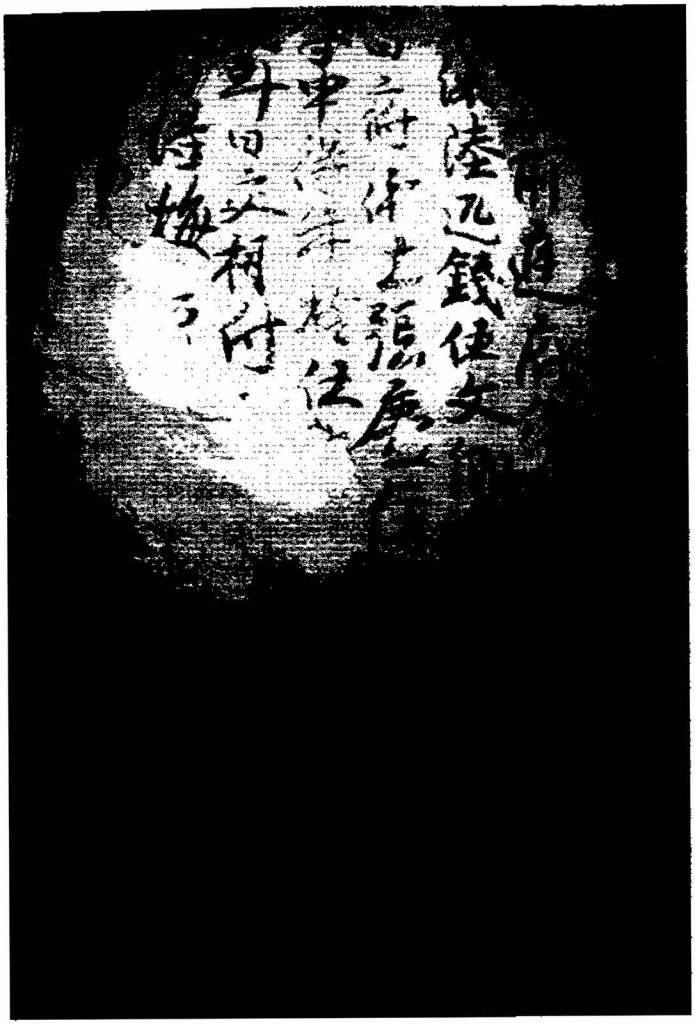

ট্যাং রাজবংশের শাসনামলে (৬১৮-৯০৭) ক্রীতদাস হিসেবে ১৫ বৎসরের এক বালককে ৬ রোল সিল্ক ৫টি চায়নিজ মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করার চুক্তিপত্র

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক ড্যারেল পি কাইজার (Darrel P. Kaiser) বর্ণনা করেন যে "১৭৭৪ সালে কাজাখ-কিরঘিজ (Kazakh-Kirghiz) উপজাতীয়রা রাশিয়ার জার্মান অভিবাসী কলোনি থেকে ১৫৭৩ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায় যার মধ্যে মুক্তিপণের মাধ্যমে অর্ধেকের মতো অভিবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব হয় অবশিষ্টদেরকে হয় তারা মেরে ফেলেছে কিংবা ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দিয়েছে"। ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য ও বোম্বের গভর্নর স্যার হেনরি ফ্রিরির মতে (Sir Henry Bartle Frere) ১৮৪১ সালে ভারতে আনুমানিক ৮-৯ মিলিয়ন ক্রীতদাস ছিল। আর মালবারের (Malabar) প্রায় ১৫% অধিবাসীই ছিল ক্রীতদাস। ১৮৪৩ সালে ব্রিটিশ-ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয় (The Indian Slavery Act V. Of 1843)।

পূর্ব এশিয়াতে চায়না প্রজাতন্ত্র ১৯০৬ সালে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও আইন হিসেবে তা আসে ১৯১০ সালে। ১৭ শতকের শেষদিক হতে শুরু করে ১৮ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত চীনে ক্রীতদাস বিদ্রোহ মারাত্মক আকার ধারণ করে। তখন চীনের অনেক অঞ্চলেই যেমন তিব্বতে গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করার জন্য বংশপরম্পরায় নারী ক্রীতদাস রাখার নিয়ম চালু ছিল।

কোরিয়াতে আদিবাসীদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে রাখা হতো। ১৮৯৪ সালে গাবো পুনর্গঠন নীতির (Gabo Reform) মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করা হলেও বাস্তবে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। কোরিয়াতে জোসিয়ন রাজবংশের শাসনামলে (Joseon Dynasty : ১৩৯২-১৯১০) মোট জনসংখ্যার ৩০-৫০% অধিবাসীই ছিলেন ক্রীতদাস। ১৬ শতকে জাপানে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হলেও বিশেষ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে জোরপূর্বক শ্রম দেওয়ার প্রথা চালু ছিল আবার তা আইনত সিদ্ধও ছিল।

দক্ষিণ এশিয়ার বার্মা ও থাইল্যান্ডে ১৭ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশই ছিলেন ক্রীতদাস। ইন্দোচিনের পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীরা যখন-তখন থাই, ভিয়েতনামি, ও কম্বোডিয়ানদেরকে ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করত কিংবা নিজেদের কাজে লাগাত। এক তথ্যে জানা যায়, মালয়েশিয়ার পিরেক প্রদেশের প্রায় ৬% অধিবাসীই ছিল ক্রীতদাস। ১৮৮০ সালেও ব্রিটিশ স্বায়ত্বশাসিত উত্তর বর্নিয়ো (North Borneo : ব্রুনাই অঞ্চল) এর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীই ছিল ক্রীতদাস।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা

জার্মান চিত্রশিল্পী জোহান মরিজ রুগেন্ডাসের আঁকা চিত্রকর্মে ব্রাজিলের ক্রীতদাস শিকারি। ছবিটি ১৮২৩ সালে আঁকা

আমেরিকার ক্রীতদাস ইতিহাসে রয়েছে বিতর্কিত ও অনেক হৃদয়বিদারক ইতিহাস। অসংখ্য বিদ্রোহ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকেই জন্ম নিয়েছে একটি ক্রীতদাস বিদ্রোহ (One Revolution) ও একটি গৃহযুদ্ধ, যা ধীরে ধীরে আমেরিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হতে সহায়তা করেছে।

www.nagorikpathagar.org

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিয়োতে একজন ক্রীতদাসকে প্রকাশ্যে চাবকানো হচ্ছে। ফরাসি চিত্রশিল্পী জ্যা ব্যাপ্টিস্তি ডেবার্টের চিত্রকর্ম। ১৮৩৪-১৮৩৯ সালের কোনো একসময়ে এই চিত্রটি আঁকা হয়

এজটেকদের (Aztecs) ক্রীতদাস ছিল। আমেরিকার অন্যান্য ইন্ডিয়ান যেমন আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের ইনকা (Inca), ব্রাজিলের টুপিনাম্বা (Tupinambá : পর্তুগিজরা ব্রাজিলে কলোনি স্থাপনের পূর্বে সেখানে বসবাসরত আদিবাসী ব্রাজিলিয়ান), জর্জিয়ার ক্রিক (Creek : দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকার আদিবাসী গোষ্ঠী) এবং টেক্সাসের কমানসি (Comanche : টেক্সাস ও মেক্সিকো অঞ্চলের সমতলভূমিতে বসবাসকারী রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতি) উপজাতিদের মধ্যে ক্রীতদাস রাখার প্রচলন ছিল।

ট্রান্স-আটলান্টিক রুটে ক্রীতদাস ব্যবসা শুরু হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে আফ্রিকা থেকে আমেরিকাতে ক্রীতদাস ব্যবসার প্রচলন ছিল। লাগোসের (Lagos) মেরিটাইম শহর (Maritime Town) ছিল পর্তুগালের প্রথম ক্রীতদাস মার্কেট। ধারণা করা হয় এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ক্রীতদাস মার্কেট। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল হতে এই বাজারে ক্রীতদাস আনা হতো। লাগোসের এই ক্রীতদাস বাজারে ১৪৪১ সালে মউরিতানিয়া থেকে প্রথম ক্রীতদাস আনা হয়।

১৫১৯ সালে মেক্সিকোতে প্রথম আফ্রো-মেক্সিকান (Afro-Mexican) ক্রীতদাস আনেন হার্নেন করটেস (Hernán Cortés)। ১৬ শতকের স্প্যানিশ যোদ্ধা ও অভিযাত্রী হার্নেন কর্টেস এজটেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটান এবং মেক্সিকোর মেইনল্যান্ডে স্পেনের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

www.nagorikpathagar.org

কিউবার ইয়ারা শহরে তাইনু গোত্রের প্রধান ও নেতা হাতুয়ির মূর্তি। ১৫১২ সালে স্প্যানিশ সৈন্যরা তাকে একটি তেঁতুলগাছের সাথে বেঁধে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। হাতুয়ির স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯০৭ সালে সেখানে একটি তেঁতুলগাছ লাগানো হয় এবং ১৯৯৯ সালে এই তেঁতুলগাছের সামনে তাকে পুড়িয়ে মারার ভাবধারায় একটি তার ভাস্কর্য তৈরি করা হয়।

১৫৫২ সালে পর্তুগালের রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহর লিসবনের (Lisbon) প্রায় ১০% অধিবাসীই ছিল কালো চামড়ার ক্রীতদাস। ১৬ শতকের মধ্যভাগে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলোর আইনপ্রণেতা ও বাস্তবায়নকারী

www.nagorikpathagar.org

তদারকির প্রতিষ্ঠান দ্য ক্রাউন (The Crown) ইউরোপের ভেতর দিয়ে আফ্রিকান কালো চামড়ার ক্রীতদাস আমেরিকান কলোনিগুলোতে বিক্রয় করার অনুমতি একচেটিয়াভাবে প্রদান করে পর্তুগাল ও ব্রাজিলকে। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরো অনেক দেশও এই অনুমতি লাভ করে।

আমেরিকান সাম্রাজ্য হিসাবে স্পেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শক্তিশালী নতুন বিশ্বের (New World : পশ্চিম গোলার্ধের বিশেষ করে আমেরিকা, কিছু আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল যেমন বারমুডা ও অনেক সময় অস্ট্রেলেশিয়া) সভ্যতার সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল। স্পেনিশরা আমেরিকার আদি অধিবাসী অঞ্চল বিজয় করার পর সেখানকার আদিবাসীদেরকে জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করে। সেখানকার স্পেনিশ কলোনিগুলোই ছিল ইউরোপে প্রথম, যারা নতুন বিশ্বের দেশ যেমন কিউবা এবং হিসপানিওলাতে (Hispaniola : হাইতির দ্বীপ) আফ্রিকান ক্রীতদাসদের নিয়ে আসে জোরপূর্বক শ্রম প্রদানের জন্য।

১৬ শতকের খ্রিস্টান কোর্ট সদস্য ও মিশনারি এবং স্পেনিশ ঐতিহাসিক বার্টলোম ডি লাস কাস (Bartolomé de Las Casas) যিনি কিউবাতে সেনা অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি স্বচক্ষে হাতুয়ি ম্যাসাকার অবলোক করেছিলেন। বার্টলোম বর্ণনা করেন যে "কিউবাতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল তার প্রতিবাদ করেন হাতুয়ি, যা একসময় একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়, কারণ আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ও স্বদেশিদের ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করা তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া কিউবানদের ক্রীতদাস হিসেবে চালান করে দেওয়ার ফলে সেখান স্বদেশি জনসংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছিল। আর এই হাতুয়ির কারণেই তখন প্রথম রাজকীয় আইন (Laws of Burgos, 1512–1513) হয় যেখানে স্বদেশিদের রক্ষা করার অঙ্গীকার করা হয়।

হিস্পানিওয়ালাতে প্রথম আফ্রিকান ক্রীতদাসের আগমন হয় ১৫০১ সালে। ১৫১৮ সালে স্পেনের সম্রাট প্রথম চার্লস আফ্রিকা থেকে জাহাজে করে সরাসরি হিস্পানিওয়ালাতে আনার বিষয়ে সম্মত হন। আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে ক্রীতদাস ব্যবসার অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করে ইংল্যান্ড।

ক্রীতদাস ত্রিভুজ (Slave Triangle- এক স্থান হতে ক্রীতদাস দ্বিতীয় কোনো স্থানে এনে সেখান থেকে তৃতীয় কোনো স্থানে চালান করা) ব্যবসার গোড়াপত্তন করেন ফ্রান্সিস ড্রেক (Sir Francis Drake) ও তার সহযোগীরা। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ছিলেন এলিজাবেথ যুগের একজন ব্রিটিশ ভাইস অ্যাডমিরাল, জাহাজের ক্যাপ্টেন, রাজনীতিবিদ ও একই সাথে উঁচুমানের একজন ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। ড্রেক তাঁর তৃতীয় সমুদ্রযাত্রায় তাঁর সঙ্গী করেন

www.nagorikpathagar.org

তাঁর চাচাতো ভাই জন হকিংসকে (John Hawkins)। তাঁরা সে যাত্রায় পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রচুর মানুষ অপহরণ করে এনে অতি উচ্চ মূল্যে/পণ্যের বিনিময়ে তাদের বিক্রয় করে খুব লাভবান হন। আফ্রিকা থেকে ইংল্যান্ডে আনা প্রথম ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন জন লক (John Lok) নামে এক ব্রিটিশ। জন লক নিজেও একজন ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি গিনিয়া থেকে ৫ জন ক্রীতদাস এনে লন্ডনে বিক্রয় করেন।

ভার্জিনিয়াতে কৃষিকাজের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বে ক্রীতদাসদের উৎসব। এটি ১৭৮৫-১৭৯০ সালের কোনো এক সময়ে আঁকা একটি চিত্রকর্ম

অ্যান্থনি জনসন (Anthony Johnson) নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ১৬৫০ সালে আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন। অ্যান্থনি নিজেও ছিলেন একজন ক্রীতদাস ও পরবর্তীতে তিনি হন একজন ফ্রি ম্যান অর্থাৎ ক্রীতদাস থেকে তাঁর মালিক তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেন। ১৭৫০ সালে আমেরিকার সকল অর্থাৎ ১৩টি কলোনিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। শিল্প বিপ্লবের যুগের (১৭৬০-১৮২০) শুরুতে ইংল্যান্ডে ক্রীতদাস ব্যবসা ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ায় ক্রীতদাস দিয়ে চাষাবাদ করে যে পরিমাণ লাভ হতো তা ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রায় ৫ ভাগ।

১৮ শতকের শেষ দিকে ট্রান্স-আটলান্টিক ক্রীতদাস বাণিজ্য তুঙ্গে ওঠে। কারণ এ সময়েই বিভিন্ন ক্রীতদাস ব্যবসায়ী, দস্যু, বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী (বিশেষ করে যে সকল দেশের প্রশাসন সরাসরি ক্রীতদাস বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল) দলসমূহ রীতিমত যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পশ্চিম আফ্রিকার অঞ্চলগুলো ঘেরাও দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

হাজার হাজার মানুষ ধরে নিয়ে যেত ক্রীতদাস বানানোর জন্য। সাধারণত আফ্রিকান রাজ্যগুলোই এই সেনা অভিযানগুলো পরিচালনা করত যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ওয়ো বা ইয়োরুবা রাজ্য (Oyo/Yoruba Empire), আশান্তি সাম্রাজ্য (Ashanti Empire), দাহোমে রাজ্য (Dahomey), আরো কনফেডারেন (Aro Confederacy) ইত্যাদি।

সদ্য ক্রয়কৃত ক্রীতদাসদের খামারে নিয়ে যাওয়ার পূর্বের প্রস্তুতি।
১৮৩০ সালের ব্রাজিলের একটি চিত্রকর্ম

ইউরোপিয়ানরা আফ্রিকার অভ্যন্তরে খুব কমই প্রবেশ করতেন। কারণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে তাঁরা আফ্রিকান প্রতিরোধের মুখে পড়তেন এবং নিজেদের পরিচিত এলাকায় আফ্রিকান আক্রমণের মুখে ইউরোপিয়ানরা বেশি দিন টিকে থাকতে পারতেন না। তা ছাড়া আফিকানরা ছিলেন দূর্দান্ত সাহসী। এ অঞ্চলের ক্রীতদাসদের প্রথমে সমুদ্রতীরবর্তী কোনো স্থানে জড়ো করা হতো এবং তারপর তাদেরকে পণ্যের ন্যায় বিক্রয় করা হতো। উত্তর আমেরিকার আফ্রিকান-আমেরিকানদের একটি বড় অংশেরই পূর্বসূরিরা মানদিনকার অধিবাসী (Mandinka people : পশ্চিম আফ্রিকার এক আদিবাসী সম্প্রদায়)। ফুলানি জিহাদি রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার কারণে সেনেগাল-জাম্বিয়ার প্রায় অর্ধেক মানদিনকা জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে আমেরিকাতে বিক্রয় করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

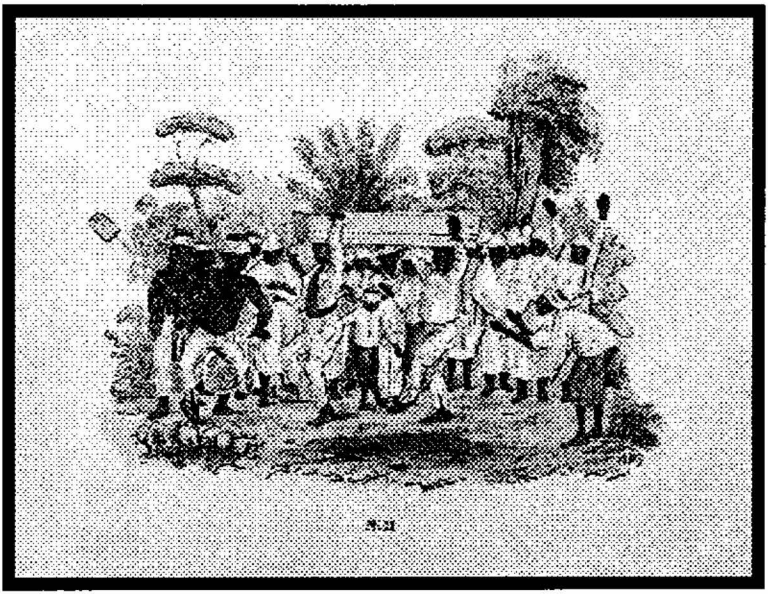

সুরিনামের কৃষিখামারে কর্মরত মৃত এক ক্রীতদাসের শেষকৃত্য যাত্রা। রঙিন এই লিথোগ্রাফটি ১৮৪০-১৮৫০ সালের কোনো এক সময়ের

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ১৬ শতক হতে ১৯ শতক পর্যন্ত আমেরিকাতে প্রায় ১২ মিলিয়ন ক্রীতদাস আনা হয়েছিল। আর এদের মধ্যে অন্তত ৬৪৫,০০০ জন আন হয়েছিল বর্তমান ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকাতে। ধারণা করা হয় যে মোট ক্রীতদাসের অন্তত ১৫% মারা গিয়েছে তাদেরকে একদেশ হতে অন্যদেশে নিয়ে যাওয়ার সময়। এই মারা যাওয়ার হার আফ্রিকাতে ছিল বেশি সেখান হতে জাহাজে করে আদিবাসীদেরকে আনার সময় পথিমধ্যে মারা যেত আবার অপহরণ করার সময়ও অনেকে মারা যেত। আর আফ্রিকান বিভিন্ন উপজাতির নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে মারা গিয়েছে অন্তত ৬ মিলিয়ন কৃষ্ণাঙ্গ।

ভার্জিনিয়ার সাদা চামড়ার নাগরিকরাই প্রথম প্রথম চিন্তা করেন যে ভার্জিনিয়াতে বসবাসরত আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের তারা চুক্তিবদ্ধ চাকর হিসাবে কাজ করাবেন। ১৭-১৮ শতকে আমেরিকার কলোনীতে বসবাসরত অর্ধেকেরও বেশি ইউরোপিয়ান উপনিবেশকারীরাই ছিল এ রকম চুক্তিবদ্ধ চাকর।

১৬৬৫ সালে জন ক্যাসর (John Casor) নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার প্রথম স্বীকৃত ক্রীতদাস। ১৮৬০ সালের আমেরিকার আদমশুমারি অনুযায়ী সেখানকার মোট পরিবারের প্রায়

www.nagorikpathagar.org

৮% পরিবারের ৩৯৩,৯৭৫ ব্যক্তির অধীনে ৩,৯৫০,৫২৮ জন ক্রীতদাস ছিল। আর দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবারই এক বা একাধিক ক্রীতদাসের মালিক ছিল।

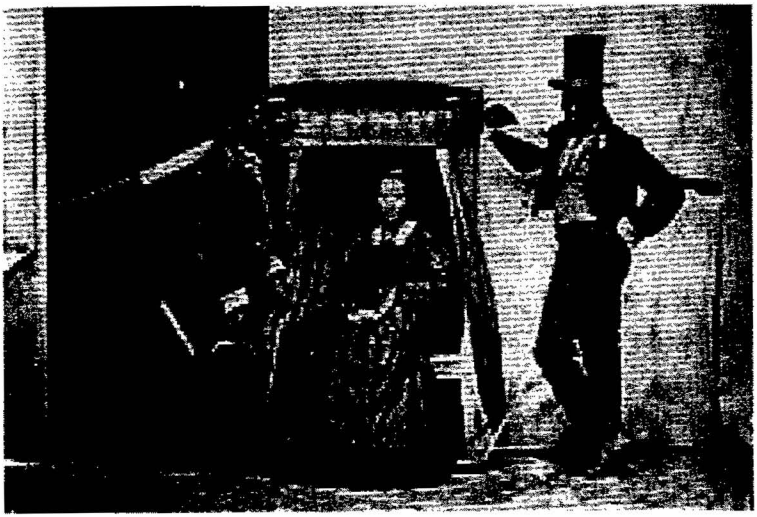

ব্রাজিলের সাও পাওলোর এই ভদ্রমহিলার মোবাইল টয়লেট বহন করতেন ছবিতে দুজন ক্রীতদাস। ছবিটি ১৮৬০ সালে তোলা

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রীতদাস পাঠানো হয়েছিল ব্রাজিলে। স্পেনের ভাইসরয়ালিটি অব নিউ গ্রানাডা (Viceroyalty of New Granada) যা বর্তমানের পানামা, কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলা, ১৭৮৯ সালে সেখানে মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ৪২০,০০০ আর আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিল ২০,০০০। ব্রাজিলেও মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ১৮২৭ সালে কিউবাতে মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫%। ১৭৮৯ সালে সেন্ট ডমিনিগু, যা বর্তমান হাইতি সেখানে মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিল মাত্র ৫%। এ সকল অঞ্চলে এতদসংখ্যক ক্রীতদাস প্রসঙ্গে লেখন চালর্স রেপলি (Charles Rappleye) মতে "...বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্রীতদাসরাই ছিল ইউরোপের বণিক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির মূল পুঁজি।"

আমেরিকায় বিদ্রোহের কিছুদিন পর ট্রান্স-আটলান্টিক ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ হলেও আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে তখনো সবচেয়ে বৃহৎ

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ক্রীতদাস ব্যবসা। আর এখান থেকেই শুরু হয় ক্রীতদাস ব্যবসার পশ্চিমে বিস্তৃতি। তখন ক্রীতদাসদের জোরপূর্বক পরিবারসহ কিংবা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হতো নতুন দেশে। আর এভাবেই শুরু হয় কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের অভিবাসন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পিটার কলচিন (Peter Kolchin) লিখেছেন, "পরিবারকে ভেঙে জোরপূর্বক ক্রীতদাসদের দূরদূরান্তে স্থানান্তর ছিল আটলান্টিক ক্রীতদাস ব্যবসার অন্যতম ভয়াবহ দিক। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইরা বারলিন (Ira Berlin) বলেনই "আমেরিকার বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই জোরপূর্বক স্থানান্তরকরণ। কী ক্রীতদাস কিংবা ফ্রিম্যান সবার মধ্যেই ভয় ছিল কখন জানি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জোরপূর্বক স্থানান্তর শুরু করে..."।

১৮৬০ সালের মধ্যেই ৫০০,০০০ ক্রীতদাস বেড়ে দাঁড়ায় ৪ মিলিয়নে। ক্রীতদাস শুরু থেকেই ছিল খুব লাভজনক ব্যবসা এবং এই ব্যবসা যতই বিস্তৃত হচ্ছিল লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি তা যথেষ্ট শক্তিশালীও হচ্ছিল এবং একপর্যায়ে তা এতই শক্তিশালী রূপ ধারণ করে যে ক্রীতদাস প্রথা কোনোদিন চিরতরে বন্ধ হওয়া অসম্ভবের মত হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ক্রীতদাসের সঠিক পরিসংখ্যান নেই তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় ১৭৯০-১৮৬০ সালের মধ্যে প্রায় ১,০০০,০০০ ক্রীতদাস আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল হতে পুরনো দক্ষিণে (Old South) অভিবাসন করতে হয়।

আমেরিকার মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলিনা সবচেয়ে বেশি ক্রীতদাসদের অভিবাসন করতে হয়। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত মাইকেল টেডম্যান তাঁর Speculators and Slaves : Masters, Traders, and Slaves in the Old South গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, 'আন্ত রিজিওনাল ক্রীতদাসদের অভিবাসনের মূল কারণই ছিল ক্রীতদাস ব্যবসা।' অবশেষে পুর্তরিকোত (Puerto Rico) ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্ত করা হয় ২২ মার্চ ১৮৭৩ সালে।

মধ্যপ্রাচ্য

মূলত নীলনদের পশ্চিমের উপত্যকা যা বর্তমানে উত্তর আফ্রিকা, সেখানকার আধিবাসীরাই বারাবার (Berber) নামে পরিচিত। এরা মূলত উত্তর আফ্রিকা, তিউনিস, ত্রিপোলি ও আলজেরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। সমুদ্রতীরবর্তী এই অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত এই অদিবাসিরা নদীপথে দস্যুবৃত্তি করত বলে তারা বারবারিয়ন জলদস্যু (Barbary Pirates) নামে পরিচিত।

www.nagorikpathagar.org

১৯ শতকের আঁকা চিত্রে একজন পার্সিয়ান ক্রীতদাস

ওহাইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রবার্ট ডেভিস (Robert Davis) বর্ণনা করেছেন যে, ১৬ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে, বার্বারিয়ান জলদস্যুরা, অন্তত ১-১.২৫ মিলিয়ন ইউরোপিয়ানকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে উত্তর আফ্রিকা ও অটোমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে। কয়েক শতক ধরেই কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে খ্রিস্টান ক্রীতদাস বিক্রয় হতো প্রচুর সংখ্যায়। ১৭৮৩ রাশিয়া সালে অটোমান সাম্রাজ্যের ক্রিমিয়া (Crimea) দখল করা পর্যন্ত এখানে ক্রীতদাস ব্যবসা চালু ছিল।

১৫৭০ সালের দিকে প্রায় ২০,০০০ ক্রীতদাস বিক্রয় করা হয়েছিল ক্রিমিয়ার কাফফা বন্দরে। এই ক্রীতদাসদের দক্ষিণ রাশিয়ার পোল্যান্ড, লিথুনিয়া, মালদাভিয়া, ওয়ালচিয় ইত্যাদি এবং সিরকাসিয়া হতে তাতার (Tatar) অশ্বারোহীরা স্থান হতে জোরপূর্বক ধরে আনা হয়েছিল। ১৫৭৮-১৫৮৩ সালের মধ্যে ক্রিমিয়ান খাননেতের (Crimean Khanate) কেবলমাত্র পদোলিয়াতে (Podolia : পূর্ব ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল, যা বর্তমানের ইউক্রেনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং মলদোভার উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম ধ্বংস অথাব পরিত্যক্ত হয়েছিল। কোনো কোনো গবেষকের মতে, ৩ মিলিয়নের বেশি মানুষকে জোরপূর্বক ক্রীতদাস বানানো হয়েছিল। ধারণা করা হয় ক্রিমিয়ার জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তখন ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসের মতো ছিল।

www.nagorikpathagar.org

তুর্কিদের হাতে বন্দি খ্রিস্টানদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করা হচ্ছে।

আরব বিশ্বে ক্রীতদাস ব্যবসা ১,০০০ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল। এমনকি ১৯৬০ সালেও সৌদি আরবে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০,০০০। ১৯৬২ সালে ইয়েমেন ও সৌদি আরবে দাস প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। আরব বিশ্বে ক্রীতদাস পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসেছে। এর মধ্যে সাব সাহারান আফ্রিকা থেকে প্রধানত জাঞ্জ (Zanz), ককেসাসদের মধ্যে প্রধানত সিরকাসিয়ান (Circassians), সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে মূলত তারতারাস (Tartars) ও পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রধানত সাকালিবা (Saqaliba) ক্রীতদাসরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি।

ওমানের আরবদের দখলে থাকা উত্তর আফ্রিকার জাঞ্জিবার ছিল ক্রীতদাস রপ্তানির প্রধান বন্দর। এই জাঞ্জিবার বন্দর দিয়ে ১৯ শতকেও প্রতি বৎসর অন্তত ৫০,০০০ আফ্রিকান ক্রীতদাস পাচার হতো। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ৬৫০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ১১ থেকে ১৮ মিলিয়ন আফ্রিকান ক্রীতদাস লোহিত সাগর, ভারতীয় মহাসাগর, ও সাহারার মরুভূমি অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

১৮১৫ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্রোকার স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে খ্রিস্টানদের জোর করে ধরে নিয়ে আলজেরিয়াতে ক্রীতদাস বানানো হতো।

জার্মান প্রকৃতিবিদ ও অভিযাত্রী এডওয়ার্ড রুপেলের মতে, (Eduard Rüppell) সুদানি ক্রীতদাসদের পায়ে হেঁটে মিসরে পাঠানো হতো এবং যাদেরকে মিসরে পাঠনো হতো যাত্রাপথে তাদের মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। তিনি বর্ণনা করেন যে, "১৮২২ সালে দক্ষিণ নুবা পর্বতাঞ্চলের দাফতারদার বে পরিচালিত অভিযানে (Daftardar Bey) অভিযানে প্রায় ৪০,০০০ মানুষকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ক্রীতদাস হিসেবে মিসরে বিক্রয়ের জন্য। কিন্তু-এর উপ অত্যাচার, অনাহার ও অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হওয়া এবং পরবর্তীতে সাহারা মরুভূমি অতিক্রমকালে অধিকাংশ ক্রীতদাসই মারা যায় এবং মাত্র ৫,০০০ ক্রীতদাস মিশর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে"।

সেন্ট্রাল ও পূর্ব ইউরোপের ক্রীতদাসরা আরবে সাকিলিবা (Saqaliba) নামে পরিচিত ছিল। মূর (Moors) দস্যুরাও ৮ম শতকে ভূমধ্যসাগরীয় ও আটলান্টিক মহাসাগর অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি করত মূলত জলপথে। তারা বারবারি জলদস্যু (Barbary Pirates) নামে পরিচিত।

www.nagorikpathagar.org

আরব অঞ্চলের দিনকা (Dinka) উপজাতির ক্রীতদাস। নীলনদের তীরবর্তী বাহার-আল ঘাজাল অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরাই দিনকার নামে পরিচিত

ধারণা করা হয় যে তারা ১৬ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত অন্তত ১.২৫ মিলিয়ন সাদা চামড়ার ক্রীতদাস পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা হতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। যাত্রাপথে তাদের মৃত্যুর হারও খুব বেশি ছিল। যেমন আলজেরিয়াতে ১৬৬২ সালের প্লেগ মহামারীতে সেখানকার ৩০,০০০ ক্রীতদাসরে মধ্যে অন্তত ১০,০০০-২০,০০০ ক্রীতদাস মারা গিয়েছিল। আর মারা যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সেখানকার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা গাদাগাদি করে অনেক ক্রীতদাসকে একটি ঘরের মধ্যে রাখত যার ফলে তারা দ্রুত প্লেগে আক্রান্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান যুগের ক্রীতদাস প্রথা

এশিয়াতে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বাধ্যতামূলক শ্রম দিচ্ছে

বতমানে যদিও বিশ্বের সকল দেশেই আইন করে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তার পরও বিশ্বে এখনো ক্রীতদাসের মতোই মানুষ রয়েছে ১২-২৭ মিলিয়ন। ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে কাজ করছেন এমন বিভিন্ন সংস্থার তথ্যালোকে এই সংখ্যা জানা যায়। অ্যাডভোকেসি গ্রুপ Anti-Slavery International-এর ১৯৯৯ সালের তথ্য মতে অন্তত ২৭ মিলিয়ন ক্রীতদাস এখনো বিশ্বের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জাতিসংঘের শ্রমবিষয়ক দপ্তর International Labour Organization-এর ২০০৫ সালের তথ্য মতে বিশ্বে অন্তত ১২.৩ মিলিয়ন মানুষকে এখনো ক্রীতদাসের ন্যায় জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ২০০৬ সালে সিদ্ধার্থ কারা (Siddharth Kara :

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকান লেখক ও মানবপাচরের বিরুদ্ধে একজন প্রতিবাদী ও হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) বলেন... এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি যা প্রায় ২৮.৪ মিলিয়ন এবং তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় তা হলো ঋণের কারণে বাধ্যতামূলক শ্রম ১৮.১ মিলিয়ন, ঋণ নাই তবুও বাধ্যতামূলক শ্রম ৭.৬ মিলিয়ন এবং পাচার করে শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে অন্তত ২.৭ মিলিয়ন নারী-পুরুষকে। ..যে হারে আধুনিক ক্রীতদাস প্রথা বিস্তৃত হচ্ছে তাতে করে ২০০৯ সালে এই সংখ্যা ২৯.২ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।"

আধুনিককালের ক্রীতদাস প্রথার উদাহরণ অসংখ্য। ২০০৮ সালে নেপাল সরকার হালিয়া (Haliya) পদ্ধতির জোরপূর্বক শ্রম দেওয়া নিষিদ্ধ করে অন্তত ২০,০০০ মানুষকে মুক্তি দেয়। হালিয়া হলো অন্যের কৃষিজমিতে বাধ্যতামূলক শ্রম দেওয়া। হালিয়া আইনত নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে এই প্রথা এখনো চলছে। ভারতে প্রায় ৪০ মিলিয়ন দলিত অর্থাৎ অচ্ছুত হিন্দু এখনো বাধ্যতামূলক শ্রম দিচ্ছে। আর এরা শ্রম দিতে বাধ্য হওয়ার মূল কারণ দেনা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পূর্বপুরুষের দেনা পরিশোধের জন্য।

১৯১০ সালে চীনে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হলেও বিশাল চীনের কোনো কোনো অঞ্চলে তার পরও অনেক সময় ধরে সেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ২০০৭ সালে হেনান প্রদেশের সাংক্সিতে ৫৫০ জন মানুষকে সরকার উদ্ধার করে মুক্তি দেয়। এদের মধ্যে ৬৯ জন ছিল নেহায়েতই শিশু। এরা কয়েক পুরুষ ধরে ইটের ভাটায় কাজ করছিল। এই ঘটনার পর চীন সরকার ৩৫,০০০ পুলিশ নিয়ে উত্তর চীনের ইটের ভাটাগুলোতে অভিযান চালায়। জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করায় সরকার অনেক ইটভাটার সুপারভাইজারদের জেলে পাঠায় এবং একজন শ্রমিককে হত্যার দায়ে ইটভাটার একজন সুপারভাইজারকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। একই সাথে দায়িত্বে অবহেলার কারণে সাংক্সির ৯৫জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করায় বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়।

উত্তর কোরিয়ার সরকার সেখানে ৬ টি বৃহৎ আকারের রাজনৈতিক ক্যাম্প পরিচালনা করে যেখানে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের রাখা হয়। এখানে রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে তাদের পরিবারকেও বন্দি করে রাখা হয়। আনুমানিক ২০০,০০০ জন বন্দিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডদিয়ে এই ক্যাম্পগুলোতে রাখা হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের খুব কঠোর শ্রম দিতে বাধ্য করা হয় এবং তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়।

২০১০ সালে ব্রাজিল সরকার সেখানে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫,০০০ ক্রীতদাসকে মুক্ত করে। ২০১০ সালের জাতিসংঘের

www.nagorikpathagar.org

তথ্য মতে জানা যায় দারিদ্র্যতার কারণে ২২৫,০০০ হাইতিয়ান শিশুকে বিনা পারিশ্রমিকে গৃহস্থালির কাজ করছে। বিশ্বে মৌরিতানিয়াতেই সবচেয়ে শেষে ১৯৮১ সালে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়। অনুমান করা হয় প্রায় ৬০০,০০০ পুরুষ, নারী ও শিশু যারা মোট জনসংখ্যার ২০% সেখানে বাধ্যতামূলক শ্রম দিচ্ছে। এখনো সুদানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্রীতদাস প্রথা রয়েছে। অনুমান করা হয় যে, সুদানের দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধে প্রায় ২০০,০০০ মানুষকে ক্রীতদাস হতে বাধ্য করা হয়েছে। আফ্রিকার আরেক দেশ নাইজারের কোথা ও কোথাও এখনো ক্রীতদাস প্রথা চালু আছে।

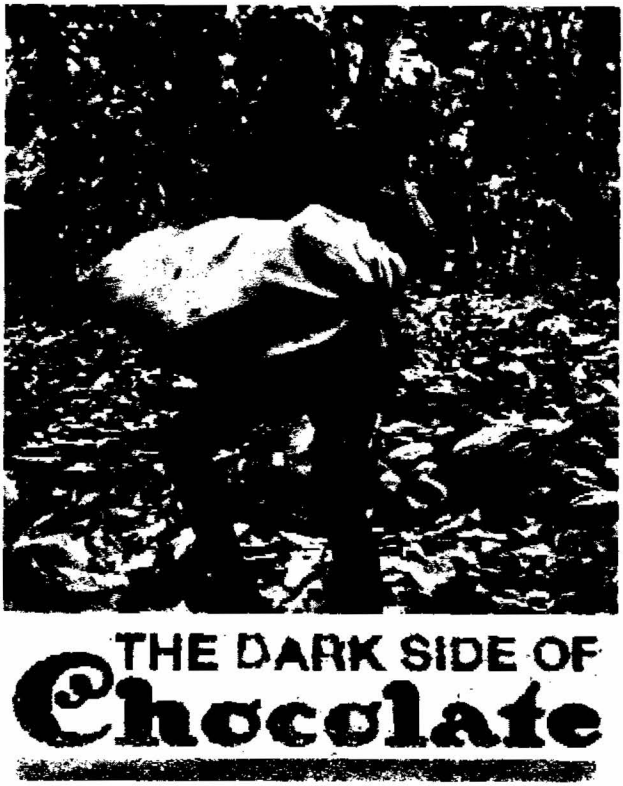

কোকো খামারে শিশু শ্রমিক

নাইজেরিয়ার এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে সেখানে ৮০০,০০০-এর বেশি অধিবাসী এখনো ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করে, যা মোট জনসংখ্যার ৮% যদিও ২০০৩ সালে সেখানে সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা সরকারিভাবে

www.nagorikpathagar.org

নিষিদ্ধ করা হয়। কঙ্গোতে বানতুসরা (Bantus) ক্রীতদাস প্রথার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তারা এখনো এক ধরনের ক্রীতদাস। ইরাকের পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতি শেখরা এখনো কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাস হিসাবে রাখে। তারা একে বলে আবদ (Abd), যার অর্থ চাকর। আরবিতে অনেক চাকর শব্দটি দিয়েও ক্রীতদাসকে বোঝানো হয়।

শিশুদেরকে দিয়ে এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শস্যক্ষেতে কাজ করানো হয় কিংবা খনিতে অত্যন্ত ঝুঁকিতে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়। আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট-এর তথ্য অনুযায়ী আইভরী কোস্টে ১০৯,০০০ জন শিশু কোকো খামারে (Cocoa : চকোলেট তৈরির উপাদান) কাজ করে। আমেরিকা ২০০২ সালে একে শিশুদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ বলে অভিহিত করেছে।

মানব পাচার করা হয় বিশেষ ধরনের ক্রীতদাস বানানোর জন্য। যাদেরকে পাচার করা হয় তাদেরকে সাধারণত প্রতারণা কিংবা মিথ্যা আশ্বাস যেমন বেশি বেতনের চাকরি, অন্য দেশে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা কিংবা মিথ্যা বিবাহ ইত্যাদিও মাধমে নারী-পুরুষকে এক দেশ হতে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। নিজ দেশেও চলে এই ধরনের প্রবণতা। সাধারণত অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মানুষই পাচারের শিকার হয়। এই প্রতারকরা খুবই সংঘবদ্ধ এবং তাদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও রয়েছে। এই প্রতারকদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ ক্রীতদাস।

উত্তর আফ্রিকার তুয়ারেগ (Tuareg) যাযাবর উপজাতির কৃষ্ণাঙ্গ রাখাল। যাদের জীবন এখনো ক্রীতদাসের মতো।

www.nagorikpathagar.org

পাচারের পর তাদের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রতারকদের নির্দেশমতো কাজ করতে হয়। পুরুষদেরকে ক্রীতদাসের মতো শ্রম দিতে হয় আর নারীদেরকে হতে হয় যৌনদাসী। প্রতারিতরা যদি স্বেচ্ছায় কাজ করতে রাজি না হয় তখন তাদের ওপর নেমে আসে অমানুষিক অত্যাচার, এমনকি তাদেরকে হত্যাও করা হয়। এই প্রতারিতদের একটি অংশকে নিষিদ্ধ ড্রাগে আসক্ত করা হয় এবং তাদের দিয়ে ড্রাগ ব্যবসাও পরিচালনা করা হয়। ২০০৬ সালে আমেরিকা গভর্নমেন্টের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবৎসর অন্তত ৮০০,০০০ মানুষ একা দেশ থেকে আরেকে দেশে পাচার হয় আর কয়েক মিলিয়ন মানুষ নিজ দেশের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে পাচার।

২০০৮ সালের আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্টের অপর এক তথ্য থেকে জানা যায়, পাচারকৃত এই মানবের ৮০%ই নারী ও শিশু বিশেষ করে কন্যাশিশু। মোট পাচারকৃতদের ৫০%ই অপ্রাপ্তবয়স্ক।

পাচারকৃত এই নারী ও অনেক সময় শিশুদেরকেও জোর করে পতিতাবৃত্তিতে নামানো হয়, যা সেক্স ট্রাফিকিং (Sex Trafficking) নামে পরিচিত। পাচারকৃত পুরুষ, নারী ও শিশুদের একটি অংশকে জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। এই অবৈধ পাচার কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার কোনো সীমানা নেই। বিবিসি-এর ২০১০ সালের এক তথ্য অনুযায়ী প্রতিবৎসর ১.৫ মিলিয়ন থেকে ১.৮ মিলিয়ন মানুষ নিজ দেশের ভেতরে কিংবা অন্য কোনো দেশে পাচার হয় আর এর মধ্য থেকে ৫০০,০০০-৬০০,০০০ নারী ও শিশুকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসের শাস্তি

প্রাচীন রোমান সমাজ

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য সম্পদশালী হওয়ার পেছনে ক্রীতদাসদের অবদান অপরিসীম। ক্রীতদাসরা রোমান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। কিন্তু এই ক্রীতদাসদের জীবনে "অধিকার বলে কোনো শব্দ ছিল না। রোমান আইনে ক্রীতদাস ছিল সাধারণ পণ্যের মতো বিক্রয় ও সহজেই স্থানান্তরযোগ্য একটি পণ্য (Chattels)। রোমান ক্রীতদাসদের সকল কিছুই নির্ভর করত তার প্রভুর ওপর-এমনকি তার জীবন, মরণও বটে। পান থেকে চুন খসলেই ক্রীতদাসদের ওপর নেমে আসত অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতা। এ অত্যাচারে কত ক্রীতদাস মারা গিয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই।

অত্যন্ত নির্দয় ও মানুষিক অত্যাচার করে ক্রীতদাস মেরে ফেলা একটি সাধারণ ঘটনার মতোই ছিল। সামান্য অপরাধের কারণে তাদের হাত কিংবা আঙুল, কান, পা, নাক ঠোঁট ছেঁচে দেওয়া কিংবা কেটে ফেলা হতো। আর অপরাধের মাত্রা একটু বেশি হলে তার চোখ তুলে ফেলা হতো। আর ক্রীতদাসকে বেঁধে রাখা কিংবা মুখে কাফ পরিয়ে রাখত যাতে করে চুরি করে খেতে না পারে, কিংবা হাতে-পায়ে ডাণ্ডাবেরি পরাত যাতে পালাতে না পারে। এগুলো ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার।

এই শাস্তির মাত্রা নির্ভর করত ক্রীতদাস তার মালিকের জন্য কতটা উপকারী তার ওপর। যে সকল ক্রীতদাস কাজেকর্মে খুব নিপুণ ছিল কিংবা শিক্ষিত ছিল তাদের ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রাটা একটু কম হতো। তবে রোমান সমাজে অনেক ভালো প্রভু এবং ভালো ক্রীতদাসও ছিল। অনেক ক্রীতদাসের মালিকই তাদের ক্রীতদাসদের ওপর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল এমনকি তাদের অনেকে ক্রীতদাসের ব্যবসা পরিচালনার ওপর কোনো প্রকার খবরদারিও করত না।

ক্রীতদাসদের শাস্তি : রোমান চিন্তাধারা

রিপাবলিক রোমান সাম্রাজ্যে মালিকরা তাদের ক্রীতদাসদের সাথে ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারত এবং যে কোনো ধরনের শাস্তি প্রদান করতে পারত।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস মালিকরা আইনগতভাবেই এ অধিকার পেয়েছিল। মালিকরা ক্রীতদাসের ওপর পোটেস্টাস (Potestas) ক্ষমতা পেয়েছিল। ল্যাটিন শব্দ পোটেস্টাস দিয়ে সন্তাদের ওপর পিতার যে ধরনের ক্ষমতা রয়েছে তা বোঝানো হয়। ক্রীতদাসের ওপর যে কোনো ধরনের আঘাত কিংবা শাস্তি দেওয়াকে অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হতো না। নিজ ক্রীতদাস হত্যা করাও কোনো অপরাধের মধ্যে গণ্য হতো না কারণ ক্রীতদাসদের কখনোই 'জনসাধারণ' হিসেবে গণ্য হতো না। তারা ছিল চ্যাটেল (Chattel) বা সহজে বিক্রয় ও স্থানান্তরযোগ্য পণ্য। যখন কোনো পণ্য বা মালামাল বিক্রয় করা হয় তখন যেমন একটি পণ্য অপর পণ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা গণ্য করা হয় না, আর ক্রীতদাসরাও যেহেতু পণ্যের অন্তর্ভুক্ত এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী কিংবা পিতা-মাতা, ভাইবোন কিংবা সন্তান-সন্ততি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া করা যাবে না– এই জাতীয় নিয়ম ক্রীতদাসদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। পরবর্তীতে রোমান শাসনামলের শেষ দিকে এই নিয়ম অবশ্য পরিবর্তিত হয়।

রাশিয়ান চিত্রশিল্পী ফয়োদোর বন্নিকোভ-এর তুলিতে ক্রুশবিদ্ধ ক্রীতদাস

ক্রীতদাস শাস্তি : ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড

ক্যাপিটাল ক্রাইম (Capital Crime : অর্থাৎ বড় ধরনের অপরাধ, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড)-এর শাস্তি ছিল ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড। সম্রাট কনস্টান্টিন (Emperor Constantine : ৩০৬-৩৩৭ সাল)-এর শাসনামলে ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড অবশ্য নিষিদ্ধ করা হয়। রোমান আইনে যে খুব ছোটখাটো অপরাধ যেমন চুরি করা ইত্যাদি কারণেও ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করা হতো। সাধারণত

www.nagorikpathagar.org

ক্রুশবিদ্ধ করার আগে ক্রীতদাসকে চাবুক দিয়ে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হতো এবং পরিধেয় সকল পোশাক খুলে নিয়ে তার পা ক্রসের সাথে দড়ি দিয়ে আটকানো হতো। তারপর তাকে সাধারণত লোহা বা তামার তৈরি পেরেক দিয়ে ক্রসের সাথে বিদ্ধ করা হতো। হাতের মধ্যে ঠিক কবজির ওপর দুই হাড়ের মধ্যিখানে পেরেক বিদ্ধ করা হতো। হাত ক্রুশে বিদ্ধ করার সময় এত জোরে টান দেওয়া হতো যে প্রায় সময়ই কাঁধের কিংবা কনুইয়ের জোড়া ভেঙে যেত। তারপর যখন ক্রুশ খাড়া করা হতো তখন ক্রীতদাস প্রচণ্ড টানের ফলে খুব চাপ অনভূত হতো এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হতো। একপর্যায়ে শ্বাস নিতে না পেরে ক্রীতদাস মারা যেত। ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যদণ্ড খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। যদিও অধিকাংশ ক্রীতদাস কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যেত আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা দু-এক দিন স্থায়ী হতো এবং তারপর মারা যেত। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৯ দিন পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যাওয়ার রেকর্ড নথিবদ্ধ আছে।

ক্রীতদাস শাস্তি : শহরের ক্রীতদাসকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া

অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো অপরাধের সময় শহরের ক্রীতদাসকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এর কারণ ছিল সাধারণত শহর এলাকার চেয়ে গ্রামাঞ্চলের ক্রীতদাসদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার বেশি করা হতো। গ্রামাঞ্চলের ক্রীতদাসদের সব সময় শিকল দিয়ে একজনের সাথে আরেকজনকে বেঁধে রাখা হতো এবং এ অবস্থাতেই তাদের কাজ করতে হতো। রাত্রিবেলা অনেক ক্রীতদাসকে একত্রে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো এবং বাইরে পাহারা দেওয়া হতো যাতে করে কোনোভাবেই কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। তাদের অনেককেই টাট্টু কিংবা কপালে সিল মারা হতো। গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্রীতদাসের মাথা মুণ্ডিত থাকত। আর তাদের চুল দিয়ে বানানো হতো পরচুলা, যা ব্যবহার করত ধনী মহিলারা। তাই শহর এলাকার ক্রীতদাসকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া একটি বড় ধরনের শাস্তিই ছিল।

ক্রীতদাস শাস্তি : মালিককে হত্যা করা

ক্রীতদাসদের সাথে সর্বত্রই খুব নির্দয় আচরণ করা হতো। তাদের কোনো অধিকারই ছিল না। তাদেরকে যন্ত্রের মতো ১৮ ঘণ্টারও অধিক অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। তাদেরকে খুব নিচুমানের খুব কম পরিমাণ খাবার দেওয়া হতো। তাদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এবং অসুস্থ

www.nagorikpathagar.org

অবস্থাতেও তাদেরকে প্রতিদিন কয়েক মাইল হেঁটে কাজে যেতে হতো। যে কোনো উসিলায় তাদেরকে চাবুক মারা হতো কিংবা আঙুল, কান ইত্যাদি কেটে ফেলা হতো। আর যৌন সম্পর্ক, তা হতো মালিকের ইচ্ছায়। এ সমস্ত কারণে ক্রীতদাসদের কেউ কেউ খুব আক্রমণাত্মক হয়ে উঠত এবং মালিককে হত্যা করার চেষ্টা করত। অনেক ক্রীতদাস নারী মনের দুঃখে নিজের সন্তানকেই হত্যা করত কারণ সে চাই তো না তার সন্তানের ভাগ্যও তার মতো করুণ হউক।

অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা ক্রমে ক্রমে ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। কারণ তাদের দিয়ে খুব কম অর্থে অধিক পরিশ্রম করানো যায়। আর এভাবেই ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রীতদাস যুগের চূড়ান্ত সময়ে রোমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসের সংখ্যা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তখন প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৩ জনই ছিল ক্রীতদাস। রোমানরাও ক্রীতদাসের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে খুব ভীত ছিলেন। সে সময় অনেক ক্রীতদাসই তাদের মালিকদেরকে আক্রমণ কিংবা হত্যার চেষ্টা করত। কিন্তু এ-জাতীয় অপরাধের কারণে অনেক ক্রীতদাসকে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করায় ক্রীতদাসদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং এই জাতীয় প্রবণতা বেশ কমেও যায়।

পা বেঁধে ঝুলিয়ে ক্রীতদাসকে চাবুক মারা

www.nagorikpathagar.org

এ-জাতীয় অপরাধের জন্য কালক্ষেপণ করা হতো না ততক্ষণাৎই শাস্তি প্রদান করা হতো। আর এই শাস্তি কেবল অপরাধীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না বরং ক্রীতদাসের পরিবারের সকলকেই হত্যা করা হতো। ক্রীতদাসের পরিবারের সকলকে হত্যা করার বড় কারণ পরবর্তীতে যেন কেউ প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ওঠে।

ক্রীতদাস শাস্তি : আমেরিকা
ছাপ মারা বা ট্যাট্টু

ক্রীতদাসের পিঠে লোহা গরম করে ছাপ মারা-১৯শতকের একটি চিত্রকর্ম

www.nagorikpathagar.org

চুরির অপরাধে ক্রীতদাসদেরকে কপালে ইংরেজি শব্দ "FUR", একে দেওয়া হতো। সাধারণত লোহার তৈরি ছাঁচ গরম করে কপালে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো আর তা শুকালে স্থায়ী ছাপ পড়ত। "FUR" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Fure" থেকে যার অর্থ চোর। ট্যাটু দাগি অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করার জন্যও ব্যবহৃত হতো। তা ছাড়া গ্লাডিয়েটর স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে ট্যাটু এঁকে দেওয়া হতো এবং সাধারণত তাদের ক্ষেত্রে তা মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ে আঁকা হতো।

ইংল্যান্ডের লিভারপুল জাদুঘরে সংরক্ষিত ক্রীতদাসদের ছাপ মারার জন্য ছাঁচ।
ট্রান্স আটলান্টিক ক্রীতদাস বাণিজ্য যুগে ব্যবহৃত একটি ছাঁচের রিপ্লিকা।

খামারের পশুদের চিহ্নিত করে রাখার জন্যই ট্যাটু মূলত ব্যবহৃত হলেও ক্রীতদাসদের চিহ্নিত করার জন্যও এই পন্থা অবলম্বন করা হতো। আমেরিকার লুসিয়ানাতে ব্ল্যাক কোড বা কোড অব নইর (Code of Noir) প্রচলিত ছিল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কান কেটে ফেলা, ঘাড়ের পেছনে ট্যাটু একে দেওয়া হাঁটুর উপরে রগ কেটে ফেলা ইত্যাদি। সাধারণত পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের ধরে এনে তাদের হাঁটুর ওপর রগ কেটে ফেলা হতো এবং পিঠের ওপর কিংবা ঘাড়ের পেছনে ট্যাটু এঁকে দেওয়া হতো। ক্রীতদাসরা যেন পালিয়ে না যায় সেজন্য তারা ক্রীতদাসদের কঠিন শাস্তি দিত যাতে করে অপরাপর ক্রীতদাসরা পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা না করে। পালিয়ে যাওয়া

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসদের তারা হাতের তালুতে, পাছায় কিংবা গালেও ট্যাটু এঁকে দেওয়া হতো। আর ট্যাটু আঁকার জন্য সব সময় ব্যবহার করা হতো লৌহার তৈরি ছাঁচ। এটি গরম করে তা দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো।

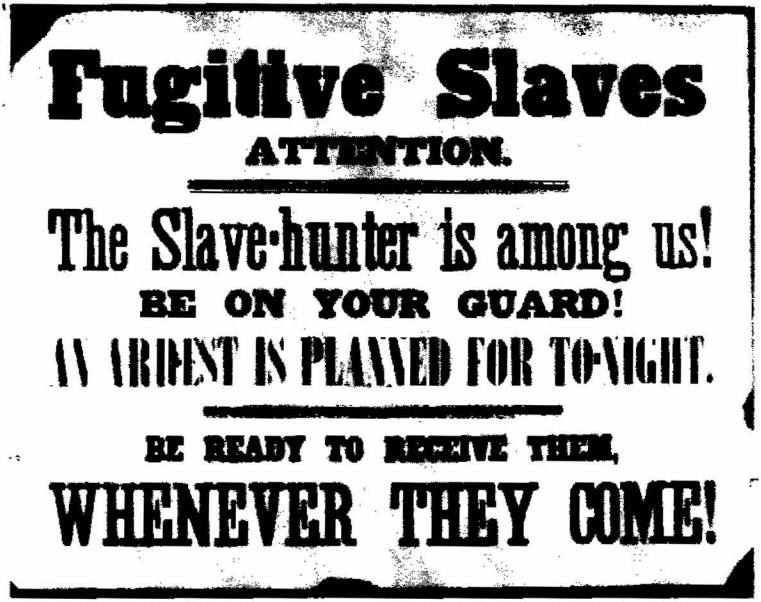

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ধরে দেওয়ার জন্য কোনো এক ফাগিটিভারির বিজ্ঞাপন- ২০ শতকের প্রথম দিকে ব্রুকলিনের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের শাস্তি

একজন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস সাধারণত বিক্রয়যোগ্য হতো না। তখন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের ধরে আনার জন্য একটি নতুন ব্যবসাই শুরু হয়েছিল, যা ইংরেজিতে ফাগিটিভারি (Fugitivarii) নামে পরিচিত। তাদের ব্যবসা প্রসারের জন্য তারা রীতিমতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিত। তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ধরে এনে মালিকের নিকট হস্তান্তর করত। ক্রীতদাস পালিয়ে গেলেও তার ওপর মালিকের কর্তৃত্ব ঠিকই থাকত।

এ সকল ক্রীতদাসদের ধরে এনে তাদের কপালে FUG শব্দটি এঁকে দেওয়া হতো। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Fugitivus" থেকে যার অর্থ পালিয়ে যাওয়া। এই সকল ক্রীতদাসদের কপালে FUG চিহ্ন একে দেওয়া ছাড়াও পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের হাড় ও হাড়ের জোড়া ভেঙে দেওয়া হতো যাতে করে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর এ-জাতীয় চেষ্টা না করে। এ

www.nagorikpathagar.org

ধরনের শাস্তি সাধারণত অপরাপর ক্রীতদাসদের সামনেই দেওয়া হতো যাতে করে অন্য ক্রীতদাসরা পালিয়ে যাওয়ার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে তা নিজ চোখে দেখে অনুমান করতে পারে। উল্লেখ্য, লোহার ছাঁচ গরম করে কপালে ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো। ক্রীতদাসদের গায়ে ছাপ দেওয়ার ফলে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের স্থানীয়রা চিহ্নিত করতে পারত। উত্তর ক্যারোলিনার এক ক্রীতদাস মালিক মাইকাঝাহ রিকস বলেন, "আমি আমার নারী ক্রীতদাসের বাম গালে ইস্ত্রি গরম করে ছ্যাঁকা দিয়ে অক্ষরটি বানানোর চেষ্টা করেছিলাম"।

ফাগিটিভারির তাড়ার মুখে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসী

১৮৪৮ সালে কেনটাকীর জনৈক ক্রীতদাস মালিক তাঁর পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের বর্ণনায় বলেন, তার বুকের উপরদিকে চিহ্নে একটি ছাপ রয়েছে। দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অনেক নিয়মই অনুমোদিত ছিল। যেমন যখন কোনো ক্রীতদাস পালিয়ে যেত এবং এটি যদি প্রথমবার হতো তবে তাকে সর্বোচ্চ ৪০টি চাবুক মারা যেত। দ্বিতীয়বার পালিয়ে গেলে তার শাস্তি হতো ব্র্যান্ডিং বা ছ্যাঁকা দেওয়া। সাধারণত এ অপরাধের কারণে তার কপালে চিহ্নটি এঁকে দেওয়া হতো যার অর্থ এই ক্রীতদাস অপরাধী। R শব্দটি দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে বোঝানো হতো 'Runaway Slave'।

পালিয়ে যাওয়া মারুন ক্রীতদাসদের শাস্তি

মারুনরা (Maroon) ছিল পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস কিংবা মুক্ত ক্রীতদাস। মারুনরা মূলত ছিল আফ্রিকান রিফিউজি এবং তারা পাহাড়ের ওপর বসবাস

www.nagorikpathagar.org

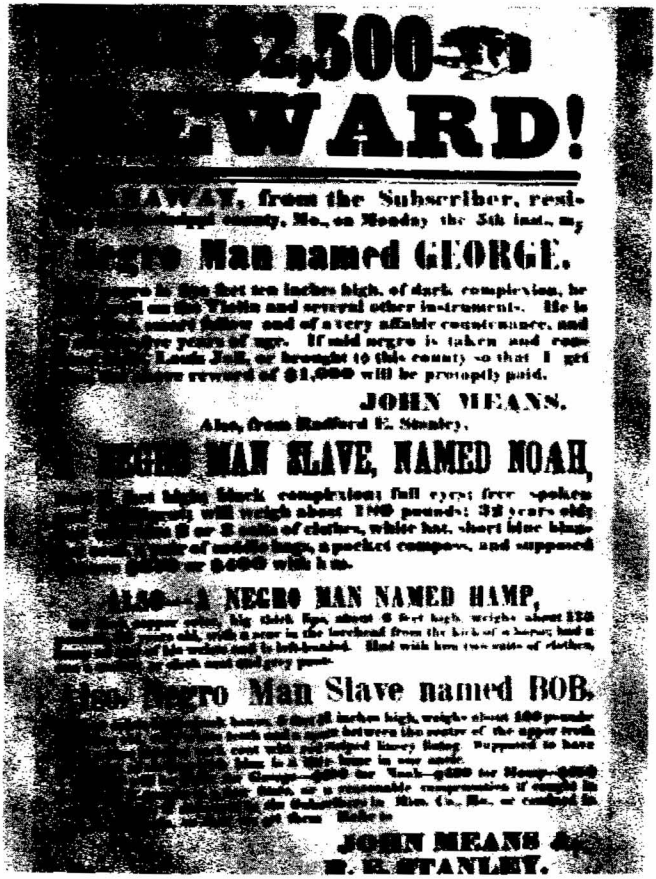

করত। তারা আমেরিকা থেকে পালিয়ে সেখানে নতুন বসতি স্থাপন করে। তাদের পরবর্তী বংশধরগণও মারুন ক্রীতদাস বা পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস নামে পরিচিত ছিল।

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ধরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞাপন–১৮৫২ সালের পত্রিকায় ছাপা হয়

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসরা ফিরে আসলে কিংবা ফিরিয়ে আনা হলে মালিকরা তাদেরকে নানা রকম শাস্তি প্রদান করতেন, যাতে করে ক্রীতদাসরা পুনরায় পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা না করে এবং অপরাপর ক্রীতদাসদের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। আর এভাবে প্রকাশ্যে অত্যাচার ও অপমান করার ফলে প্রতিবেশীরাও ক্রীতদাসদের ব্যাপারে সজাগ হবে।

www.nagorikpathagar.org

সুরিনামে পালিয়ে যাওয়া মারুন পরিবার। ছবিটি ১৯১০-১৯৩৫ সালের কোনো এক সময়ে তোলা

২০ শতকের ক্যারাবিয়ান ঐতিহাসিক গ্যাবরিয়েল ডেবিয়েন (Gabriel Debien) তাঁর Les Esclaves Aux Antilles Françaises গ্রন্থে এ-জাতীয় ক্রীতদাসদের শাস্তির বিষদ বর্ণনা করেছেন। ডেবিয়েন বর্ণনা করেন যে, হারিয়ে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া মারুন ক্রীতদাসদের বিজ্ঞাপন তখন প্রায়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। বিজ্ঞাপনে মালিকরা বিশেষ করে খামারের মালিকরা এটিও উল্লেখ করতেন যে ফিরে এসে কৃষিকাজে যোগদান করলে তাকে কোনো শাস্তি প্রদান করা হবে না। বাস্তবে তা হতো না। তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো যাতে করে দ্বিতীয়বার সে পালিয়ে না যায়। তবে পালিয়ে যাওয়া মারুন ক্রীতদাসের পূর্বের ইতিহাস ও মালিকের সহৃদয়তার ওপর নির্ভর করত এই শাস্তির ভয়াবহতা।

www.nagorikpathagar.org

কোনো ক্রীতদাসের প্রথমবার পালিয়ে যাওয়ার শাস্তি প্রসঙ্গে ডেবিয়েন বলেন যে, কোনো স্থানে যে কোনো সময়ে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের প্রাথমিক শাস্তি হতো ৩০-৫০টি চাবুক মারা। দ্বিতীয়বার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার শাস্তি হতো কয়েক দিনের জন্য অন্তরীণ করে রাখা স্বাভাবিকভাবেই এই সময় তাকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হতো না। সাধারণ কৃষিখামারের হাসপাতালে তাকে অন্তরীণ করে রাখা হতো। এ সময় তার পা দুটি খাটের বিমের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। এর ফলে খুব অল্প সময়েই তার মধ্যে ভীতি জন্মাত কারণ তখন তার সাথে কেউ দেখাও করতে পারত না ফলে পরবর্তী অনিশ্চিত শাস্তির চিন্তায় সে খুব সহজেই কাবু হয়ে যেত।

ব্রিটিশ স্থপতি ডিজাইনার রিচার্ড বিজেন্সের স্কেচে হাসপাতালে অন্তরীণ ক্রীতদাস

ব্রিটিশ স্থপতি ডিজাইনার রিচার্ড বিজেন্স (Richard Bridgens) ৭ বৎসর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ত্রিনিদাদে বসবাস করে ১৮৩৬ সালে লন্ডনে ফিরে আসেন এবং ক্রীতদাসদের ওপর অনেকগুলো স্কেচ করেন। তিনি এই স্কেচ সম্পর্কে বলেন, সাধারণত বাড়ির বাইরে বিশাল এস্টেটের কোনো নির্জন স্থানে পায়ে শিকল পরিয়ে তাদের এমনভাবে রাখা হতো যে তাদের নড়াচড়া করতেও কষ্ট

www.nagorikpathagar.org

হতো। তা ছাড়া তাদেরকে টিনের তৈরি মুখোশও পরিয়ে রাখা হতো এবং ময়লাযুক্ত খাবার খেতে দেওয়া হতো। মুখোশ পরিয়ে রাখার ফলে ক্রীতদাস শুয়ে ঘুমাতে পারত না। তখন তাকে বসে থাকতে হতো।

তৃতীয়বার কিংবা পরবর্তীতে আবার যখন পালানোর চেষ্টা করত তখন তার ওপর কঠিন শাস্তি নেমে আসত। আর এই শাস্তি শুরু হতো চাবুক মারা দিয়ে এবং তারপর মালিক ঠিক করতেন তাকে কোনো জাতীয় অস্ত্র যেমন– চেন, কোলার, নাবোট ইত্যাদি কোনোটা পরিয়ে বন্দি করে রাখবেন। পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের মালিকরা অনত্র বিক্রয়ও করে দিতেন।

চেইন

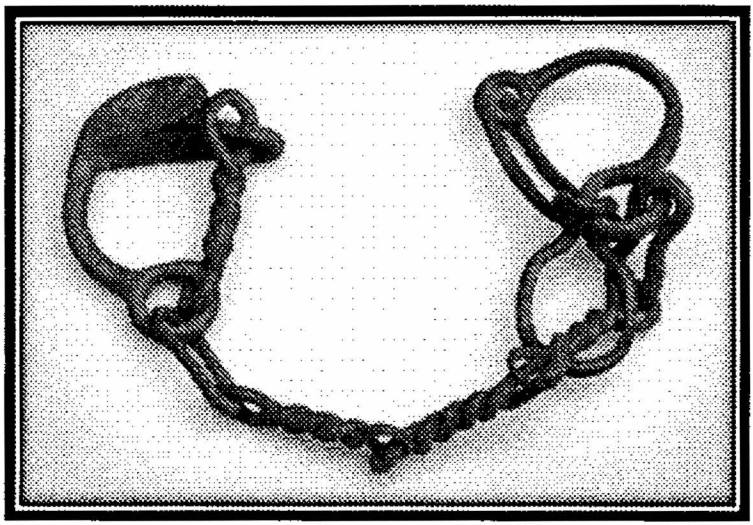

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদেরকে এ-জাতীয় শিকল পরিয়ে রাখা হতো

এটি ছিল প্রায় ৩ ফুট লম্বা একটি শিকল, যার দুই মাথায় দুটি গোলাকার আংটা থাকত। ক্রীতদাসের পায়ের গোড়ালি বরাবর এই আংটা আটকে দেওয়া হতো। খুব শক্ত হলেও এই শিকলটি খুব ভারী ছিল না। ফলে এটি পায়ে দিয়েও ক্রীতদাস হাঁটাহাঁটি করতে পারত। তবে বেশি হাঁটাহাঁটি করতে গেলে পায়ের সাথে লোহার ঘর্ষণে চামড়া ও মাংস ছিঁড়ে যেত তাই শিকল পরা ক্রীতদাসরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা বসে থেকে কাজ করার আর কোনো বিকল্প ছিল না। তবে যে সকল ক্রীতদাসের তারপরও পালিয়ে যাওয়ার আশাঙ্কা করলে এই শিকলের সাথে ভারী কোনো কিছু বেঁধে দেওয়া হতো।

www.nagorikpathagar.org

আবার অনেক সময় অপেক্ষাকৃত লম্বা শিকল দিয়ে কোনো গাছ কিংবা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হতো। অনেক সময় তিন-চারজন ক্রীতদাসকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো যাতে করে একজন পালাতে না পারে।

নাবোট

নাবোট

নাবোট ছিল একটি বড় গোলাকার লোহার তৈরি রিং বিশেষ, যার ওজন ছিল ৬ থেকে ১০ পাউন্ড। এটি অত্যন্ত শক্তভাবে ক্রীতদাসের পায়ের সাথে বাঁধা থাকত যাতে করে ক্রীতদাসরা পালিয়ে বেশি দূরে যেতে না পারে।

কিন্তু এই নাবোট পায়ে দিয়েও মালিকের অত্যাচারে অনেক ক্রীতদাস পালিয়ে যেত। আবার অনেক সময় এই নাবোট পরিহিত অবস্থাতেই তাদেরকে মালিকের নিজস্ব জেলখানায় বন্দি করে রাখা হতো। ১৮ শতকের কৃষিখামারের মালিকরা যারা কাজে ততটা পারদর্শী ছিল না কিংবা প্রতিবাদ করত তাদেরকে এই নাবোট পরিয়ে রাখত তার অভিযোগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস কলার

ক্রীতদাস কলার

ক্রীতদাস কলার লৌহার তৈরি একটি পাতলা চ্যাপ্টা অর্ধগোলাকার চাকতি বিশেষ। এরকম দুটি চাকতি দুপাশা দিয়ে একত্রিত করলে গোলাকার রূপ ধারণ করে, যা ক্রীতদাসের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। এই চাকতির বাইরের দিকে তিনটি গুচ্ছ স্পাইক একত্রিত করে লাগানো থাকে। প্রতিটি গুচ্ছে আবার তিনটি করে থাকে। প্রতিটি স্পাইক লম্বায় ৪-৫ ইঞ্চি হয়। চাকতিটির সামনের দিকে আবার একটি সরু পাত থাকে। এভাবে দুদিকের পাতটি একত্রিত করে তাতে তালা কিংবা স্ক্রু লাগিয়ে তা ক্রীতদাসের গলায় পরিয়ে দেওয়া হতো।

ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে রাখার চেয়েও কঠিন শাস্তি এটি। এটি শাস্তির পাশাপাশি ক্রীতদাসকে অপমান ও বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যও কলার ব্যবহৃত হতো। যখন কোনো নারী ক্রীতদাসকে এই কলার পরিয়ে দেওয়া হতো তখন স্বাভাবিকভাবেই সে অপর ক্রীতদাসদের সাথে মিশতে পারত না কিংবা তাদের কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করে নাচতে পারত না। আর এই কলার পরে শোয়া কিংবা

www.nagorikpathagar.org

ঘুমানো ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। ক্রীতদাসকে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পদ্ধতি।

ক্রীতদাস শাস্তি : স্কার্জিং

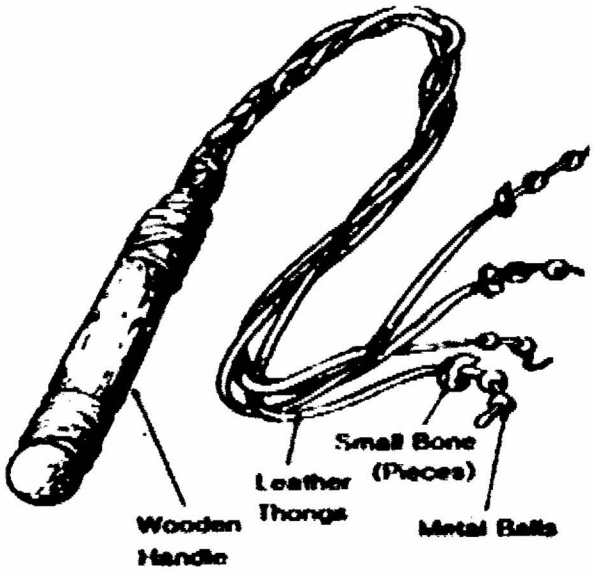

স্কার্জ - বিশেষ ধরনের চাবুক

স্কার্জিং ছিল একটি খুবই নিষ্ঠুর শাস্তি। স্কার্জ (Scourge) হলো ছোট হাতলওয়ালা একটি বিশেষ ধরনের চাবুক। এই হাতলের সাথে চামড়ার তৈরি সাধারণত ৩টি শক্ত ফিতা লাগানো থাকে। এই ফিতার গোড়ার দিকে ছোট ছোট লোহার টুকরা কিংবা অন্য কোনো ধাতু অথবা শক্ত সুচালো কাঠের টুকরা বেঁধে দেওয়া থাকে। তাই স্কার্জ দিয়ে আঘাত করা মাত্রই চামড়া উঠে যেত। রোমানরা অনেক সময়ই ছোট পাথরের টুকরার পরিবর্তে লৌহার তৈরি হুক বেঁধে দিত যার ফলে চামড়ার সাথে মাংসও উঠে আসত। আর এভাবেই হাড় বের না হওয়া পর্যন্ত স্কার্জ দিয়ে চাবুক মারা চলত। এটি এতই নিষ্ঠুর পদ্ধতি ছিল যে কয়েকবার আঘাত করার পরই কালো চামড়ার মানুষগুলো রক্তে ভেসে গিয়ে লাল হয়ে যেত।

www.nagorikpathagar.org

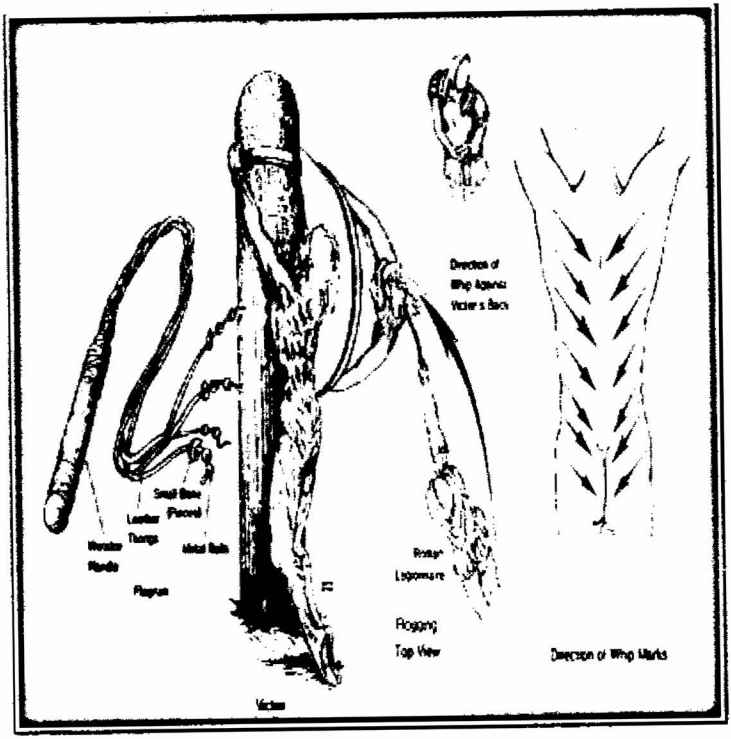

স্কার্জিং-এর পূর্বে ক্রীতদাসের হাত একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হতো

সাধারণত এই হতভাগ্য ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তাদেরকে উলঙ্গ করা হতো এবং তারপর একটি বড় দড়ির একপ্রান্ত দিয়ে সামনের দিকে দুই হাত বেঁধে দড়ির অপর প্রান্ত একটি বিম কিংবা গাছের ডালের সাথে এমনভাবে বাঁধা হতো যাতে করে সে কেবল পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়াতে পারে। এটি ছিল হত্যভাগ্য ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি।

প্রথমবারের মতো মধ্যমানের অপরাধের জন্য তাদেরকে ৪০টির বেশি চাবুক মারা যেত না। আর এই অবস্থায় স্কার্জ দিয়ে ৪০ বার চাবকানো কোনো ক্রীতদাসের পক্ষেই সহ্য করার মতো ছিল না। মাঝপথেই তারা অজ্ঞান হয়ে যেত। আর প্রতিবার আঘাতের সাথে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হতো আর এই পৈশাচিক অত্যাচার দেখে তার মালিক হাসতেন। এভাবে অত্যাচারের ফলে অপরাধী ক্রীতদাসের কোনো অঙ্গহানি হওয়া ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। হাত পা ভেঙে যাওয়া তো ছিল অতি সাধারণ। এভাবে অত্যাচারের সময়ই অনেক ক্রীতদাস মারাও যেতেন।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস শাস্তি : বেঁধে চাবুক মারা

ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি ছিল চাবুক দিয়ে মারা। তবে চাবুক দিয়ে মারারও একটি প্রস্তুতি ছিল। সাধারণত একটি শক্ত পিলার অথবা গাছের সাথে খুব দৃঢ়ভাবে ক্রীতদাসকে বাঁধা হতো। সাধারণত হাত-পা বাঁধার পাশাপাশি কোমর বরাবরও শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হতো যাতে করে একটু সরে যাওয়ার কোনো জায়গা না থাকে।

মালিকের বাড়িতে, বাজারে কিংবা ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর বাড়ির আঙ্গিনায় এদেরকে চাবুক মারা হতো। অনেক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস ব্যারাক বা খোঁয়াড়ের সামনেই তৈরি থাকত একটি পিলারের সাহায্যে তৈরি একটি প্লাটফর্ম। যেখানে ক্রীতদাসকে বেঁধে প্রহার করা হতো। এই চাবকানোর কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না যে কোনো সময়ই তাদেরকে চাবুক মারা যেত।

কোনো অপরাধের জন্য যখন মালিক কোনো ক্রীতদাসকে চাবুক মারতে চাইতেন একটি চিরকুটের মাধ্যমে তিনি ক্রীতদাসের বিক্রেতা কিংবা তার এজেন্টকে খবর পাঠাতেন। যে কোনো ছোট অপরাধের জন্যও তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেওয়া হতো। যেহেতু মালিকরা ছিলেন বনেদী শ্রেণির এবং তারা নিজে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে শাস্তির আদেশ দেওয়াই বেশি পছন্দ করতেন তাই এই কাজটি করত সাধারণত ক্রীতদাস সরবরাহকারী। আর তাতে মালিককে ক্রীতদাসপ্রতি কিছু অর্থও গুনতে হতো কিন্তু তা খুবই সামান্য। এতে লাভ হতো দুটি প্রথমত ক্রীতদাসকে শাস্তি দেওয়াও গেল দ্বিতীয়ত ভদ্র সমাজের লোক হিসেবে নিজের পরিচয় জাহির করা যেত যে তিনি নিজে ক্রীতদাসদের ওপর অত্যাচার করেন না। এ ছাড়া তৃতীয় আরেকটি লাভ ছিল তা হল মালিককে কষ্ট করে কৃষিখামার কিংবা ক্রীতদাস ব্যারাকে যেতে হতো না।

তখন কৃষিখামারে কিংবা ক্রীতদাস ব্যারাকে চাবুক মারার শব্দ প্রতিদিনই শোনা যেত। যেহেতু চাবুক মারার সময় অনেক সময় ক্রীতদাসের মুখও বেঁধে রাখা হতো তাই তখন কেবল সংখ্যা শোনা যেত অর্থাৎ যতবার চাবুক মারা হচ্ছে সেই সংখ্যাটি। ১৮ শতকে চাবুক মারার আরেকটি নাম প্রচলিত ছিল তা হলো ৩৯। কারণ সাধারণ অপরাধের জন্য ক্রীতদাসকে অনধিক ৪০টি চাবুক মারা যেত।

www.nagorikpathagar.org

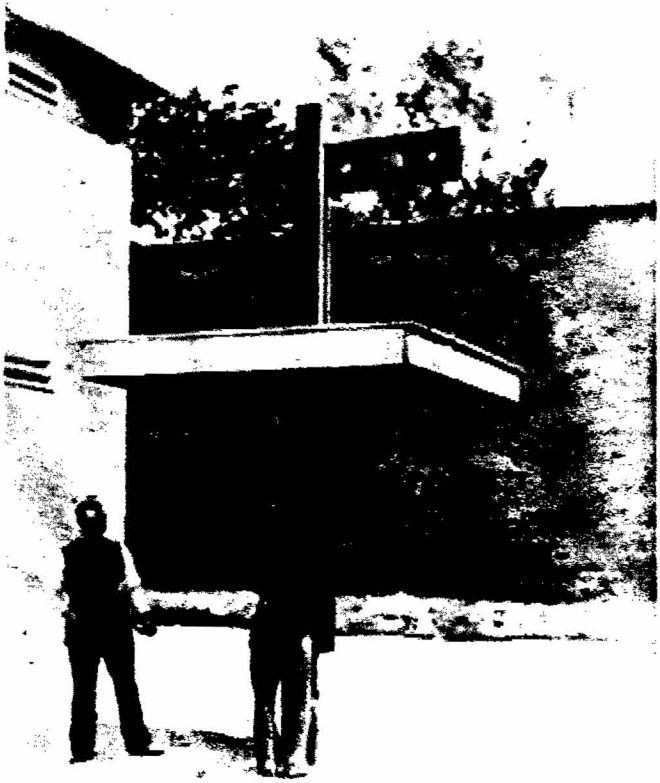

অনেক ক্রীতদাস মালিকের বাড়িতেই ছিল চাবুক মারার একটি প্লাটর্ফম

চাবুক মারার পূর্বে পুরুষ ক্রীতদাসকে তার শার্ট খুলে ফেলতে হতো এবং নারী ক্রীতদাসদের বেলায় ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত সকল কাপড় খুলে ফেলতে হতো। আবার অনেক সময় ক্রীতদাস কি পুরুষ কিংবা নারী সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে চাবুক মারা হতো। চাবুক মারার ফলে তার পিঠের ক্ষত হতে রক্ত বের হয়ে তার সারা শরীর ভেসে যেত। অনেক সময়ই অপরাপর ক্রীতদাসদের ডেকে এনে তাদের সম্মুখে চাবুক মারা হতো।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন দাহোমি (Dahomey) নামে পরিচিত ছিল। ১৯ শতকের শেষ দিকে যখন এটি ফরাসি কলোনি ছিল তখনকার একটি পোস্টকার্ডে চাবুক মারার একটি চিত্র রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অপরাধীকে মাটিতে শুইয়ে তার কাপড় কোমর থেকে খুলে ফেলা হচ্ছে। তখন সেখানে অর্ধ উলঙ্গ করে মাটিতে শুইয়ে চাবুক মারা হতো।

www.nagorikpathagar.org

১৯ শতকের শেষ দিকে দাহোমির একটি পোস্টকার্ডে চাবুক মারা দৃশ্য।
ধারণা করা হয় পোস্টকার্ডটি ১৮৯৪ সালের

ক্রীতদাস শাস্তি : ফুরকা

ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার একটি কম প্রচলিত পদ্ধতি ছিল ফুরকা (Furca)। অপরাধী ক্রীতদাসের গলায় একটি গোলাকার কাঠ বেঁধে দেওয়া হতো এবং এই ক্রীতদাস যেখানেই যেত না কেন তাকে সব সময় এই কাঠটি বহন করতে হতো। অনেক ক্রীতদাসকেই সারা জীবনের জন্য এই ফুরকা বহন করতে হয়েছে।

প্রাচীন রোমান আমলে শাস্তি দেওয়ার জন্য ক্রীতদাসের ঘাড়ের ওপর পশুর ন্যায় জোয়াল লাগিয়ে দেওয়া হতো। এই জোয়াল আবার বিভিন্ন আকৃতির ছিল। প্রাচীন রোমে ফুরকা ছিল কাঠের তৈরি ইংরেজি অক্ষর A এর মতো। এটি ঘাড়ের ওপর এমনভাবে পরানো হতো যে A এর মাঝখানের অংশটি গলায় থাকত ও ঘাড়ের দুই পাশে থাকত A এর দুটি পা। অপরাধীর হাত পেছন দিয়ে এই A এর দু পায়ের সাথে শক্ত করে বাঁধা থাকত।

www.nagorikpathagar.org

শিল্পীর তুলিতে প্রাচীন রোমের ক্রীতদাস শাস্তি-ফুরকা

সাধারণত ক্যাপিটাল পানিশম্যান্ট (capital punishment) হিসেবে ফুরকা পরিয়ে তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চাবুক কিংবা স্কার্জ দিয়ে প্রহার করা হতো। অনেক ক্রীতদাসকে আবার একটি কাঠ গোলাকার করে ছিদ্র করে তার গলার পরিয়ে দেওয়া হতো। সাধারণত কাঠটি হতো দুই টুকরার, যা পাশাপাশি জোড়া দিলে মাঝখানে একটি গোলাকার ছিদ্র হতো এবং তা গলার মধ্যে আটকে থাকতে। এই অবস্থায় ক্রীতদাস কোনোভাবেই শুতে পারত না। নারী ক্রীতদাসরা যৌন মিলনে সারা না দিলে কিংবা অন্য কোনো ক্রীতদাসের সাথে তার সম্পর্ক থাকলে অনেক সময়ই তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হতো।

গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত ক্রীতদাসদের শাস্তি

ক্রীতদাসদের আরেকটি এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলিত শাস্তি ছিল গৃহস্থালি কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। সাধারণত হালকা অপরাধের জন্য এ-জাতীয় শাস্তি দেওয়া হতো। আবার অনেক সময় সংশোধনাগারে শাস্তি দেওয়া হতো। এ সকল ক্ষেত্রে ক্রীতদাসদের শস্য গুঁড়া করার জন্য যাঁতায় দীর্ঘ সময় কাজ করতে হতো।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে ক্রীতদাসদের যে সকল গৃহস্থালি কাজের একটি নমুনা পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ :

- তারা সাধারণত মালিকের বাসাবাড়িতেই অবস্থান করে তার বাড়ি, জমিতে কিংবা দোকানে কাজ করতে হতো।
- অনেক ক্রীতদাস ছিল মুক্ত (অর্থাৎ পূর্বে ক্রীতদাস ছিল কিংবা মালিক মুক্তি দিয়েছে) তারা মালিকের জমি কিংবা দোকানে কাজ করত। তারা কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করত তা থেকে মালিককে নির্ধারিত পরিমাণে ট্যাক্স দিতে হতো।
- অনেক ক্রীতদাসকে পুলিশ বাহিনীর সদস্য, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা কিংবা কাউকে কাউকে সেক্রেটারিয়াল কাজও করতে হতো।
- সাধারণত যুদ্ধবন্দীরা গৃহস্থালির নিচুমানের কাজ যেমন বাড়িঘর পরিষ্কার করা, মালিকের নৌকা/জাহাজে দাঁড় বাওয়া কিংবা খনিতে কাজ করতে হতো।

যে সকল ক্রীতদাসের জন্ম হয়েছে মালিকের বাড়িতে তাদেরকে একটু বেশি মর্যাদাই দেওয়া হতো। তারা মালিকের সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসা তাদের খেলার সঙ্গী হওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হতো। এ সকল শিশু ক্রীতদাসদের অনেকেরই জন্মদাতা ছিলেন স্বয়ং মালিক কিন্তু তার পরও তার অবস্থান ছিল তার মায়ের মতোই একজন ক্রীতদাস।

ইংরেজ মিশনারি উইলিয়াম এলিস (William Ellis) ১৯ শতকে তিনবার মাদাগাস্কার সফর করেন। সেখানকার ক্রীতদাসদের নিয়ে তাঁর লেখা হার্পাস ম্যাগাজিনে (Harper's New Monthly Magazine (1858-59), vol. 18, p. 601) প্রকাশিত হয় যার কপি ভার্জিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এলিস বর্ণনা করেন যে "...তাদের একটি বাড়িতে... বেশ কয়েকজন নারী ক্রীতদাস কাজ করছিল। তাদের কেউ কেউ তুলার ঝুড়ি বহন করছিল আর কেউ বা অন্য কোনো কিছু বাড়ির এক রুম থেকে অন্য রুমে নিয়ে যাচ্ছিল... আমি দেখতে পেলাম যে একটি বালিকা ক্রীতদাসের গলায় প্রায় ২ ফুট লম্বা ও প্রায় ১ ফুট চওড়া বেশ কয়েকটি বোর্ড মাঝখান দিয়ে ছিদ্র করে একটির ওপর আরেকটি বসিয়ে তার ঘাড়ের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। আর এই বোর্ডগুলো চারদিকে স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আটকানো রয়েছে যাতে করে তা একটি শক্ত কাঠের মতো হয়। আর বোর্ডগুলোর মাঝখানে ছিদ্রটি এতই সরু যে তা রীতিমতো তার গলা চেপে আছে। আর এভাবেই এই হতভাগ্য বালিকাটিকে ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসদের শাস্তির ধরন

আরেকবার দেখতে পেলাম যে একটি বাড়িতে আনুমানিক ১৫ বৎসরের একটি বালক ক্রীতদাসের গলায় প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি পুরু দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির বার. যার একটি অংশ আবার সরু হয়ে এসেছে এ রকম দুটি বার তার গলায় পরানো আছে এবং দুটি বারের নিচের দিকের সরু অংশটি একত্রিত করে স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে। আর এ অবস্থাতেই হতভাগ্য এই বালকটিকে বন হতে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে জাহাজে তুলতে হচ্ছে, যা হয়তো বা জাহাজের রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হবে।"

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস গর্ডন

গর্ডন (Gordon) ছিলেন মিসিসিপির কৃষিখামারের একজন ক্রীতদাস (Plantation Slave)। দীর্ঘ সময় ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করলেও তার মুক্তি না মেলায় মার্চ ১৮৬৩ সালে মুক্ত হওয়ার তীব্র বাসনায় তিনি মালিকের কৃষিখামার থেকে পালিয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস গর্ডনের পিঠে চাবুকের ক্ষত চিহ্ন

আমেরিকার ক্রীতদাস মালিক ভূস্বামীরা তখন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের ধরে আনার জন্য ব্লাডহাউন্ড (Bloodhound) কুকুর পুষতেন। এই কুকুরের বিশেষত্ব ছিল যে তাদের দৃষ্টির চেয়ে গন্ধ বেশি অনুভব করতে পারত। এগুলো সাধারণত হরিণ ও বোয়ার শিকার করার সময় ব্যবহৃত হতো। ব্লাডহাউন্ড কুকুরগুলো রক্তের গন্ধ অনেক দূর থেকেই অনুভব করতে পারত।

www.nagorikpathagar.org

গর্ডনের কাঠের ভাস্কর্য

১৮৬৩ সালের মার্চ মাসে সুবিধাজনক একসময়ে তিনি মিসিসিপি নদীর তীর ধরে পূর্বদিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। বেশ সময় পর তার মালিক টের পেলেন যে গর্ডন পালিয়ে গিয়েছে। তিনি বেশ কয়েজন সঙ্গী ও প্রতিবেশীসহ গর্ডনকে ধরে আনার জন্য পিছু নিলেন। তাদের সাথে ছিল শিকারি কুকুর ব্লাডহাউন্ড যারা অনেক দূর থেকেই রক্তের গন্ধ পায়। গর্ডন খুব ভালো করেই জানতেন যখন তাকে তার ঘরে পাওয়া যাবে না তখন তাকে তাড়া করা হবে। তাই তিনি পালিয়ে যাবার সময় সাথে নেন বেশ পরিমাণ পেঁয়াজ। প্রতিবার কোনো খাল কিংবা নর্দমা অতিক্রম করেই গর্ডন তাঁর শরীরে পেঁয়াজ ঘষতেন যাতে করে ব্লাডহাউন্ড সহজে তাঁকে অনুসরণ করতে না পারে। তা ছাড়া ধূলা ও কাদায় শরীর ঢেকে যাওয়ার শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন নি।

www.nagorikpathagar.org

গর্ডন টানা ১০ দিন হেঁটে ১৩০ কিমি পথ অতিক্রম করে লুইসিয়ানা প্রদেশের ব্যাটন রাগে (Baton Rouge) ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছান। আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে ইউনিয়ন সেনাবাহিনী তখন ফেডারেশন সেন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফেডারেশন ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে ছিল আর অন্যদিকে ইউনিয়ন ছিল বিপক্ষে। আমেরিকার লুইসিয়ানাতে তখন তাদের একটি ঘাঁটি ছিল।

ইউনিয়ন ক্যাম্পে আসার পর অসুস্থ ও ক্লান্ত গর্ডনকে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল চেকআপ করানোর সময় তাঁর পিঠে অসংখ্য চাবুকের ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় যেগুলো শুকিয়ে গেলেও তা দড়ির মত ফুলে গিয়ে অদ্ভুত মানচিত্রের মতো হয়ে আছে দেখতে পাওয়া যায়। মেডিকেল চেকআপের সময় গর্ডন বলেন, "আমার ওভারসিয়ার আর্তাইয়ু ক্যারিয়ার (Artayou Carrier) আমাকে এভাবে চাবুক মেরেছে। আমি দুমাস একদম বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলাম। আমার পিঠে এমন ক্ষত হয়েছিল যে তা বিছানার সাথে লেগে যেত। আমার মালিক অবশ্য আমাকে প্রহার করার পর এসেছিলেন। তিনি ওভারসিয়ারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন।" কী কারণে গর্ডনকে এ রকমভাবে চাবকানো হয়েছির তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ক্ষত নিয়ে তিনি দুমাস শয্যাশায়ী ছিলেন। যদিও তাঁকে নিপীড়নকারী ওভারসিয়ারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু তাতেও গর্ডন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ভবিষ্যতে অপর কেউ হয়তো আরো শাস্তি দিতে পারেন। তাই শয্যাশায়ী অবস্থাতেই তিনি পালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস গর্ডনের শুকিয়ে যাওয়া ফুলে ওঠা ক্ষতচিহ্নযুক্ত পিঠের ছবিটি তোলেন ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার উইলিয়াম ডি ম্যাকফারসন (William D. McPherson) ও তাঁর সঙ্গী অলিভার (Oliver)। গর্ডনের পিঠের ক্ষতের এই কার্ট ডি ভিস্তি ইমেজ (Carte De Visite Images) তৎকালীন সময়ে ফরাসি কারিগরিতে তোলা ছোট ছবি) হয়ে উঠে ক্রীতদাস প্রথা বাতিল করার জীবিত পোস্টার। গর্ডনের পিঠের ছবি গোটা আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে আলোড়ন তোলে এবং নিষ্ঠুর ক্রীতদাস প্রথা বাতিলের আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এই ফটোগ্রাফি সকল রাজনীতিবিদ ও সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র ক্রোধের সৃষ্টি করে এবং এটিই হয়ে ওঠে কনফেডারেশন সেনাদেরা বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জীবন্ত পোস্টার। এই পোস্টারই সারা বিশ্বের মানবতাবাদীদের এক পতাকাতলে নিয়ে আসে এবং শুরু হয় ক্রীতদাস প্রথা বন্ধের বিতর্ক ও আলোচনা।

www.nagorikpathagar.org

গর্ডন ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন

ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে অবস্থানকালীন সময়েই গর্ডন ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র কয়েক মাস আগেই প্রেসিডেন্ট লিংকন আফ্রিকান-আমেরিকানদের নিয়ে একটি ভিন্ন সেনা ইউনিট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নতুন ইউনিটে প্রায় ২০০,০০০ আফ্রিকান-আমেরিকান যোগ দিয়েছিলেন এবং গর্ডন ছিলেন এই ইউনিটের প্রথম সারির সেনা সদস্যদের একজন। আর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পূর্বে যখন তাঁর শারীরিক পরীক্ষা হচ্ছিল তখনই তার পিঠের এই ক্ষত চিহ্ন প্রকাশ পায়। সেনাকর্মকর্তাদের নির্দেশে তখন ক্যাম্পে অবস্থানকারী ফটোগ্রাফার উইলিয়াম ডি ম্যাকফারসন এই ছবি তোলেন।

www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনীর আলোকচিত্রে দল এই ছবিটিকে ফরাসি কার্ট ডি ভিস্তি ফরমেটে অনেকগুলো কপি তৈরি করেন। এই ছবিটি সেনাবাহিনীর অপরাপর ইউনিটের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্যামুয়েল কে টাউল (Samuel K. Towle) নামে একজন সার্জন যিনি ইউনিয়ন সেনবাহিনীর ম্যাসুচেসেটসের ৩০ রেজিমেন্টে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি ম্যাসুচেসেটসের সার্জন জেনারেলের নিকট চিঠিসহ গর্ডনের ছবির একটি কপিও প্রেরণ করেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন... ।' এই অমানুষিক শাস্তি যে মানুষটি পেয়েছে সে নিষ্ঠুরতা বর্ণনার ভাষা আমার নেই কিন্তু তারপরও এই ব্যক্তিটি খুবই বুদ্ধিমান ও ব্যবহারও অতি চমৎকার... ।" এক মাসের মধ্যেই তাঁর এই ছবিটি ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন ও লন্ডনে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই ছবিটিকে পোর্টেট আকারে রূপ দেন নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার ম্যাথিউ ব্রাডি (Mathew Brady)।

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ পক্ষের সকল ক্যাম্পেইনেই স্থান পেত গর্ডনের এই পোর্টেট। এই পোর্টেট সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক ইনডিপেনডেন্ট (The New York Independent) পত্রিকার এক রিপোর্টার বলেন, "এই ছবিটি অন্তত ১০০,০০০ কপি মুদ্রণ করে সকল প্রদেশেই ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

৪ জুলাই, ১৮৬৩ সালে হার্পাস উইকলি গর্ডনের তিনটি পোর্টেটসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং তাঁর একটি পোর্টেটের নিচে ক্যাপশন ছিল 'একজন সাধারণ নিগ্রো'। অপর একটি পোর্টেটের ক্যাপশন ছিল "সে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে" এবং তৃতীয়টির ক্যাপশন ছিল 'ইউ এস সেনাবাহিনীর পোশাকে গর্ডন'।

এই তিনটি ফটোগ্রাফের সাথে প্রকাশিত নিবন্ধে গর্ডনের দুঃসহ জীবন, তার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার, পালিয়ে যাওয়া ও বিপদসংকুল যাত্রাপথের বর্ণনার পাশাপাশি ইউনিয়ন সেনাবাহিনীতে যোগদান ইত্যাদি ঘটনা প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার আফ্রিকান-আমেরিকান ইউনিয়ন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। বাস্তবে উত্তর আমেরিকার ক্রীতদাস বিদ্রোহের মূর্তীমান প্রতীক হয়ে ওঠেন গর্ডন।

www.nagorikpathagar.org

৪ জুলাই ১৮৬৩ সালের হার্পাস উইকলি (Harper's Weekly) পত্রিকায় গর্ডনের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে সেনাবাহিনীতে গর্ডনের ভূমিকা ও তাঁর অপারেশনের তথ্যাবলি অসম্পূর্ণ। গর্ডন ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর একজন গাইড হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু এক অভিযানে বিদ্রোহীদের হাতে গর্ডন বন্দি হন। তারা গর্ডনকে বন্দি করে নিয়ে গিয়ে হাতে-পায়ে বেঁধে অত্যাচার চালায় এবং মৃত ভেবে তাঁকে ফেলে চলে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ইউ এস সেনাবাহিনীর পোশাকে গর্ডনের পোর্টেট

সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা বেঁচে যান গর্ডন এবং পুনরায় ইউনিয়নের দলে যোগ দেন। পরবর্তীতে গর্ডন ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর কালারড ট্রুপস সিভিল ওয়ার (Colored Troops Civil War) ইউনিটে সার্জেন্ট পদে যোগ দেন এবং ১৮৬৩ সালের মে মাসে পোর্ট হাডসনের (Port Hudson) যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা মারাত্মক সাহসিকতার পরিচয় দেয়। এ ছাড়া গর্ডনের অন্য কোনো সেনা অভিযান বা বীরত্বে কথা বর্ণনা নেই। কিন্তু সত্য হলো ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির এক অন্যতম মহীরুহ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকাতে ক্রীতদাসদের সাথে আচরণ

দক্ষিণ ক্যারোলিনার কৃষিখামারে কর্মরত এক ক্রীতদাস পরিবার– দক্ষিণ ক্যারোলিনার বিউফোর্টে জে. জে. স্মিথ (J.J. Smith)-এর কৃষিখামারে কয়েক পুরুষ ধরে এই ক্রীতদাস পরিবারটি কাজ করে আসছিল। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার অল্প কিছুদিন পূর্বে ১৮৬২ সালে ও সুলিভান টিমোথি (O'Sullivan, Timothy) এই বিখ্যাত ছবিটি তোলেন। ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট লিংকন আমেরিকাতে বসবাসকারী আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রীতদাসদের মুক্ত ঘোষণা করেন

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকাতে ক্রীতদাসদের সাথে আচরণ সময় ও স্থানের সাথে ভিন্ন ছিল তবে সাধারণভাবে বলা যায় আমেরিকার সর্বত্রই এই আচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক ছিল। চাবুক মারা, হাত, পা নাক, কান কেটে ফেলা ইত্যাদি ছিল নিত্যদিনের আচরণ। আর সেই সাথে ধর্ষণসহ যৌন নির্যাতনও হতো প্রচুর আর ক্রীতদাসদের হত্যা ও গুমের মত বর্বর আচরণের শিকার হতো হরহামেশাই।

ক্রীতদাসদের লেখাপড়া শেখা নিষিদ্ধ ছিল কারণ তাতে শিক্ষিত হয়ে তাদের পালিয়ে যাবার সম্ভাবনার পাশাপাশি বিদ্রোহ করতে পারত। ১৮৩১ সালে ন্যাট টার্নারের নেতৃত্বে ক্রীতদাস বিদ্রোহ হলে আমেরিকার অনেক প্রদেশে ক্রীতদাসদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জড়ো হওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ তারা একত্রিত হলে সেখানে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বেড়ে যাবে এবং বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল।

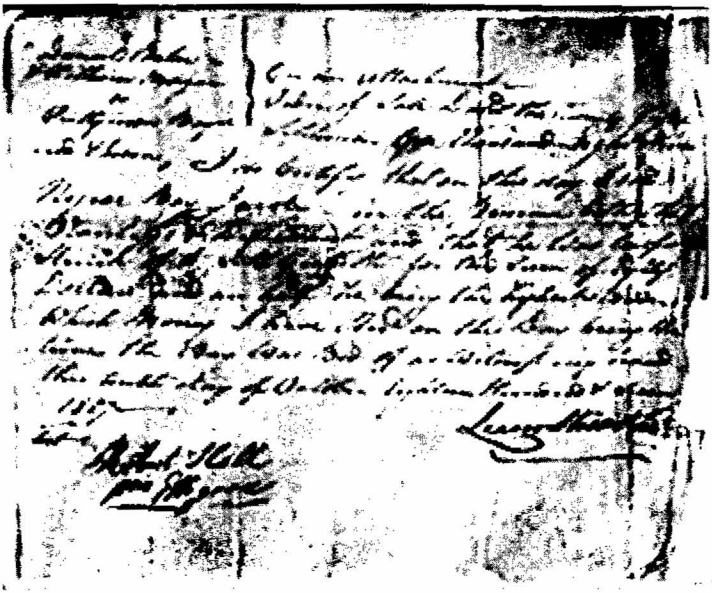

নিলামে বিক্রয় করা কৃষ্ণাঙ্গ বালক জ্যাকবের ক্রয়ের দলিল। ১০ অক্টোবর ১৮০৭ সালে বালক জ্যাকবকে ৮০ ডলার ৫০ সেন্টে ক্রয় করার পর মালিক প্যাটিম্যান বয়েসকে ক্রীতদাসের মালিকানা দলিল প্রদান করা হয়। ক্রীতদাসদের কখনোই মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তারা ছিল বিক্রয় ও সহজে স্থানান্তরযোগ্য পণ্য।

ক্রীতদাসদের চিকিৎসাসেবা বলতে তেমন কোনো কিছুই ছিল না। সাধারণত অপর কোনো ক্রীতদাসই অসুস্থ ক্রীতদাসের সেবা কিংবা টোটকা চিকিৎসা

www.nagorikpathagar.org

দিতেন। তবে অনেক ক্রীতদাসের সনাতন আফ্রিকান চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান ছিল এবং নারীদের অনেকেই মিডওয়াইফারিতে দক্ষ ছিলেন। তবে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অনেক ক্রীতদাস মা মারা গিয়েছেন জটিলতার কারণে। এর কোনো পরিসংখ্যান নেই। অবশ্য সে সময় চিকিৎসাশাস্ত্রও ততটা আধুনিক ও সহজলভ্য ছিল না।

সদ্য মুক্তি পাওয়া এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের পায়ের বেড়ি কেটে দিচ্ছেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এক লৌহ কারিগর। ১৯০৭ সালে তোলা দুর্লভ এই ছবিটি পোর্টসমাউথের নৌবাহিনীর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে

খুব সাধারণ অপরাধের কারণেই ক্রীতদাসদের শাস্তি প্রদান করা হতো। তাদেরকে চাবুক মারা, পায়ে শিকল পরিয়ে রাখা, হাত কিংবা পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, প্রহার করা, গরম কিংবা বেড়ি পরিয়ে রাখা লৌহা কিংবা অন্য কিছু দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, মেয়েদেরকে খতনা করিয়ে দেওয়া, বন্দি করে রাখা ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করা হতো। ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল অবাধ্য হওয়া কিংবা নিয়মভঙ্গ করা। কিন্তু কোনো কোনো সময়

www.nagorikpathagar.org

দেখা যেত যে অনেক ক্রীতদাসই তার ওভারসিয়ার কিংবা মালিককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন কিংবা কখনো কখনো তাদেরকে আক্রমণও করতেন।

ক্রীতদাসদের প্রায়ই অপব্যবহার করা হতো বিশেষ করে নারী ক্রীতদাসদের। যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ ছিল নারী ক্রীতদাসদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধর্ষণে বাধা দেওয়ার কারণে অনেক নারী ক্রীতদাসকেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিংবা নির্যাতনকারীর হাতে মারা গিয়েছেন। আর এভাবেই ক্রীতদাসদের প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষত নিয়ে বাঁচতে হতো।

দক্ষিণ আমেরিকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই ছিল ক্রীতদাসদের যৌন নিপীড়নের মূল কারণ। সেখানে শুধু ক্রীতদাস বলেই নয় সকল জাতি ও গোত্রের নারীকেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ শাসনের রীতিতে চলতে হতো এবং সকল নারীকেই পণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৬৬২ সালের পর ভার্জিনিয়া প্রচলিত আইনের কিছুটা সংশোধন পরিমার্জিত করে আইন পাস করে, যা Partus Sequitur Ventrem নামে পরিচিত। এই আইনে বলা হয়েছে যে, সাদা চামড়ার মালিকের ঔরশে ও কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান কেবলমাত্র মায়ের পরিচয় পাবে, শ্বেতাঙ্গ পিতার সাথে সে সম্পর্কিত হবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ নারীরাও কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তান জন্ম দেওয়া শুরু করেন, যদিও তা সংখ্যায় কম ছিল। এভাবেই আমেরিকাতে একটি নতুন মিশ্র জাতির ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে যারা মুলাট্টু নামে পরিচিত। Mulatto শব্দটি এসেছে স্পেনিশ/পর্তুগিজ থেকে যার অর্থ ঘোড়া ও গাধার প্রজননে তৈরি প্রাণী সে থেকেই এসেছে শব্দটি যার অর্থ বাবা-মায়ের কোনো একজন শ্বেতাঙ্গ ও অপরজন কৃষ্ণাঙ্গ। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় মূলাট্টুদের পূর্বপুরুষ ইউরোপিয়ান-আফ্রিকান) পূর্বপুরুষ। তবে দক্ষিণের সমাজ শ্বেতাঙ্গ নারী ও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের মিলনে সন্তান জন্ম দেওয়া খুব ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদের দৃষ্টিতে এতে জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।

ক্রীতদাসদের বেঁচে থাকার শর্তাবলি

১৮৫০ সালে কি ভাবে আদর্শ ক্রীতদাস তৈরি করতে হয় সে উদ্দেশ্যে মালিকদের জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি হয় যা ছিল নিম্নরূপ :

১. সব সময়ই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে চলতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই।

২. তাদের মধ্যে নীচুস্তরের ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে, যাতে করে তারা বুঝতে পারে সমাজে তাদের অবস্থান কোথায়।

www.nagorikpathagar.org

৩. ক্রীতদাসদের সব সময়ই ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে হবে।
৪. ক্রীতদাসকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তার মালিকের স্বার্থই সব সময় তার নিকট প্রাধান্য পায়।
৫. তাদেরকে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আর তাহলে তারা সব সময় অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকবে এবং অসহায় ভাববে।

ক্রীতদাসদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও দাস প্রথা বিশেষজ্ঞ ডেভিড ব্রিয়ন ডেভিস (David Brion Davis) এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথা বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক ইউজিন ডোমেনিক জেনোভেস (Eugene Dominic Genovese)-এর মতে আমেরিকাতে ক্রীতদাসদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হতো তা ছিল নিষ্ঠুর ও অমানবিক। কী কাজের সময় কিংবা বিশ্রাম কোনো সময়ই অত্যাচার থেকে রেহাই পেতেন না ক্রীতদাসরা, সব সময়ই তাদেরকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হতো আর তৎকালীন আমেরিকার সরকারও তা অনুমোদন দিয়েছিল। ডেভিস বর্ণনা করেছেন যে "...তারপরও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে দক্ষিণের আবাদী জমির মালিকরা ক্রীতদাসদের শাসন করত আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এমনকি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ালু মালিকও মনে করতেন কেবলমাত্র ভয়ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করেই ক্রীতদাসদের এই বিশাল দলকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করাতেন, যা দেখে মনে হতো এরা বোধ হয় কোনো সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীরই অংশ।"

সকল ক্রীতদাসই জানতেন, মালিকের যদি মনে হতো তারা যথেষ্ট পরিমাণ কাজ করছেন না, তবে তাদেরকে প্রকাশ্যে প্রহার করা হবে, আর কোনো নির্দেশ সঠিকভাবে পালন না করলে কিংবা করতে অস্বীকার করলে পরিণাম হতো ভয়াবহ। বড় বড় আবাদি খামারে এই অত্যাচারের পরিমাণ ছিল আরো বেশি ও অমানবিক। এ সকল আবাদি জমির মালিকরা ক্রীতদাসদের পরিচালনা করার জন্য ওভারসিয়ার নিয়োগ করতেন যারা ছিল খোদ শয়তানের দূত। তবে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত কম আবাদি জমির মালিকদের ক্রীতদাসদের পরিচালনা করতেন স্বয়ং মালিক এবং সে সকল ক্রীতদাসরা অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবাহার ও সুযোগ-সুবিধা পেতেন।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস মালিকদের আচরণে পরিবর্তন

১৮২০ সালে আফ্রিকা থেকে নতুন ক্রীতদাস আমদানি করা বন্ধ হয়ে। ক্রীতদাস মালিকরা প্রথমদিকে তা কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই কোনো ক্রীতদাস পালিয়ে গেলে কিংবা মারা গেলে তিনি নিজেই বিপদে পড়বেন এ ভাবনা থেকেই ক্রীতদাস মালিকরা তাদের ক্রীতদাসদের ওপর একটু সদয় হন। মালিকরা ক্রীতদাসদের বাসস্থানের দিকে গুরুত্ব দেন এবং তা উন্নত করেন। আর এই উন্নত করার পেছনে মালিকদের সহৃদয়তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্রীতদাসরা যেন পালিয়ে না যায়।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে কৃষিখামারে কর্মরত ক্রীতদাসদের থাকার কুঁড়েঘর

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য যারা কাজ করেছেন তাঁদের মতে, মালিকদের এই প্রচেষ্টা অনেক ক্রীতদাসকেই খুশি করেছিল। আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রীতদাস বিলুপ্তকারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ জে শেলা মার্টিনের (J. Sella Martin) মতে মালিকদের নিষ্ঠুরতার ও অমানবিক আচরণ যেমন ক্রীতদাসদের স্ত্রী কিংবা কন্যাদের ধর্ষণ ও নিলামে বিক্রি করে দেওয়ার মানসিক ধকল থেকে ক্রীতদাসদের একটু হালকা করতেই মালিকরা বাসস্থান উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

ক্রীতদাসদের শিক্ষা ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা

ক্রীতদাস মালিকদের মধ্যে সব সময়ই দুটি ভয় কাজ করত তা হলো ক্রীতদাস বিদ্রোহ ও ক্রীতদাসদের পালিয়ে যাওয়া। ক্রীতদাসরা যেন বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে না পারে সে ব্যাপারে মালিকরা সব সময়েই সজাগ

www.nagorikpathagar.org

থাকতেন। কারণ অপর ক্রীতদাসদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে পারে কিংবা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। তাই মালিকরা সব সময়ই তাদেরকে প্রহরার মধ্যে রাখতেন এবং কাজ শেষে তাদেরকে ক্রীতদাস ব্যারাকের লকআপে ঢুকিয়ে রাখতেন।

দুইজন ক্রীতদাস নারী পড়ছেন। ২০ শতকের এই ছবিটি আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটে সংরক্ষিত আছে

ক্রীতদাসদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি সব সময়ই নিরুৎসাহিত ছিল কারণ শিক্ষিত হয়ে গেলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। তাই ১৯ শতকে আমেরিকার অনেক প্রদেশেই ক্রীতদাসদের শিক্ষা গ্রহণ করা আইন করেই নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৪১ সালে ভার্জিনিয়াতে এই নিয়ম ভঙ্গ করার শাস্তি ছিল শিক্ষা গ্রহণকারী ক্রীতদাসের জন্য ২০ চাবুকের বেত্রাঘাত ও ১০০ পাউন্ড জরিমানা ও শিক্ষকের জন্য ৩৯টি চাবুকের বেত্রাঘাত ও ২৫০ পাউন্ড জরিমানা। কেন্টাকিতে ক্রীতদাসদের শিক্ষা গ্রহণে বৈধতা থাকলেও বাস্তবে কোনো ক্রীতদাসকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া হতো না। তবে মিসৌরিতে অনেক ক্রীতদাস মালিক তাদের ক্রীতদাসদের শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন কিংবা তারা নিজেরা নিজেদের মাধ্যমে শিক্ষিত করার অনুমোদন দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হতো না তাই কি শহরে কিংবা গ্রামের উভয় অঞ্চলের ক্রীতদাসদের শিক্ষার জন্য বিকল্প খুঁজতে হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে জড়িত ক্রীতদাসদের শিক্ষার জন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হতো তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পরিবারের সদস্য কিংবা অপর কোনো সহযোগী ক্রীতদাসের ওপর। তবে কোনো কোনো ভালো ক্রীতদাস মালিক ক্রীতদাসদের নিজে উদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন এমনকি কেউ কেউ শিক্ষকও নিয়োগ দিয়েছিলেন। এর আরেকটি বড় কারণ ছিল তখন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ক্রীতদাসদের বাইবেল পড়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজ হয়েছিল এবং কৃষিখামারেও কৃষিবিষয়ক হিসাব-নিকাশ রাখা ও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য তাদের কাউকে কাউকে শিক্ষিত হতে হয়েছিল।

ক্রীতদাসদের কাজের পরিবেশ

১৭৩৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ক্যারোলিনার ব্রিটিশ কলোনিতে এক ভয়াবহ বিদ্রোহ হয়, যা স্টোনো বিদ্রোহ (Stono Rebellion) নামে পরিচিত। এটি ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় ক্রীতদাস বিদ্রোহ যে বিদ্রোহে ২১জন সাদা চামড়ার মালিক ও মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি এবং ৪৪ জন কৃষ্ণাঙ্গ মারা যায়।

স্টোনো বিদ্রোহের পর মেরিল্যান্ড ক্রীতদাসদের জন্য কাজের সময়সীমা গ্রীষ্মকালে ১৫ ঘন্টা ও শীতকালে ১৪ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয় এবং একই সাথে রোববার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং এদিন তাদের কোনো কাজ করতে হবে না ঘোষণা দেওয়া হয়। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ লেখক ও ঐতিহাসিক চালর্স জনসনের (Charles Johnson) মতে এই আইন করা হয়েছিল ক্রীতদাসদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য নয় বরং ভবিষ্যতে তারা যেন বিদ্রোহ না করে সে সম্ভাবনা প্রশমনের জন্য। ক্রীতদাসদের আরো দীর্ঘ সময় কাজ করতে হতো বিশেষ করে যখন কৃষিজমিতে নতুন চারা রোপণ, ক্ষেতে সেচ দেওয়া কিংবা শস্য কাটার সময় হতো তখন তাদের শ্রম খুব বেশি প্রয়োজন হতো। তবে তখন ক্রীতদাসরাও বাড়তি উপার্জন হবে এ জন্য কাজ করত কারণ তারা যা উপার্জন করত তা পরিবার নিয়ে জীবনধারণের জন্য মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না।

ক্রীতদাসদের খাদ্যাভ্যাস

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, আমেরিকার ক্রীতদাসরা যে পরিমাণ খাবার গ্রহণ করতেন তা একজন মানুষের বেঁচে থাকার উপযোগী ছিল। তারা প্রায়

www.nagorikpathagar.org

২৫০০-৩০০০ ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতেন। কিন্তু এই খাবারটি মোটেও সুষম ছিল না। তাদের খাবারের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই আসত শস্য ও শূকরের মাংস থেকে। তবে তাদের খাবারে আরো ছিল রুটি, তরিতরকারি, ফলফলারি ও অন্যান্য মাংস। তারা যে খাবার খেত তাতে আমিষের পরিমাণ ছিল খুবই কম। অধিকাংশ খাবারই হতো শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার। তাদের খাবারে আয়রন ও ভিটামিনের পরিমাণ খুবই কম ছিল।

অনেক ক্রীতদাসেরই ক্যালসিয়াম লেভেল কম ছিল এবং তাদের অনেকেরই ল্যাকটোজ ইন্টোলারেন্স ছিল বিশেষ করে যে সকল ক্রীতদাস আফ্রিকান কিংবা তাঁদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকান ছিলেন তাঁরাই ল্যাকটোজ ইন্টোলারেন্স রোগে বেশি ভুগতেন। এ সকল ক্রীতদাসেরই পেটের অন্যান্য পীড়াতে ভুগতেন। ভিটামিন এ-এর অভাবে অনেক ক্রীতদাসই রাতকানা রোগ ছিল। আর আয়রন কম হওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্রীতদাস বিশেষ করে নারীরা রক্তশূন্যতায় ভুগতেন। ভিটামিন ডি-এর অভাবে ক্রীতদাসদের শিশুদের মধ্যে বেশ প্রকট আকারেই ছিল রিকেট এবং সুষম খাবারের অভাবে তারা ম্যালনিউট্রিশনেও ভুগতেন।

ক্রীতদাসদের রোগবালাই

আফ্রিকা থেকে যাত্রাপথে ক্রীতদাসরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হতো। ১৮৩২ সালের একটি কাঠখোদাই। ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী পত্রিকা The Liberator-এর সালের ৭ই জানুয়ারি ১৮৩২ সালে প্রথম এই কাঠখোদাইয়ের ছবিটি ছাপা হয়।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে কৃষিখামারে কর্মরত ক্রীতদাসদের নানা ধরনের রোগবালাই ছিল এবং অনেক ক্রীতদাসই খুব মারাত্মক ধরনের অসুখে ভুগত। পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস এবং কঠোর পরিশ্রম ও কম বিশ্রামের কারণে তাদের রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যেত। পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে তারা ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা , ইনফ্লুয়েঞ্জা , জন্ডিস/হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হতেন। তা ছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে তারা প্রায়ই চর্মরোগে আক্রান্ত হতেন। ক্রীতদাসদের মধ্যে যৌনরোগের হারও ছিল খুব বেশি।

ক্রীতদাসদের চিকিৎসাব্যবস্থা

ক্রীতদাসদের চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল খুবই করুণ। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে ক্রীতদাসদের জন্য উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো চিকিৎসাব্যবস্থাই ছিল না। একজন ক্রীতদাস অসুস্থ কিংবা কাজ করতে গিয়ে আহত হলে অপর ক্রীতদাসরাই তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার নিতেন। তবে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ এটিও বলেন যে, যে সকল মালিক তাঁদের ক্রীতদাসদের মূল্য দিতেন তাদের কেউ অসুস্থ হলে কিংবা আহত হলে স্বয়ং মালিকই তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন যদিও তার সংখ্যা খুবই কম ছিল।

ক্রীতদাসের ঘামের গন্ধ শুঁকে তার কোনো অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ অসুখ আছে কি না তা নিশ্চিত হতে চাইছেন এক ব্রিটিশ ইংরেজ। ১৭২৫ সালের একটি চিত্রকর্ম

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার চিকিৎসক ও হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল বার্ডের (Michael W. Byrd) এর মতে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাসদের জন্য দ্বৈত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও ক্রীতদাসদের চিকিৎসা বিষয়ে কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তার মানে এই যে ক্রীতদাসদের চিকিৎসার দায়িত্ব তার নিজেকেই নিতে হতো। শুধু তাই নয়, ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও কৃষ্ণাঙ্গরা কিন্তু এই চিকিৎসাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ক্রীতদাসরা নিজেদের কমিউনিটিতে চিকিৎসার জন্য বেশ নামডাকও করেছিল তাই ১৭৪৮ সালে ভার্জিনিয়া ক্রীতদাসদের চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষিদ্ধ করে।

অসুস্থ ক্রীতদাসদের চিকিৎসা করতেন তাঁর সহযোগী ক্রীতদাসরাই। চাষাবাদে নিয়োজিত ক্রীতদাসরা নিজের পয়সা সঞ্চয় করার জন্য তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যা তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে রপ্ত করেছিল তার ওপরই নির্ভর করতেন। যদিও অনেক সময় ভালো মালিকরা তাঁর ক্রীতদাসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন এবং প্রয়োজনে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতেন।

অনেক ক্রীতদাসই সনাতন পদ্ধতিতে চিকিৎসায় বেশ দক্ষ ছিলেন। তাঁরা বনাজি ঔষধি, গাছগাছড়া ব্যবহার করে চিকিৎসা প্রদান করতেন। আবার অনেক নারী ক্রীতদাস ধাত্রীবিদ্যায় বেশ পটু ছিলেন। তাদের কেউ কেউ এতই দক্ষ ছিলেন যে ক্রীতদাসদের চিকিৎসার পাশাপাশি ক্রীতদাস নয় কিন্তু দরিদ্র এমন জনগণও তাঁদের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করতে আসতেন। ক্রমে ক্রমে মিসৌরিতে ক্রীতদাস মালিকরা তাঁদের ক্রীতদাসদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করা শুরু করেন। এর কারণ মানবিকের পাশাপাশি ক্রীতদাস অসুস্থ থাকলে মালিকের যথেষ্ট শ্রম দিতে পারবে না এটিও ছিল অপর আরেকটি বড় কারণ।

অনেক কৃষ্ণাঙ্গই তাঁদের সনাতন আফ্রিকান চিকিৎসা পদ্ধতিতে পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের চিকিৎসার জন্য সনাতন পদ্ধতি ও গাছগাছড়ার ওপর নির্ভর করতেন। যদি এই চিকিৎসায় তারা আরোগ্য লাভ না করতেন তবে তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো যিনি সাধারণত কৃষিখামারের শ্রমিকদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকতেন। অসুস্থ থাকার কারণে যদি কোনো ক্রীতদাসের মৃত্যু হতো তবে তা মালিকের জন্য হতো বিশাল ক্ষতি। তাই এ-জাতীয় ক্ষতি থেকে নিজেদের ক্ষতি কমানোর জন্য প্লানটেশনের মালিকরা নিজেরাই ক্রীতদাসদের জন্য হাসপাতাল চালু করেন, যাতে করে মারাত্মক অসুস্থ ক্রীতদাসদের ভর্তি করে চিকিৎসা প্রদান করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসাবিজ্ঞান তখন তত উন্নতও ছিল না তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা প্রকার গবেষণা হচ্ছিল। অনেক গবেষকই ক্রীতদাসের কোনো অনুমতি না নিয়েই তাদের ওপর নানা প্রকার ঔষধের ট্রায়াল দিতেন। আমেরিকার অনেক বিখ্যাত চিকিৎসকই তাঁদের ঔষধের ট্রায়াল থেকে শুরু করে শল্য চিকিৎসার ট্রায়ালও তাদের ওপর করতেন। এটি শুধু আমেরিকা নয়, ইংল্যান্ড ও অপরাপর ইউরোপিয়ান দেশেও ক্রীতদাসদের ওপর এই বিতর্কিত ট্রায়াল চলত।

ক্রীতদাসদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

১৭ শতকের প্রথম দিকে বেশ কিছু কলোনি ক্রীতদাসদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার শর্তে তাদেরকে মুক্তি দিলেও ১৭ শতকের মধ্যভাগে এসে সে সম্ভাবনাও উবে যায়। ১৭২৫ সালে ভার্জিনিয়া ক্রীতদাসদের চার্চ তৈরির অনুমতি প্রদান করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম চার্চ অব কালারড ব্যাপ্টিস্টস (First Church of Colored Baptists) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এভাবেই আমেরিকার দক্ষিণে ক্রীতদাসদের মাধ্যমে হাইব্রিড খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। হাইব্রিড হওয়ার বড় কারণ সনাতন আফ্রিকান ধর্মের সাথে নতুন খ্রিস্টান ধর্মের সংমিশ্রণ। দক্ষিণ ক্যারোলিনা আইন করে যে কোনো ধর্মীয় সভায় যদি অর্ধেকের বেশি ক্রীতদাস কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস থাকে তবে সে জাতীয় ধর্মীয় আলোচনা সভা করা যাবে না।

ক্রীতদাসদের উপার্জন ও ধন-সম্পত্তি

ক্রীতদাসদের মালিকরা বড়দিনের সময় তাদেরকে অল্প পরিমাণ বোনাস দিতেন। তবে কোনো কোনো মালিক তাঁদের ক্রীতদাসদেরকে উপার্জিত অর্থ লটারিতে কিংবা জুয়াতে অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ডেনমার্ক ভেসে (Denmark Vesey) নামে একজন ক্রীতদাস লটারীতে অর্জিত অর্থ মালিককে প্রদান করে নিজে মুক্ত হয়েছিলেন। ক্রীতদাসদের মালিকরা তাদেরকে সব সময়েই খুব অল্প দামের জিনিসপত্র নিজের কাছে রাখতে দিতেন এবং তাদের ব্যবহার্য কাপড়চোপড়ও হতো খুব মোটা ও নিম্নমানের। তাদের শীতকালীন পোশাকের জন্য পুরনো চামড়ার কোট ব্যবহার করতে দিতেন।

ক্রীতদাসদের বৎসরে দুইবার যথাক্রমে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে কাপড়চোপড় দেওয়া হতো। ক্রীতদাসদের মালিকরা ১ জোড়া বর্গান (Brogans) বা গ্যাটর জুতা, (Gator shoes) দিতেন । বর্গান হলো এক

www.nagorikpathagar.org

ধরনের ভারী জুতা যা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে থাকে। তবে যে সকল ক্রীতদাস বিশেষ করে শিশু কিংবা অপর যাদের কৃষিকাজ করতে হতো না তাদেরকে খালি পায়েই চলাফেরা করতে হতো। ক্রীতদাসদের জন্য এ কাপড় ছিল খুবই কম। বিশেষ করে যাঁরা মাঠে কাজ করতেন তাঁদের কাপড় বেশি দিন টিকত না। ক্রীতদাসরা নিজেদের উপার্জিত অর্থে কেনা পোশাক পরে মাঠে কাজ করতে পারতেন না, আর যদি কেউ পুরনো কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর কেনা পোশাক পরে মাঠে আসতেন তবে তাঁর ওপর নেমে আসত অমানুষিক অত্যাচার।

শীতকালটা ছিল তাদের জন্য খুবই কঠিন সময়। কারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মাঠে কাজ করার সময় শীত নিবারণের জন্য তাদের পর্যাপ্ত শীতের পোশাক অধিকাংশ ক্রীতদাসেরই ছিল না।

'আমেরিকার অর্থনীতির ইতিহাস' বিশেষজ্ঞ ও নোবেল লরেট রবার্ট ফজেলের (Robert Fogel) মতে ক্রীতদাসদের অবস্থা আসলে তখন ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত শ্রমিকদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। বর্তমান আধুনিকতার সাথে তুলনা করলে ক্রীতদাসদের বাসস্থান ও জীবনধারা অনেক নিচুতে ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু ১৯ শতকের প্রথমভাগে শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। তাঁর মতে, ক্রীতদাসরা কোনো একসময়ে মাঠে উৎপাদিত শস্যের ৯০ ভাগই পেত। কিন্তু বর্তমানের ৪২% ইতিহাস ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞই ফজেলের এই অনুপাতের সাথে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করেছেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রীতদাসরা কোনো ধরনের অপরাধ করত না তত দিন তাদেরকে কোনো মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। আলাবামা কোর্টে অপরাধ করার পরই কেবল তাকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। তারা একপ্রকার বস্তু তাই সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য নিয়মনীতি তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ক্রীতদাস ডেনমার্ক ভেসে

ডেনমার্ক ভেসে ছিলেন একজন আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রীতদাস, যিনি আমেরিকাতে ১৮২২ সালের ক্রীতদাস বিদ্রোহ পরিকল্পনার জন্য বিখ্যাত। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ক্যারোলিনার একজন ক্রীতদাস। তিনি নিজেই তাঁর মালিককে অর্থ প্রদান করে মুক্ত হন এবং তারপর বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার কথা কর্তৃপক্ষ জেনে যায় এবং বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পূর্বেই ভেসেসহ অপরাপর নেতৃত্বদানকারী ক্রীতদাসদের দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটন থেকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে ভেসেসহ নেতৃত্বদানকারী ক্রীতদাসরা দোষী স্বাব্যস্ত হন এবং তাঁদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

ডেনমার্ক ভেসে

ডেনমার্ক ভেসের আমেরিকায় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা কোথায় ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে চার্লসটনের ভেসে হাউসকে (Vesey House) ১৯৭৬ সালে এক ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। ভেসের আদি নিবাস কোথায় ছিল তারও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ভেসে আফ্রিকার সেন্ট থমাসে (St. Thomas : বর্তমানে ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ) জন্মগ্রহণ করেন। আবার অনেকে মনে করেন ভেসে পশ্চিম আফ্রিকার মান্ডে (Mande) আদিবাসীদের একজন।

www.nagorikpathagar.org

ডেনমার্ক ভেসে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতেন তৎকালীন ফরাসি কলোনি সেন্ট ডমিনগুয়ে (French Saint-Domingue), যা বর্তমানকালের হাইতি। বারমুডা সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন জোসেফ ভেসে (Joseph Vesey) তাঁকে ক্রীতদাস হিসেবে সেন্ট ডমিনগুয়ের এক কৃষিখামারের মালিকের নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁর এপিলেপসি রোগ থাকার কারণে জোসেফ ভেসে তাকে ফেরত নিতে বাধ্য হন।

ডেনমার্ক ভেসে হাউস (সংস্কারের পর) -৫৬ বুল স্ট্রিট, চার্লসটন , দক্ষিণ ক্যারোলিনা।

অতঃপর ডেনমার্ক, বারমুডাতে জোসেফ ভেসের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে জোসেফ ভেসে অবসর নিয়ে দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটনে বসবাস করা শুরু করেন। জোসেফ ভেসের সাথে ডেনমার্ক চার্লসটনে চলেন আসেন। চার্লসটন ছিল তখন পণ্যবহনকারী জাহাজের একটি অন্যতম বড় হাব।

১৯৭৯ সালের ৯ নভেম্বর ডেনমার্ক ভেসে চার্লসটন শহরের এক লটারিতে ১৫০০ ডলার জিতে যান। এই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর নিজকে মুক্ত করেন এবং চার্লসটনে একজন কাঠের মিস্ত্রি হিসেবে কাজ শুরু করেন। একই সময়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকেও অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। ১৮১৭ সালে ভেসে যৌথভাবে আফ্রিকান মেথডিস্ট

www.nagorikpathagar.org

ইপিসকোপাল চার্চের (African Methodist Episcopal Church) একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ কর্তৃক চার্চ স্থাপনের বিষয়টি শ্বেতাঙ্গরা ভালো চোখে দেখেনি, কারণ তারা ভেবেছিল এর ফলে ক্রীতদাস বিদ্রোহ চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে তাই ১৮১৮ সালে এই চার্চটি বন্ধ করে দেওয়া হয় যদিও দুই বৎসর পর ১৮২০ সালে তা খুলে দেওয়া হয়।

দক্ষিণের ক্রীতদাস মালিকদের নিষ্ঠুরতা

জর্জিয়ার লুইসভিলের পাবলিক স্কয়ারে অবস্থিত ক্রীতদাস মার্কেট

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলেই ছিল অধিকাংশ বড় বড় কৃষিখামারগুলি। সে কৃষিখামারগুলোতে প্রচুরসংখ্যক আফ্রিকান ক্রীতদাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। প্রচুর চাহিদার কারণে দক্ষিণের স্টেটস জর্জিয়ার লুইসভিলে তখন বিশাল এক ক্রীতদাস বাজার গড়ে ওঠে। কৃষিখামারের মালিকদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল ক্রীতদাসদের দিয়ে কত বেশি কাজ করানো যায় আর তার জন্য হেন নিষ্ঠুরতা নেই, যা তাঁরা করতেন না।

ক্রীতদাসদের যে সকল পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হতো তা হলো চাবুক মারা, হাতে হ্যান্ডকাফ কিংবা পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা, হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, প্রহার করা, জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, পুরুষদের খোজা বানিয়ে দেওয়া কিংবা নারী

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসদের খতনা করিয়ে দেওয়া, ব্র্যান্ডিং অর্থাৎ গরম লোহা দিয়ে কোনো চিহ্ন কিংবা অক্ষর দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে স্থায়ী চিহ্ন তৈরি করা, টাট্টু করা, বন্দি করে রাখা ও মৃত্যুদন্ড দেওয়া।

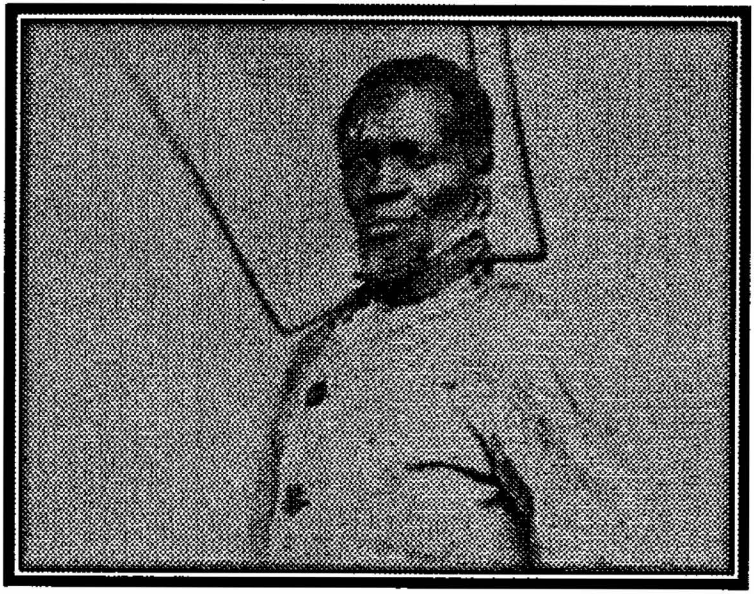

আমেরিকার লুইসিয়ানার মুক্ত ক্রীতদাস উইলসন চিন ক্রীতদাসদের যে জাতীয় যন্ত্র দিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো তা নিজে পরিধান করে এই ছবিটি তোলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ক্রীতদাস মালিকদের বিরুদ্ধে অগ্নি ঝরাতে এই ছবিটি ব্যবহার করা হয়। ছবিটি ১৮৬৩ সালে তোলা

যে কোনো অবাধ্যতার জন্যই শাস্তি দেওয়া হতো তা অপরাধ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্তির মাত্রা হতো অপরাধের তুলনায় বেশি। এর অন্যতম কারণ ছিল এ শাস্তি দেখে অন্য ক্রীতদাসরা যেন ভয় পায়। তা ছাড়া ক্রীতদাসের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল শাস্তি প্রদানের একটি অন্যতম কারণ।

চাবুক, ছুরি, বন্দুক, মাঠে কাজ করার যন্ত্রপাতি কিংবা হাতের কাছে যা পাওয়া যেত তা দিয়েই ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়া হতো। শাস্তি দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো চাবুক। এক ক্রীতদাস শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, "আমি কেবল একটি শাস্তির কথাই জানতাম তা হলো চাবুক দিয়ে পেটানো। তা ছাড়া আমি কোনো শ্বেতাঙ্গ মালিককে আক্রমণ কিংবা হত্যা, অন্য কোনো ক্রীতদাসকে হত্যা অথবা অপর কোনো নিগ্রোর সাথে ক্রীতদাস কোয়ার্টারে মারামারি করার কারণে অনেককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমি তাও জানি।"।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস যারা কৃষিখামারে কাজ করতেন সাধারণত তাঁদেরকে সেখানেই থাকতে হতো তাঁরাই বেশি শাস্তি পেতেন। কৃষিখামারের মালিক কিংবা তাঁর ওভারসিয়ারের একটি রুটিন কার্যক্রম ছিল ক্রীতদাসদের নিয়মিত শাস্তি দেওয়া।

কৃষিখামারের ওভারসিয়ার ব্রাজিলের একজন ক্রীতদাসকে শাস্তি দিচ্ছেন
১৮৩৪ সালের একটি চিত্রকর্ম

কৃষিখামারের মালিক নিজে, তাঁর স্ত্রী সন্তান, সাদা চামড়ার কোনো পুরুষ আত্মীয়, মালিকের ক্রীতদাসদের দেখভাল করার ওভারসিয়ার কিংবা তাঁর ড্রাইভার এরাই শাস্তি প্রয়োগ করতেন। তবে মালিকের ওভারসিয়ার ও ড্রাইভারগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ করতেন। ওভারসিয়ারগণ ক্রীতদাসদেরকে শাস্তি দিতে পারবে– এর অনুমোদন ছিল। এমনি একজন ওভারসিয়ার খামার পরিদর্শনে আসা এক অতিথির নিকট বর্ণনা করেন যে "অনেক নিগ্রো এত বেশি মেজাজি ছিল যে তাঁরা কোনো শ্বেতাঙ্গকে চাবুক মারতে দিতেন না এবং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করতেন। তাই এ ধরনের ক্রীতদাসদের যখন আপনি শাস্তি দেওয়া শুরু করবেন তখন অবশ্যই তাকে মেরে ফেলবেন"। অন্য একজন মুক্ত ক্রীতদাস বর্ণনা করেন যে তিনি অনেক নারী ক্রীতদাসকেই চাবুক দিয়ে শাস্তি প্রদান করতে দেখেছেন।" তারা তখন চিৎকার করে কান্না করত এবং আর না মারার জন্য প্রার্থনা করত। তবে কেউ কেউ ছিল খুব দৃঢ় মেজাজের তারা কোনো শব্দই করত না।"

www.nagorikpathagar.org

ব্রাজিলের আখের খামারে ওভারসিয়ারের কড়া পাহরায় কর্মরত আফ্রিকান ক্রীতদাস। ১৮৬৩ সালের একটি চিত্রকর্ম

গর্ভবতী ক্রীতদাসদের চাবুক মারার আগে মাটিতে একটি গর্ত করা হতো। এই গর্তের ওপর পেট রেখে ক্রীতদাসকে উপুড় হয়ে শুতে হতো এবং তারপর তাকে চাবুক মারা হতো। চাবুক মারার পর অনেক সময়ই ওভারসিয়ার

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসের ক্ষত চিরে সেখানে তারপিন তেল ঢেলে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। আবার অনেক সময় ওভারসিয়ার ইট পাউডারের মত গুঁড়ো করে তার সাথে তৈলজাতীয় পদার্থ ঢেলে পেস্টের মতো তৈরি করে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত ক্রীতদাসের সমস্ত শরীরে মাখিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

ক্রীতদাসদের সাধারণত যে সকল কারণে শাস্তি দেওয়া হতো তা হলো খুব ধীরে ধীরে কাজ করা, ক্রীতদাসের জন্য প্রযোজ্য আইন ভঙ্গ করা (যেমন পালিয়ে যাওয়া), চাষাবাদের খামার থেকে অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া, ওভারসিয়ার কিংবা মালিকের নির্দেশ না মানা, ইত্যাদি। একজন নারী ক্রীতদাস যিনি কয়েকজন বিদ্রোহী পুরুষ ক্রীতদাসকে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন হাডিং (Herding) নামে অপর এক ক্রীতদাস। তিনি বর্ণনা করেন যে, "মহিলাকে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড় করিয়ে তাঁকে চাবুক মারা হয় এবং একই সাথে চাবুকের আঘাতে যে স্থান ফেটে যেত তা ছুড়ি দিয়ে চিড়ে দেওয়া হতো। এভাবে এই মহিলার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শাস্তি দেওয়া হয়"। পুরুষ ও নারী ক্রীতদাসদের পৃথকভাবে শাস্তি দেওয়া হতো তবে পুরুষ ক্রীতদাসদের শিকল পরিয়ে রাখলেও নারীদের ক্ষেত্রে তা করা হতো না, ১৭৮৯ সালের ভার্জিনিয়া কমিটির রিপোর্টে তাই বলা হয়। কলোনি যুগে সকল ক্রীতদাসকেই ব্র্যান্ডিং (Branding) অর্থাৎ ছাপ মারা হলেও ১৯ শতকে এসে কেবলমাত্র শাস্তি দেওয়ার জন্যই ব্র্যান্ডিং করা হতো। কলোনি যুগ হতে শুরু করে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ক্যাস্ট্রাশন (Castration : অকোষসহ কিংবা শুধু পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা), কান কেটে ফেলা খুব বেশি প্রচলিত ছিল। আর পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের শাস্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হতো তাতে সব সময়ই বড় ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হতো আর এই ক্ষতের কারণ ছিল বন্দুকের ছাড়া গুলি, কুকুরের কামড়, ছুড়ির আঘাত ইত্যাদি। ১৭১৭ সালে মেরিল্যান্ড ক্রীতদাসদের বিচারের জন্য জুরি ট্রায়াল নিষিদ্ধ করে এবং কাউন্টি জাজদের ৪০ বার চাবুক মারার ক্ষমতা প্রদান করে। ১৭২৯ সালে কলোনি প্রশাসন আইন প্রনয়ণ করে যে ক্রীতদাসদের ফাঁসি দেওয়া, হাত-পা কিংবা অন্য কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা, ক্রীতদাসকে প্রকাশ্যে চার টুকরা করা হত্যা করা শাস্তি দেওয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

টেক্সাসের বেল কাউন্টিতে ক্রীতদাস কোয়ার্টার। ১৯৩৬ সালে তোলা ছবি

যে সকল ক্রীতদাস সঠিকভাবে কাজ করত না কিংবা ভুল করত তাদেরকে ধাতব তৈরি গোলাকার কলার পরিয়ে রাখা হতো। এই কলারটি ছিল খুবই ভারী এবং অনেক কলারের পাশ দিয়ে লম্বা কাঁটার মতো বের হয়ে থাকত, যা পরিধান করার পর তার দৈনন্দিন কাজ করা খুব কষ্ট হতো এবং শুতে পারত না ফলে সে ঘুমাতেও পারত না।

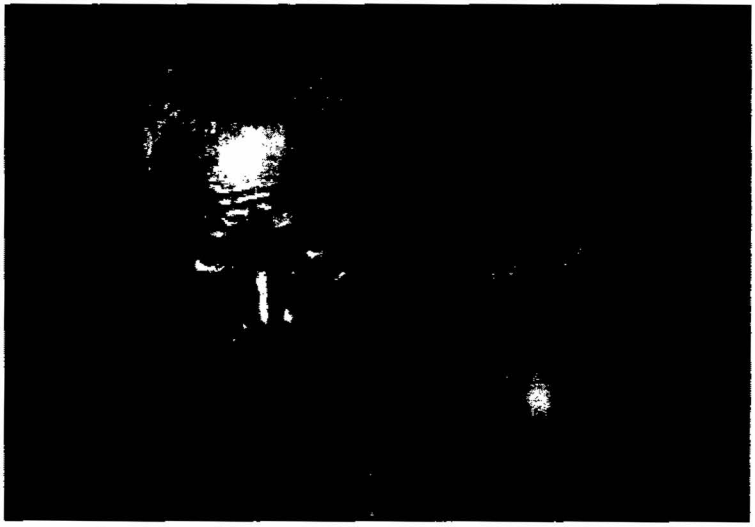

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের শাস্তি। ১৯১১ সালে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির ১৬৩ বৎসর উদ্‌যাপনের সময় আফ্রিকার সাময়িকী Newsletter Africultures এই ছবিটি প্রকাশ করে।

www.nagorikpathagar.org

লুইস কেই নামে একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস এক পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন 'একজন কৃষ্ণাঙ্গ কৃষিখামার থেকে দৌড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেলে তার মালিক তাঁর শিকারি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাকে ধরে আনেন এবং তারপর গরম ইস্ত্রি দিয়ে তাকে ছ্যাকা দিয়ে ব্র্যান্ডিং করানো হয়। তারপর তিনি ঘন্টা লাগানো একটি ফ্রেম তার গলায় পরিয়ে দেন, যা তার কাঁধ পর্যন্ত এসে আটকে থাকত। এই ক্রীতদাসকে প্রায় এক বৎসর এভাবেই শাস্তি পেতে হয়েছিল। একই বৎসর ক্রিসমাসের সময় মালিক তার এই ফ্রেম পরা থেকে মুক্তি দেন, যা ছিল ক্রীতদাসের প্রতি ক্রিসমাসের উপহার।'

ক্রীতদাসদের জন্য প্রযোজ্য আইন : ল কোড

স্লেভ কোড (Slave codes) হলো আমেরিকাতে ক্রীতদাসদের জন্য প্রযোজ্য আইন। এই আইনে ক্রীতদাসরা কোনো অবস্থানে থাকবে এবং মালিকের নিকট হতে কী কী অধিকার ভোগ করতে পারবে এবং মালিকরা কীভাবে ক্রীতদাসদের নিয়ন্ত্রণ করবে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, আমেরিকার মতো দেশে কালো চামড়ার ক্রীতদাসদের ওপর মালিকের সকল ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ১৬৮৮ সালের বারবাডোজ প্রচলিত ইংরেজি ক্রীতদাস কোড অনুসারে ১৭১২ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে আমেরিকান ক্রীতদাস কোড প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় প্রতিষ্ঠিত এই কোড উত্তর আমেরিকার কলোনির ক্রীতদাসদের জন্য একটি মডেল কোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৭৭০ সালে জর্জিয়া এই কোড গ্রহণ করে এবং তারপর ফ্লোরিডাও জর্জিয়ার কোডকে নিজেদের ক্রীতদাসের জন্য গ্রহণ করে।

১৭১২ সালের দক্ষিণ ক্যারোলিনার এই ক্রীতদাস কোড নিম্নরূপ ছিল :

- ক্রীতদাসরা মালিকের সম্পত্তি সীমানার বাইরে কোনো সাদা চামড়ার মানুষের সঙ্গে ছাড়া একা বাইরে যেতে পারবে না তবে মালিকের অনুমতি থাকলে যেতে পারবে। যদি কোনো ক্রীতদাস সম্পত্তি সীমানার বাইরে মালিকের অনুমতি ছাড়া যায় তবে যে কোনো সাদা চামড়ার মানুষ তাকে সাবধান করাসহ যে কোনো শাস্তি প্রদান করতে পারবে।
- কোনো ক্রীতদাস যদি পালিয়ে যায় কিংবা আমেরিকান কলোনী (পরবর্তীতে প্রদেশ) ত্যাগ করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ।

www.nagorikpathagar.org

- কোনো ক্রীতদাস যদি ২০ দিন পালিয়ে থাকে তবে প্রথমবার অপরাধের জন্য তাকে জনসম্মুখে চাবুক মারা হবে। দ্বিতীয়বার এ অপরাধের জন্য তার ডান গালে "R" ছাপ মারা হবে (লোহা দিয়ে তৈরি "R" অক্ষরকে গরম করে গালে সিল মারা)। ক্রীতদাস যদি ৩০ দিন পালিয়ে থাকে তবে তৃতীয় অপরাধের জন্য তার ১টি কান কেটে ফেলা হবে। যদি চতুর্থবার অপরাধ করে তবে তাকে খোজা (Castrated) করে দেওয়া হবে।
- ক্রীতদাসদের মালিকদেরও এই কোড মেনে চলতে হবে। যারা এই কোড অমান্য করাবে তাদেরকে জরিমানা কিংবা ক্রীতদাস বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- প্রতি দুই সপ্তাহ পরপর ক্রীতদাসদের বাসস্থান পরীক্ষা করা হবে কোনো অস্ত্র কিংবা কোনো চুরি করা কোনো বস্তু পাওয়া যায় কি না তার জন্য। আর পাওয়া গেলে অপরাধের ধরনের ওপর নির্ভর করে তার কান কেটে ফেলা, সিল মারা এবং চতুর্থ অপরাধের জন্য নাক কেটে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।
- কোনো ক্রীতদাস কাজ করার জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাবে না, শস্য, ডাল কিংবা চাল, নিজস্ব শূকর পালন করা, গরু, ছাগল কিংবা ঘোড়ার মালিক হতে পারবে না। তার নিজস্ব কোনো নৌকা থাকতে পারবে না, কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না, এবং নিগ্রো-কাপড় (Negro cloth) ব্যতীত অন্য কোনো পোশাকও পরিধান করতে পারবে না।

  ১৭৩৯ সালে অ্যামেন্ডমেন্ট (Amendments)-এর মাধ্যমে ক্রীতদাস কোডে কিছু পরিবর্তন আনা হয়
- কোনো ক্রীতদাসকেই লেখা শেখানো যাবে না এবং রবিবারে কোনো কাজ করানো যাবে না, কিংবা গ্রীষ্মকালে ১৫ ঘণ্টা ও শীতকালে ১৪ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না।
- উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো ক্রীতদাসকে হত্যা করলে ৭০০ পাউন্ড জরিমানা হবে এবং উত্তেজিত হয়ে হত্যা করলে ৩৫০ পাউন্ড জরিমানা হবে।
- পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের জরিমানা হবে ১,০০০ ডলার এবং সর্বোচ্চ ১ বৎসরের কারাদণ্ড।

www.nagorikpathagar.org

- কোনো ক্রীতদাস কিংবা কোনো ফ্রিম্যানকে কেরানি হিসেবে নিয়োগ দিলে নিয়োগকর্তার ১০০ ডলার জরিমানা এবং ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে।
- কোনো ক্রীতদাসের কাছে মদ বা মদজাতীয় কোনো পানীয় বিক্রয় করলে ১০০ ডলার জরিমানার পাশাপাশি ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।
- কোনো ক্রীতদাসকে লেখাপড়া শেখালে তার জরিমানা হবে ১০০ ডলার এবং ৬ মাসের কারাদণ্ড, আর ক্রীতদাসদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এ-জাতীয় কোনো লিফলেট কিংবা কাগজ সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড ।
- চুক্তিপত্র ছাড়া কোনো ক্রীতদাসকে মুক্ত ঘোষণা করা যাবে না (জর্জিয়াতে কোর্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হতো)।

দেলাওয়ার, মেরিল্যান্ড, উত্তর ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার তামাক কলোনিতে ১৬৬৭ সালে ক্রীতদাসদের জন্য বিশেষ কোড তৈরি হয়, যা ভার্জিনিয়া কোড নামে পরিচিত। ১৬৬৭ সালের কোডকে সংশোধন করে ১৬৮২ সালে নতুন ভার্জিনিয়া কোড তৈরি করা হয় যা ছিল তা নিম্নরূপ।

- ক্রীতদাসরা কোনো ধরনের অস্ত্রের মালিক বা নিজ হেফাজতে রাখতে পারবে না।
- ক্রীতদাসরা কোনোভাবেই তাদের মালিকের অনুমতি ছাড়া কৃষিখামার ত্যাগ করতে পারবে না।
- ক্রীতদাসরা কখনোই কোনো সাদা চামড়ার মানুষকে আক্রমণ করতে পারবেন না এমনকি আক্রমণের হাত থেকে নিজকে প্রতিহতও করতে পারবে না।
- পালিয়ে যাওয়া কোনো ক্রীতদাস যদি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে তবে সে ক্ষেত্রে তাকে কোনো জরিমানা ছাড়াই হত্যা করা যাবে।

১৮১১ সালে আর্থার উইলিয়াম হজ (Arthur William Hodge) নামে জনৈক সাদা চামড়ার ক্রীতদাসের মালিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কারণ তিনি ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিজ হাতে এক ক্রীতদাসকে হত্যা করেছিলেন। যদিও অনেকেই মনে করেন ক্রীতদাস হত্যার জন্য উইলিয়াম হজের পূর্বে আরো অনেকেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলোর সঠিক তথ্য রাখা হয়নি। এই জাতীয় মৃত্যুদণ্ডের অন্তত দুটি তথ্য রয়েছে। ২৩ নভেম্বর ১৭৩৯ সালে

www.nagorikpathagar.org

ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গে (Williamsburg) চার্লস কুইন (Charles Quin) ও ডেভিড হোয়াইট (David White) নামে দুজন সাদা চামড়ার আমেরিকানকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই শাস্তির কারণ ছিল এই দুজন ভার্জিনিয়াতে বসবাসরত অপর এক শ্বেতাঙ্গ একজন আমেরিকানের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসকে হত্যা করা। ভার্জিনিয়া গেজেট থেকে জানা যায়, ২১ এপ্রিল ১৭৭৫ সালে উইলিয়াম পিটম্যান (William Pitman) নামে জনৈক সাদা চামড়ার ক্রীতদাসকে তার নিজের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হত্যার দায়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

বিচ্ছিন্ন ঘটনায় দু-একজনের শাস্তি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রীতদাসদের বিচার হতো অত্যন্ত দায়সারা গোছের।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসদের সাথে যৌন সম্পর্ক

ক্রীতদাসের মালিকরা তাঁর ক্রীতদাসের সাথে যৌনমিলন ও তাকে গর্ভধারণে বাধ্য করতে পারেন আর প্রতিবাদী ক্রীতদাসকে প্রহার করা তো ছিল অতিসাধারণ ঘটনা। ক্রীতদাস যুগে আমেরিকাতে এ-জাতীয় সকল কাজের আইনি বৈধতা ছিল।

আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার সাথে জড়িয়ে আছে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি, যা কখনোই সীমিত আকারে ছিল না বরং তার বিস্তৃতি ছিল বিশাল। অনেক ক্রীতদাসই এ-জাতীয় যৌন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে হত্যার শিকার হয়েছে আর যারা বেঁচেছিল তারা সবাই বহন করেছে আমৃত্যু মানসিক ও শারীরিক ক্ষত। আসলে সে আমলে ধর্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র অর্থনৈতিকভাবে লাভবান ও কালো চামড়ার মানুষের ওপর সাদা চামড়ার মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য।

ব্রিটিশ কলোনিতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান সে আইনের সুবিধা নিতে পারতেন না। ইন্ডিয়ান, কৃষ্ণাঙ্গ ও তাদের

www.nagorikpathagar.org

সন্তানরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে এই আইনের আশ্রয় নিতে পারতেন না, এই আইন ছিল কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্য। যদি কোনো ক্রীতদাস তার শ্বেতাঙ্গ মালিকের যৌনকামনায় সাড়া না দিতেন তবে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হতো এবং এ কাজে মালিকের সাথে মালিকের স্ত্রীও উৎসাহ নিয়ে ক্রীতদাসদের শাস্তি প্রদান করতেন। কোনো শ্বেতাঙ্গের সাথে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ানদের যে কোনো ধরনের লিয়াজো নিষিদ্ধ ছিল। শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ঔরশে কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের গর্ভে জন্মানো কন্যাসন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই দেখতে খুব আকর্ষণীয় হতেন। আর এই মিশ্র রঙের নারী ক্রীতদাসদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের আকর্ষণও ছিল খুব তীব্র। এই মিশ্র রঙের কোনো ক্রীতদাসীর সাথে যদি কোনো শ্বেতাঙ্গের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যেত তবে তাকে পেতে হতো সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি যদিও বা সম্পর্কটি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নিজেই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৈরি করেছেন। এই মিশ্র রঙের ক্রীতদাসীদের বলা হতো সম্মোহনী নারী। গর্ভবতী হওয়াই ছিল এ জাতীয় সম্পর্কের শেষ প্রমাণ। আর এই সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করত তখন তাকে মায়ের পদবি গ্রহণ করতে হতো এবং সেও হয়ে যেত তার মায়ের মালিকের ক্রীতদাস। আর এভাবেই এ জাতীয় অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে সবদিক দিয়েই লাভবান হতেন শ্বেতাঙ্গ মালিক।

ব্রিটিশ আইনে সন্তানরা তার পিতার পরিচয়ে পরিচিত হবে এবং পিতার নাম গ্রহণ করবে এটাই নিয়ম। কিন্তু কলোনির শ্বেতাঙ্গরা এই নিয়মের পরিবর্তন আনে শুধুমাত্র নিজেদের সম্পদ আরো বৃদ্ধি করার জন্য। একজন শ্বেতাঙ্গ কিছু অর্থ খরচ করে একজন ক্রীতদাসী ক্রয় করে তাকে দিয়ে শ্রম দেওয়াতে পারে এবং তার সাথে যৌন মিলন করে তাকে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করে। এভাবেই কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা ক্রীতদাসীর পাশাপাশি যৌনদাসীতে পরিণত হয়, যার কাজ কেবল মালিকের জমিতে কাজ করা এবং মালিকের সাথে যৌন মিলন করা। আর সন্তান জন্ম নেওয়ার পর মালিকের ক্রীতদাসের সংখ্যা আরেকটি বৃদ্ধি পায়। সবদিক দিয়েই মালিকের লাভ।

আফ্রিকান-আমেরিকান লেখিকা হেরিয়েট এন জ্যাকবস (Harriet Ann Jacobs : ১৮১৩-১৮৯৭) ছিলেন মূলত একজন ক্রীতদাস, যিনি পালিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলেন যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর একটি মাত্র বই Incidents in the Life of a Slave Girl ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু বইটি তিনি তাঁর ছদ্মনাম লিন্ডা ব্রেন্ট (Linda Brent) নাম ব্যবহার করেন। এই বইটিই ছিল কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস নারীর ক্রীতদাস জীবনের কাহিনী, যিনি মুক্তির জন্য মরিয়া ছিলেন। এই বইটিতে কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতেন তা অকপটে বর্ণনা করেছেন। হেরিয়েট পালিয়ে গিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হেরিয়েট জ্যাকব বর্ণনা করেন যে, "আমার মালিক আমার সাথে যৌন মিলন করতে সব সময়ই উদগ্রীব থাকতেন। এ কারণে মালিকের স্ত্রী তাকে খুবই হিংসা করতেন সেই সাথে এবং ক্রোধের আক্রোশ মিটাতেন আমার ওপর। তিনি সব সময়ই আমাকেই দোষারোপ করতেন এবং বলতেন আমি কেন স্বামীর নিকট থেকে আমাকে নিরাপদে রাখতে পারছি না। এটি আমারই ব্যর্থতা।"

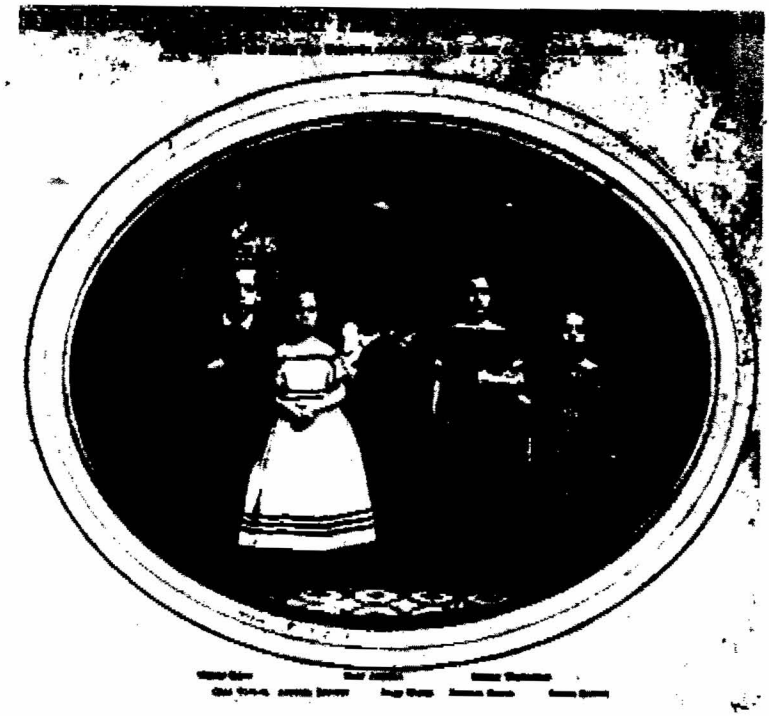

মুক্তি পাওয়া লুইসিয়ানার ক্রীতদাস পরিবার। একই মায়ের গর্ভে জন্মানো সাদা ও কালো চামড়ার সন্তান। ১৮৬৩ সালের একটি ছবি

ক্রীতদাসদের কোয়ার্টার সব সময়ই ছিল মালিকের বাড়ি থেকে বেশ দূরে। আর এ দূরে থাকার কারণে তারা সব সময়ই মালিক কিংবা ওভারসিয়ারের যৌন নির্যাতনের শিকার হতেন। ক্রীতদাসদেরকে দূরে বিচ্ছিন্ন রাখার কারণেই নারী ক্রীতাদসরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতেন বেশি।

আমেরিকার দক্ষিণের স্টেটগুলোতে ধর্ষণের শাস্তির দ্বৈত নিয়ম ছিল। যদি কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ধর্ষণ করত তবে তার শাস্তি ছিল ক্যাস্ট্রাশন (Castration)

www.nagorikpathagar.org

থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। অপরদিকে যদি কোনো শ্বেতাঙ্গ কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে ক্রীতদাসকে ধর্ষণ করতেন তবে তাঁর জন্য কোনো শাস্তিই প্রযোজ্য ছিল না।

চাবুকের আঘাতে জর্জরিত ভার্জিনিয়ার এক ক্রীতদাসী।
১৯ শতকের প্রথম দিকের একটি চিত্রকর্ম

যৌন নির্যাতন কেবল নারী ক্রীতদাসদের উপরই হতো তা নয়, পুরুষরাও যৌন নির্যাতনের শিকার হতো। পুরুষদেরকেও নানা প্রকার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হতেন। তা ছাড়া মালিকপক্ষের অনেক

www.nagorikpathagar.org

নারীই পুরুষ ক্রীতদাসদের তাঁর সাথে যৌনমিলনে বাধ্য করতেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন শ্বেতাঙ্গ মালিক কর্তৃক পুরুষ ক্রীতদাসের ওপর যৌন নির্যাতনের বিষয়টি খুব একটা আলোচনায় না আসার কারণ নারী ক্রীতদাসদের ন্যায় পুরুষ ক্রীতদাসদের মিশ্র রঙের সন্তান জন্ম দিতে পারতেন না। আবার অনেক সময় মালিক ও মালিকের স্ত্রী উভয়েরই যৌন লালসার শিকার হতেন পুরুষ বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ক্রীতদাসগণ। আমেরিকার বর্ণনবাদবিরোধী নেত্রী এঞ্জেলা ডেভিস (Angela Davis) বর্ণনা করেন যে "ক্রীতদাসদের ধর্ষণ করা অনেকটা মধ্যযুগীয় ফরাসি রীতি Droit du seigneur-এর মত ছিল যেখানে লর্ড তাঁর অর্ধীনস্থ যে কোনো নারীর সাথেই যৌন মিলন করতে পারতেন। আর মালিকরা ইচ্ছা করেই এ কর্মটি করতেন নিজে আনন্দ পেতে ও নারীর 'স্বপ্রেরণা' চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে পশু শ্রেণিতে নামিয়ে আনতে।"

আমেরিকাতে বিশেষ করে দক্ষিণের স্টেটগুলোতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সকল নারী কি কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা শ্বেতাঙ্গ সবাইকেই সম্পত্তির মতো গণ্য করা হতো। বিশেষ করে দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গ নারীদের সব সময়ই পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের নির্দেশমতো নারীদের চলতে হতো আর কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনটাই প্রতারণার মধ্যে ছিল। দক্ষিণে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে কালো পুরুষের সাথে শ্বেতাঙ্গ নারীর সম্পর্ক নিষিদ্ধ থাকলেও পুরুষের জন্য তা ছিল উন্মুক্ত। আর এর ফলে জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার মিশ্রবর্ণের সন্তান যাদেরকে মুলাট্টু (Mulatto) বলা হতো। অসংখ্য কালো নারী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন আর এ সকল নারীদেরকে তাদের পরিবারও রক্ষা করতে পারত না কারণ তার পরিবারও ছিল ক্রীতদাস। একটা সময়ে মিশ্রবর্ণের নারীরাই হয়ে উঠেন শ্বেতাঙ্গদের কামনার বড় শিকার। ক্রীতদাস মালিকের সম্পত্তি তিনি ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারেন, এটিই ছিল আইন।

ক্রীতদাস নারীদের মালিকের যৌন কামনায় নিয়মিত সাড়া দিতে হতো। আরা যারা সাড়া দিত না কিংবা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করত তাদের ওপর নেমে আসত অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন। ফলে একটা সময় বাধ্য হয়েই ক্রীতদাস নারীকে তার মালিকের সাথে যৌনমিলন করতে হতো। এভাবেই অসংখ্য ক্রীতদাস হয়েছেন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের কঙ্কুবাইন। আবার অনেক ক্রীতদাস মালিকরা তার কোনো পছন্দসই ক্রীতদাসকে বিয়েও করত। এর ফলে সৃষ্টি হতো আরেক ঝামেলা– বাড়ির গৃহকর্ত্রী ও ক্রীতাদাস স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই গৃহকর্ত্রী এই সম্পর্ক মেনে নিতেন না। এ জাতীয় সম্পর্কের

www.nagorikpathagar.org

ফলে মিশ্রবর্ণের সন্তান জন্ম নিত। এই সন্তানরা তার পিতা মুক্ত না করা পর্যন্ত কোনোদিনই মুক্ত হতেন না। এই সন্তানরা সব সময়ই গৃহকর্ত্রীর চক্ষুশূল ছিল এবং সব সময়ই তার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে করিয়ে দিত।

গৃহকর্তার যৌনকামনায় সাড়া দিয়ে নারী ক্রীতদাসরা গৃহকর্ত্রীর অত্যাচারর কেমন শিকার হতেন তা বর্ণনা করেছেন আমেরিকার ক্রীতদাসবিরোধী আন্দোলেনকর্মী ও লেখক স্ট্যানলি ফেল্‌স্টি (Stanley Felstei)। স্ট্যানলি তাঁর Once a Slave: The Slaves' View of Slavery গ্রন্থে বর্ণনা করেন '...মারিয়া ছিল ১৩ বৎসরের এক ক্রীতদাস কিশোরি। একদিন গৃহকর্ত্রীর ডাকে সাড়া না দিলে গৃহকর্ত্রী তাকে খুঁজতে বের হন। মারিয়াকে খুঁজতে গিয়ে তিনি বাড়ির অর্ভ্যথনা কক্ষের দরজা খুলেই দেখতে পান তাঁর স্বামী মারিয়ার সাথে যৌনমিলন করছেন। স্ত্রীকে দেখামাত্রই স্বামীটি লাফ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ে কোনো প্রকারে পালিয়ে বাঁচেন। নিজে পালিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচলেও তিনি জানতেন এখন এর সকল খেসারত দিতে হবে এই বালিকাকে। তাঁর স্ত্রী মারিয়াকে প্রচণ্ড প্রহার করে তাকে মাছ-মাংস শুকানোর ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখেন। পরবর্তী দুই সপ্তাহ গৃহকর্ত্রী যখনই মনে করতেন তখনই তাকে চাবুক পেটা করতেন। বাড়ির কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি মারিয়ার পক্ষে এগিয়ে এসে গৃহকর্ত্রীকে বলেন এতে মারিয়ার চেয়ে দোষ তো বেশি তাঁর স্বামীর। মারিয়াকে একতরফা অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু গৃহকর্ত্রী উত্তর দেন : সে ভবিষ্যতে এই বিষয়টি বুঝতে পারবে এবং আর কখনোই এ-জাতীয় আচরণ করবে না, যদিও সে অজ্ঞতার কারণেই কাজটি করেছিল। গৃহকর্ত্রী তাঁর স্বামীকে অভিযুক্ত না করে শাস্তি দিয়েছেন এই কিশোরী ক্রীতদাসীকে। গৃহকর্ত্রী নিঃসন্দেহে স্বামীর আচরণে খুবই হতাশ ছিলেন আর সে আক্রোশ মিটিয়েছেন কিশোরীর ওপর।

আসলে তখন দক্ষিণের স্টেটগুলোতে সব নারীরাই ছিলেন অসহায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব সহজ ছিল না, পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে তা যত সহজ ছিল নারীর জন্য ততটা ছিল না। আর এ কারণেই কিশোরী ক্রীতদাসীরা গৃহকর্ত্রী ও স্বামীর অন্যায়ের মাসুল দিয়েছেন যুগ যুগ ধরে।

মালিক-ক্রীতদাসীর যৌন সম্পর্কে ক্রীতদাসীর স্বামীর তেমন নিয়ন্ত্রণই ছিল না। আসল স্বামীর সাথে দাম্পত্য বন্ধন থাকলেও মালিকের ইচ্ছার নিকট সব সময়ই পরাস্ত হতেন ক্রীতদাস স্বামী। মালিকের যৌন কামনায় সাড়া না দিলে স্ত্রীসহ তার ওপর যেকোনো সময়ে নেমে আসত শাস্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিকের জোরপূর্বক অনৈতিক সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরে মালিকের

www.nagorikpathagar.org

ওপর আক্রমণ করেছেন অনেক ক্রীতদাস আর যার পরিণাম হতো ভয়ঙ্কর শাস্তি এমনকি মৃত্যু।

জোসিয়াহ হেনসন ছিলেন (Josiah Henson) আমেরিকার প্রথমজীবনে ক্রীতদাস ও পরবর্তিতে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণের একজন সক্রিয় কর্মী, যিনি ওনটারিয়োতে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের আইনি ও শ্রমবিষয়ক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি স্কুল খুলেছিলেন। জোসিয়াহর সংগ্রামী জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থ Uncle Tom's Story of His Life: An Autobiography of the Rev. Josiah Henson এ জোসিয়াহ বর্ণনা করেন"

"...আমি চালর্স কাউন্টির এক কৃষিখামারে ১৭৮৯ সালের ১৫ জুন জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পোর্ট ট্যোবাকো হতে এক মাইল দূরবর্তী এই কৃষিখামারের মালিক ছিলেন মি. ফ্রান্সিস। আমার মা ছিলেন ডাক্তার জোসিয়া ম্যাকফারসনের একজন ক্রীতদাস কিন্তু তিনি তাকে মি. নিউম্যানের নিকট ভাড়া দেন; তার কারণও ছিল। কারণ আমার বাবা ছিলেন মি. নিউম্যানের একজন ক্রীতদাস। বাবার ক্রীতদাস জীবনের ভয়ঙ্কর একটি স্মৃতি আজও আমার মনে আছে যদিও তখন আমি অনেক ছোট। আমার মা তখন নিউম্যানের খামারে কর্মরত। একদিন আমার পিতা মাথায় প্রচণ্ড আঘাত ও রক্তাক্ত পিঠ নিয়ে খামারে ফিরে এলেন। তখনও তার পাশে ছিলেন ক্রোধে উত্তেজিত ও মারাত্মক বিরক্ত মি. নিউম্যান। আমি তখন চারপাশের অপরাপর ক্রীতদাসদের মুখ থেকে যা শুনছিলাম তার অনেকটাই বুঝতে পারিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি যখন বড় হতে শুরু করলাম তখন বুঝে ছিলাম যে আমার মায়ের সাথে নিউম্যান তার পশুবৃত্তি নিবারণ করতে চেয়েছিল।

ওভারসিয়ার আমার মায়ের কর্মক্ষেত্র থেকে হঠাৎ করেই তাকে সরিয়ে দিয়ে তাকে দূরের নির্জন এক মাঠে কাজ করতে পাঠায়। সেখানে আমার মায়ের সাথে সে যৌনমিলন করতে উদ্যত হলে আমার মা তাকে বাধা দেন এবং চিৎকার শুরু করেন। অনেক দূরে হলেও আমার মায়ের চিৎকার আমার বাবার কানে আসে। তিনি গিয়ে দেখতে পান নিউম্যানের সাথে আমার মায়ের ধস্তাধস্তি চলছে। কালবিলম্ব না করে আমার বাবা নিউম্যানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে কৃষিখামারের ওভারসিয়ার এসে হাজির হন। তিনি আমার বাবাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন এবং সাথে সাথেই নিউম্যান আমার বাবার ওপর ক্রোধের ঝাল মেটান চাবুক দিয়ে পিটিয়ে। হয়তো তিনি আমার মায়ের এ আচরণের কারণে আমার বাবাকে মেরেই ফেলতেন। ওভারসিয়ারের হস্তক্ষেপে হয়তো তিনি বেঁচে যান। তবে এর শর্ত

www.nagorikpathagar.org

ছিল এ ঘটনা কাউকেই বলা যাবে না। আমার বাবা ও মা উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন ক্রীতদাস। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেও তাঁদের উপায় ছিল না কারণ তাহলে কোনো একজনকে কিংবা উভয়কেই হয়তো মারা যেতে হতো।"

আমেরিকার দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের সময়ে ক্রীতদাসীদের যৌন নির্যাতন করা ছিল খুবই সাধারণ বিষয়

মি. উইলিয়াম যখন আমাকে বলত যে আমার জন্য সে কিছু কিনে এনেছে তখনই আমি বুঝতাম আমাকে এখন তার শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে। রাজী না হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথই খোলা নেই এবং এভাবেই আমাকে শেষ হয়ে যেতে হবে। আর এই অন্যায় কাজটির জন্য সব সময়ই আমাকে বিবেকের দংশনে ভুগতে হতো। আমি মনেপ্রাণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন করতাম আমি যেন মরে যাই আর তাতে যেন আমার ধর্ম রক্ষা পায়।

সে অসুস্থ হওয়ার আগে আমার মধ্যে এই অনুভূতিগুলো খুব মারাত্মকভাবে কাজ করত। সে অসুস্থ হওয়ার কয়েকদিন আগে আমাকে বলল, আমি যদি তার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমি নিউ ইয়র্কে যাব না, তাহলে সে আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মুক্তি দেবে। (নিউ ইয়র্কে তখন ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলন তুঙ্গে) এর এক মাসের মধ্যেই

www.nagorikpathagar.org

উইলিয়াম মারা যায়। তার মৃত্যুতে আমি বিন্দু পরিমাণ দুঃখ পাইনি বরং আমি খুশীই হয়েছিলাম। আমি এখন মুক্ত, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।"

অধিকাংশ ক্রীতদাস মালিকই তাঁদের ক্রীতদাসদের যৌন নির্যাতন করতেন যদিও অনেকে বলেন যে ক্রীতদাসদের সাথে যৌনমিলন সম্মতির ভিত্তিতেই হতো। এই সম্মতি নিয়ে রয়েছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তা হলো তা কি আসলেই সত্য সম্মতি কি না। কারণ ক্রীতদাস হিসেবে তার যেখানে কোনো অধিকারই ছিল না সেখানে পছন্দের বিষয়টি তো খুবই গৌণ। সত্যি হলো ক্রীতদাসকে তার মালিকের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। যদিও মালিক কর্তৃক গর্ভবতী হওয়া ছিল ক্রীতদাসীর জন্য একটি কঠিন শাস্তি কারণ তার সন্তানও তার মতো ক্রীতদাস হবে।

১৯৩৭ সালে ম্যারিল্যান্ডের একজন মুক্ত ক্রীতদাস রিচার্ড ম্যাক বর্ণনা করেন, "...অনেক মানুষের সমাগম হয় এ রকম একটি স্থানে একটি কালো মায়ের গর্ভে জন্মানো সাদা চামড়ার কিশোরীকে বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছে। কিশোরীটির শারীরিক গঠন ছিল খুবই আকর্ষণীয় এবং তার চেহারাও ছিল বেশ সুন্দর। মেয়েটি ছিল খুবই দৃঢ়চেতা এবং এহেন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বদ্ধপরিকর। রাত্রিবেলা ব্যবসায়ী মেয়েটিকে তার রুমে নিয়ে যায় তার পশুবৃত্তি কামনা মেটানোর জন্য। মেয়েটি কোনো কিছু বোঝার আগেই ব্যবসায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মেয়েটি তার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং এক সময় হাতের কাছে ব্যবসায়ীর ছুড়িটি পেয়ে তা দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কেটে তাকে খোজা বানিয়ে দেয়। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের পর পরদিন ক্রীতদাস ব্যবসায়ীটি মারা যায়। ক্রীতদাসের খানসামা এই সংবাদ পেয়ে সেখানে পুলিশ প্রেরণ করে এবং ম্যারিল্যান্ডের চার্লস কাউন্টি থেকে মেয়েটিকে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে অবশ্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়..."।

মেয়েটির সৌন্দর্যই তার জন্য কাল হয়েছিল, এই মেয়েটি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় কিন্তু তার মতো অসংখ্য মেয়ে মালিকের যৌনকামনায় সাড়া দিতে হয়েছিল আর এর ফলে কেউ হয়েছিল গর্ভবতী কিংবা কেউ বাদবাকি জীবন ঘৃণা নিয়েই বেঁচেছিল। আবার মালিকের যৌনমিলনে সাড়া না দেওয়ার কারণে অনেক ক্রীতদাস নারীকে জীবনও দিতে হয়েছিল।

অপর এক প্রাক্তন ক্রীতদাস বেঞ্জামিন ড্রিউ (Benjamin Drew) বর্ণনা করেন যে, ক্রীতদাস মালিকরা তখন আইনত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ এমন মেয়েদের সাথেও যৌন মিলন করতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন– ক্রীতদাসীর কন্যা যে হয়তো বা তারই ঔরশজাত তার সাথেও যৌনমিলন

www.nagorikpathagar.org

করতেন। বেঞ্জামিন আরো বর্ণনা করেন যে, "আমি একজন মানুষকে চিনতাম যে মিশ্রবর্ণের এক ক্রীতদাসী নিয়ে থাকতেন এবং তাঁদের ৬টি সন্তান ছিল। একদিন কোনো কারণে তাঁর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হলে সে তার বড় কন্যাটি রেখে বাদবাকি পাঁচ সন্তানকে বিক্রয় করে দেয়। তারপর সে তার বড় মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এক সময় মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তখন সে মেয়েটির মাকেও অপর একজনের নিকট বিক্রয় করে দেয়।"

১৬৬২ সালের আইনে ক্রীতদাসর সন্তানরা মায়ের স্ট্যাটাস পেত পিতার পরিচয় দিতে পারত না। ১৮২৪ সালে এসে এই আইন ইংলিশ কমন আইন থেকে বিদায় নিতে থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বিভিন্ন প্রদেশে এই আইন বিদায় নিতে থাকে ১৮২৪ সালে মিসিসিপি আইন পরিবর্তন করে। Partus Sequitur Ventrem আইন বিদায় নিলে ক্রীতদাসরা পিতার স্ট্যাটাস পায়। অনেক পিতাই তাঁদের সন্তানদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেন আবার অনেকে করেননি। কিন্তু বাস্তবে ১৯ শতকেও আমেরিকাতে প্রচুর মিশ্র জাতির ক্রীতদাস ছিল।

লেখক হেরিয়েট জ্যাকব (Harriet Jacobs) পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুক্ত হয়েছেন এমনি একজন ক্রীতদাস কন্যার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে, যেখানে তিনি বর্ণনা করেন "আমি আমার অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির আলোকে বলতে চাই ক্রীতদাস প্রথা ছিল সাদা চামড়া ও কালো চামড়া উভয়ের জন্যই অভিশাপ। ক্রীতদাস প্রথা শ্বেতাঙ্গদের নিষ্ঠুর অত্যাচারী এবং তাদের পুত্রদেরকে বদমেজাজি ও লম্পট ও তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের জীবনকে বানিয়েছিল দুঃসহ। আর এই চামড়ার পার্থক্যের কারণে মানুষের যে যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এবং তারা যেভাবে অবহেলিত হয়েছিল তা বর্ণনার জন্য আমার চেয়েও শক্তিশালী কোনো কলমের দরকার।"

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রজনন

জোরপূর্বক ক্রীতদাস প্রজনন

ক্রীতদাস প্রজনন (Slave Breeding) হলো মালিকের ইচ্ছায় ক্রীতদাসদের বেশি বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া, যার ফলে মালিকরাই বেশি লাভবান হতেন। আর এ প্রজননের জন্য মালিক পুরুষ ও নারী ক্রীতদাসদের বেশি সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহ দিতেন এবং অনেক সময় তাদেরকে নিজের স্বামী কিংবা অপর কোনো ক্রীতদাসের সাথে যৌনমিলনে বাধ্য করতেন। মালিকরা নিজেরাও ক্রীতদাসের সঙ্গে যৌনমিলন করতেন এবং এ সকল কাজের শেষ পরিণতি ছিল অধিক সন্তান জন্ম দেওয়া যদিও মালিকের ঔরশে জন্ম নেওয়া সন্তান পিতার স্ট্যাটাস পেতেন না। যে সকল ক্রীতদাস বেশি সন্তান জন্ম দিতে পারত তারা মালিকের বিশেষ অনুগ্রহ ও আনুকূল্য লাভ করত। ১৮০৮ সালে ফেডারেল কোর্ট নতুন ক্রীতদাস আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় তুলা চাষকারী মালিকরা তাঁদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ক্রীতদাসদের দিয়ে অধিক সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ মনে করেন যে কোর্টের এই নিষেধাজ্ঞাও জোরপূর্বক ক্রীতদাস প্রজননকে অনেকটাই উৎসাহিত করে।

ফ্রেডরিক ডগলাস

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রজনন এবং ক্রীতদাসদের ওপর যৌন নির্যাতন ও প্রতারণা কৃষ্ণাঙ্গদের পারিবারিক অবকাঠামোই ধ্বংস করছিল এ বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও গবেষকরা একমত হলেও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ রবার্ট ফজেল (Robert Fogel) এর সাথে একমত ছিলেন না। ১৯৭০-এর দশকে তাঁর এ বিতর্কিত গবেষণার সমর্থনে তিনি যুক্তি দেখান যে তখন পরিবারে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনতেই ক্রীতদাস পরিবারগুলো অধিক সন্তানে উৎসাহী ছিল এবং মালিকরা ক্রীতদাস পরিবারে স্থিতিশীলতা আনার জন্যই অধিক সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহ দিতেন। ফজেল ক্রীতদাসদের অন্যত্র বিক্রয় প্রসঙ্গে বলেন, মালিকরা যখন বিক্রয় করতেন তখন পুরো পরিবারকেই বিক্রয় করে দিতেন কিংবা এককভাবে কাউকে বিক্রয় করা হলে তা এমন একটি সময়ে বিক্রয় করা হতো তখন হয়তো সে সন্তানের এমনিতেই পরিবার ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছিল, যেটি ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ক্রীতদাসদের জবানবন্দি ফজেলের তত্ত্বকে মোটেও সমর্থন করে না। আমেরিকার প্রাক্তন ক্রীতদাস, সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ ফ্রেডরিক ডগলাস (Frederick Douglass) যিনি প্রথমজীবনে ছিলেন ম্যারিল্যান্ডের একজন ক্রীতদাস তিনি বলেন, নিয়মিত ক্রীতদাস পরিবারগুলোকে পৃথক করা এবং নারীদের ওপর গণহারে ধর্ষণের কারণেই ক্রীতদাসের সংখ্যা বেড়ে যায়। দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তুলাচাষের কারণে মূল দক্ষিণের ক্রীতদাস পরিবারগুলোতে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং মূল দক্ষিণের অতিরিক্ত পুরুষ ক্রীতদাসদের দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তুলাচাষ মালিকদের নিকট ও অন্যান্য ক্রীতদাস বাজারগুলোতে বেশি দামে বিক্রয় করা হয়।

ক্রীতদাস পরিবার

ক্রীতদাস প্রথার অধীনে মালিকরা ছিলেন ক্রীতদাসের মালিক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং তাঁরা ইচ্ছা করলেই ক্রীতদাস পরিবারের একজন কিংবা পুরো পরিবারকেই অন্যত্র বিক্রয় করে দিতে পারতেন। সাধারণত ক্রীতদাস মালিকরা ক্রীতদাস পরিবারকে কিংবা পরিবারের সদস্যকে বিক্রয় করতেন অধিক লাভ, শাস্তি কিংবা ঋণ পরিশোধের জন্য। ক্রীতদাস মালিকরা তাঁদের বড় হয়ে যাওয়া সন্তানদের বিয়েশাদি করে নিজেদের পরিবার গঠন এবং ইচ্ছা করলে অন্যত্র বসবাস করারও অনুমতি দিতেন তবে অন্যত্র বসবাস করার জন্য বিশেষ করে মালিকের খামারের বাইরে হলে সে যুগলকে অবশ্যই তার মালিকের সাথে ঋণের বিষয়টি ফয়সালা করতে হতো। তবে একই মালিকের

www.nagorikpathagar.org

অন্য খামারে হলে তা সাধারণত অনুমোদিত হতো। ক্রীতদাসের বয়স ১২-১৪ বৎসর হলেই মালিকরা তাদেরকে বিয়েশাদি করতে উৎসাহিত করতেন এবং বাড়ি ত্যাগের অনুমতি দিতেন। কলোনি যুগে ক্রীতদাসরা সাধারণত পুরুষই ছিলেন পরবর্তী সময়ে এসে নারী-পুরুষ ক্রীতদাসের সংখ্যায় সমতা আসে। ক্রীতদাস পরিবারের সকল কিছুরই নিয়ন্ত্রণকর্তা ছিলেন মালিক।

কোনো কোনো ক্রীতদাস এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতেন এবং তাঁরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মালিক ও ওভারসিয়ারদের আক্রমণ করতেন, চাষাবাদের বীজতলায় আগুন ধরিয়ে দিতেন, অতর্কিত আক্রমণ করে মালিকের ঘোড়া মেরে ফেলতেন কিংবা কাজের গতি মন্থর করে দিতেন।

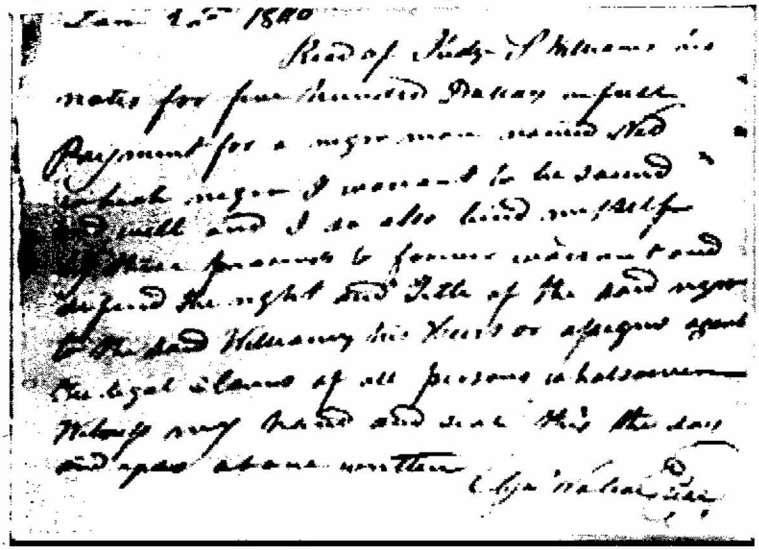

১৮৪০ সালে ৫০০ ডলার দিয়ে ক্রয় করা একজন ক্রীতদাসের ক্রয়ের রসিদ।
(২০০৭ সালে এই ৫০০ ডলারের মূল্যমান দাঁড়ায় প্রায় ১০,৩০০ ডলার)।
এই রসিদটি জাজ এস, উইলিয়ামের স্বাক্ষর করা যেখানে লেখা আছে
৫০০ ডলারের বিনিময়ে তিনি নেড নামে এই ক্রীতদাসকে ক্রয় করেছেন
এবং এর সম্পূর্ণ মালিকানা তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারদের

ক্রীতদাস মালিকরা ক্রীতদাস কোয়ার্টারে তাঁদের পারিবারিক জীবনে ছিলেন সবচেয়ে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি কারণ মালিকদের জন্যই ক্রীতদাসরা তাঁদের পারিবারিক বন্ধনকে কোনোভাবেই সুসংহত করতে পারছিলেন না। ক্রীতদাসের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সম্মান দেখানো ও নিরপত্তা দেওয়ার বিষয়ে মালিকরা কখনোই বাধ্য ছিলেন না। ক্রীতদাস নারী কি বিবাহিত কিংবা

www.nagorikpathagar.org

অবিবাহিত তাঁর কোনো নিরাপত্তাই ছিল না মালিকের যৌন কামনার নিকট। সনাতন আইনও ক্রীতদাসের পক্ষে ছিল না তাই ক্রীতদাস নারীরা সব সময়ই আতঙ্কে ভুগতেন।

কঙ্ককুবাইন ও যৌনদাসী

ফরাসি চিত্রশিল্পী জ্যা লিউ জেরমের (Jean Leon Gerome) স্টেং 'ক্রীতদাস মার্কেট'। ১৮৬৭ সালের একটি চিত্রকর্ম

www.nagorikpathagar.org

অনেক নারী ক্রীতদাস নিলামে বাজারে বিক্রয় করা হতো কনকুবাইন কিংবা যৌনদাসী হওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, এই ক্রীতদাসীরা অন্য আর দশজন নারীর চেয়ে দেখতে বেশি সুন্দরী ছিল তাই তারা শখের চাকরানি বা ফেন্সি মেইড (Fancy Maid) নামে পরিচিত ছিল। এই ফেন্সি মেইডদের ক্রয় করার জন্য অনেক বেশি অর্থ খরচ করতে হতো এবং তাদের মূল্য অনেক প্রশিক্ষিত ও কর্মঠ ক্রীতদাসের চেয়েও বেশি ছিল।

কলোনি যুগে লুইসিয়ানার ক্রীতদাস মার্কেটে অনেক ধনাঢ্য ফরাসিরা আসতেন সুন্দরী ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে স্ত্রী ও মিস্ট্রেস সংগ্রহ করার জন্য। এই ধনাঢ্য ফরাসিরা প্রায়ই ক্রীতদাসীর শিশু ও এমনকি তাঁদের মিস্ট্রেসদের মুক্ত করে দিতেন। এভাবে নিউ ওরলেন্স ও আলাবামার মোবাইল কাউন্টিতে মিশ্রবর্ণের মুক্ত ক্রীতদাসের একটি বড় সমাজ গড়ে ওঠে। ১৮ শতকের শেষদিকে এই সকল অঞ্চলে ক্রীতদাস মায়েরা তাঁদের কন্যাদের ধনাঢ্য শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মিস্ট্রেস হওয়ার জন্য রীতিমতো দরদাম করে তাঁর কন্যাকে মিস্ট্রেস হতে দিতেন। অনেক সময়ই অবিবাহিতরা কোনো শ্বেতাঙ্গকে বিয়ে করার পূর্বে এই সকল নারীদেরকে কিছুদিনের জন্য মিস্ট্রেস হিসেবে রাখতেন আবার অনেক সময় মিস্ট্রেস সম্পর্ক বিয়ের পরও টিকে থাকত। এই সকল পুরুষরা তাঁর মিস্ট্রেসের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্বও নিতেন বিশেষ করে পুত্রসন্তান হলে তাদেরকে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে যেন যোগ দিতে পারে তার সকল ব্যবস্থাই করতেন।

কৃষ্ণাঙ্গ কামিনী

১৯ শতকের শেষদিকে আমেরিকার দক্ষিণের সাহিত্যে এই নারী ক্রীতদাসীদেরকে দেখানো হয়েছে কামুকী নারী হিসাবে। সেখানে দেখানো হতো যে এই নারীরা তাঁদের শ্বেতাঙ্গ মালিককে তাঁর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রলুব্ধ করতেন। ক্রীতদাসদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকলেও অধিকাংশই ছিলেন মালিক কিংবা মালিকের পুত্রের লালাসার শিকার। আমেরিকান লেখক গবেষক এডওয়ার্ড বল তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, কৃষিখামারে কর্মরত ক্রীতদাসদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মালিকদের চেয়ে তাঁদের পুত্ররাই বেশি আগ্রহী ছিলেন। কারণ তাঁরা শ্বেতাঙ্গ কোনো নারীকে বিয়ে করার পূর্বে এটিকে একটি ট্রায়াল হিসেবে নিতেন। তা ছাড়া প্রচণ্ড গরমে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা খুব স্বল্প বসনে কাজ করতেন, যা মালিকের তরুণ পুত্রদের একটি আকর্ষণ করত বলে তিনি মনে করেন। আর ক্রীতদাস বাজারে নারীদেরকে বিক্রয় করার সময়ও খুব স্বল্পবসনে হাজির করা হতো, যাতে করে ক্রেতা নারীর যৌবন পরখ করে নিতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

কৃষ্ণাঙ্গ কামিনী

আফ্রিকান এই নারী ক্রীতদাসদের যখন ক্রয় করা হতো তখন যে তাকে দিয়ে কেবল অর্থনৈতিকভাবেই লাভবান হওয়া যাবে তা নয়, তার পাশাপাশি সে যৌন মিলন ও সন্তান জন্মদানে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে তাও গ্রাহ্যে আনা হতো। ক্রীতদাস বাণিজ্যের যুগে ক্রীতদাস নারীরা ধর্ষণ ও যৌন হয়রানিতে নির্যাতিত হতেন এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য দিয়েছেন অনেক ইউরোপিয়ান। তাঁদের মতে, এই নারীরা ছিলেন কামুক প্রকৃতির ও

www.nagorikpathagar.org

তাঁদের যৌন কামনা ছিল তীব্র তাই তাঁরা সব সময় একাধিক পুরুষের সঙ্গীর হতে চাইতেন। তাঁরা সব সময়ই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে পছন্দ করতেন এবং তাঁরা ছিলো অবিশ্বাসী। তাঁরা যৌনতার বিনিময়ে মালিকের বিশেষ আনুকূল্য লাভের চেষ্টায় থাকতেন এবং মালিকের সন্তান গর্ভে ধারণ করাকে গর্বের বিষয় মনে করতেন। যদিও তাঁদের এ জাতীয় মন্তব্য যথেষ্ট বিতর্কিত।

তবে অনেক আফ্রিকান নারীই ছিলেন লাস্যময়ী ও আকর্ষণীয়। অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষই যৌনসঙ্গী হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গদেরই পছন্দ করতেন। অনেক শ্বেতাঙ্গের সাথেই ক্রীতদাস নারীর সম্পর্ক ছিল ভালোবাসে ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। তেমনি একজন ইউরোপিয়ান হলেন জন স্টেডম্যান। তাঁর মিস্ট্রেস ছিলেন জোয়ানা নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ। স্টেডম্যানের মিস্ট্রেস হলেও স্টেডম্যান তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন।

মিশ্র জাতির সন্তানেরা

সাদা চামড়ার পিতা ও কালো চামড়ার ক্রীতদাস মায়ের সন্তানরাই মিশ্র জাতির সন্তান, যারা মুলাট্টু (Mulatto) নামে পরিচিত। (Mulatto- শব্দটি এসেছে স্প্যানিজ-পর্তুগিজ শব্দ Mulato থেকে যার অর্থ Mule : যা ঘোড়া ও গাধার হাইব্রিড প্রজন্ম জন্তুবিশেষ)। ১৯ শতক ঘুরে আসতেই ভার্জিনিয়ার অনেক মিশ্র জাতির পরিবার সাদা চামড়ার নারীরা (যারা আসলে ছিল চুক্তিবদ্ধ চাকর) ক্রীতদাস ও আফ্রিকান পূর্বপুরুষ কিন্তু বর্তমানে মুক্ত এমন পুরুষদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। আর মায়ের স্ট্যাটাসের কারণে এসকল নারীরা ছিল মুক্ত এবং তাই তারা সাদা চামড়ার মুক্ত পুরুষদের (Free people of color) সাথে মেলামেশা এমন কি তাদেরকেও বিয়ে করাও শুরু করে।

এর ফলে ১৯ শতকে আমেরিকাতে এই মিশ্র জাতির একটি বড় সমাজ গড়ে ওঠে। পুরুষের পরপুরুষ ধরে এই মালাট্টুদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। ১৮৫০ সালের আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী আমেরিকাতে ২৪৫,০০০ জন মালট্টু ছিলেন, যা ১৮৬০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪১১,০০০ জনে আর তখন আমেরিকার মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৯০০,০০০ জন। মিশ্র জাতির কালো চামড়ার মানুষগুলো তখন পরিচিতি পেতেন মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে আর অনেক মালাট্টুকে শ্বেতাঙ্গ বলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল কারণ এদের অনেকেরই পূর্বপরুষদের দুই পুরুষের অর্ধেক থেকে ৮ম পুরুষের ৭ম পুরুষই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। এই মিশ্র জাতির সন্তানদের অনেকেই ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সন্তান কিংবা বিখ্যাত ব্যক্তির পূর্বপুরুষের ঔরসজাত সন্তান।

www.nagorikpathagar.org

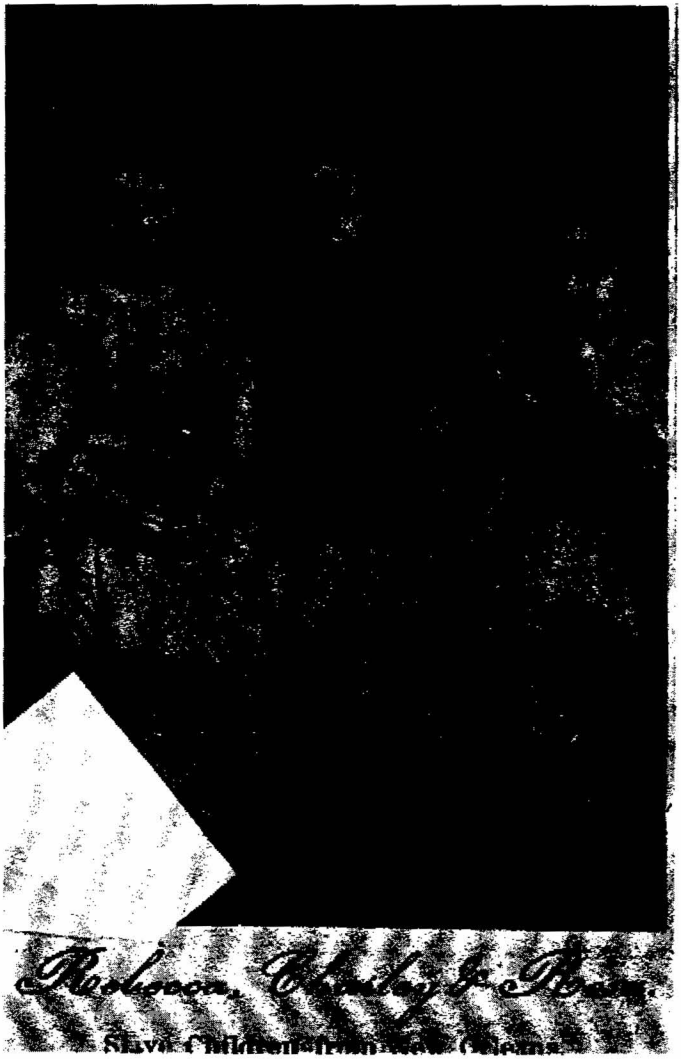

নিউ অরলেন্সের একই পরিবারের তিনটি মালাট্টু শিশু

সাদা চামড়ার বিখ্যাত শিশুদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ও শেলি হেমিংসের সন্তানরা, যাদের পূর্বপুরুষদের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল শ্বেতাঙ্গ। ২০০০ সালে ঐতিহাসিক ও গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন বেটি হেমিংসের সন্তানদের জন্মদাতা ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জেফারসন। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন কোনো উইলে তাঁর সকল

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন হয়তো বা একই কারণে। এ বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের অন্তত দুইজন ক্রীতদাসী ছিলেন তাঁর স্ত্রী মার্থা কাস্টিসের (Martha Custis Washington) সৎবোন। এই মিশ্র বর্ণের ক্রীতদাসীদের জনক ছিলেন ওয়াশিংটনের স্ত্রী মার্থা কাস্টিস-এর পিতা এবং তাঁর পরিবারে তারা সেভাবে স্বীকৃতও ছিলেন। ওয়াশিংটন যখন মার্থা কাস্টিসকে বিয়ে করেন তখন ভার্জিনিয়ার আইন অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীর সৎবোনদের মালিকানাও লাভ করেন ওয়াশিংটন।

জর্জ ওয়াশিংটনের মৃত্যুর সময় তাঁর মাউন্ট ভারনন এস্টেটে ৩১৮ জন ক্রীতদাস ছিল। ওয়াশিংটন নিজেই ৫৬ বৎসর ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ১১ তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার ১০ জন ক্রীতদাসের মালিক হন জর্জ ওয়াশিংটন।

ক্রীতদাসের গায়ের রং ও মালিকের আচরণের সম্পর্ক

অনেক বাসাবাড়িতেই ক্রীতদাসের সাথে কোনো ধরনের আচরণ করা হবে তা নির্ভর করত তার গায়ের রঙের ওপর। কালো চামড়ার ক্রীতদাসদের পাঠানো হতো চাষাবাদের মাঠে আর মিশ্রবর্ণের চামড়ার ক্রীতদাসরা বাসাবাড়ির কাজ করত এবং তাদের দেওয়া হতো অপেক্ষাকৃত ভালো পোশাকাদি, খাবার এবং তাদের বাসস্থান ছিল ভালো। যেমন আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ও তাঁর চাষাবাদের খামারের তদারককারী কর্মকর্তারা তাঁদের বাসাবাড়ির কাজকর্মে নিয়োগ দিতেন মিশ্রবর্ণের ক্রীতদাসদের। এর বড় কারণ ছিল এই মিশ্রবর্ণের ক্রীতদাসরা ছিল হয় তাদের নিজেদের কিংবা তাদেরই অপর কোনো আত্মীয়স্বজনের সন্তান। যেমন প্রেসিডেন্ট জেফারসনের বাড়িতে বেড়ে ওঠা অন্তত ৬ জন ক্রীতদাস ছিলেন জেফারসনের শ্বশুর ও জন ওয়েলস ও তাঁর মিস্ট্রেস বেটি হেমিংসের সন্তান।

থমাস জেফারসন ও শ্যালি হেমিংস

মিশ্র জাতির সন্তান জন্ম দেওয়ার সবচেয়ে বড় বিতর্ক রয়েছে আমেরিকার স্থপতিদের একজন, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার রচয়িতা এবং আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন (Thomas Jefferson)। থমাস জেফারসন ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা রচনা করেন এবং ১৮০১-১৮০৯ সাল পর্যন্ত দুই বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

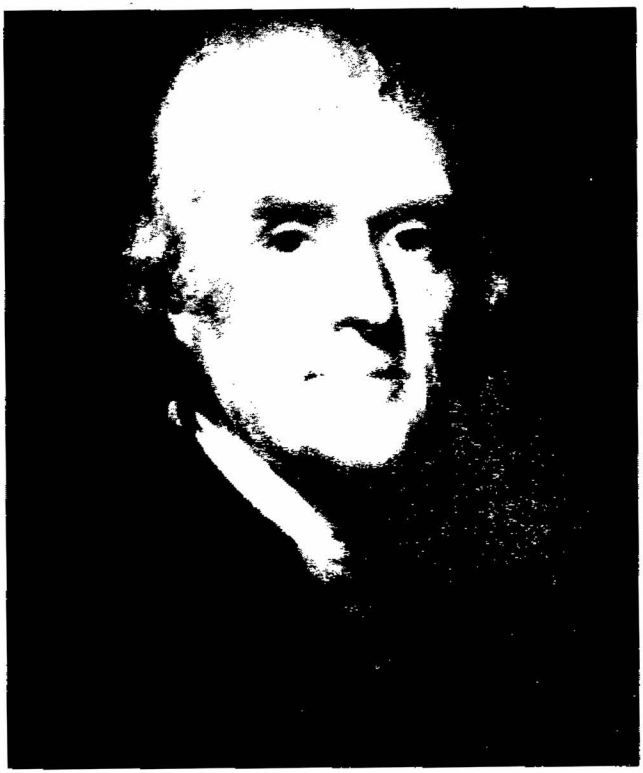

আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন

থমাস জেফারসন ১৭৭২ সালে মার্থা ওয়েলসকে (Martha Wayles) বিয়ে করেন। বিয়ের পর মার্থা স্বামীর পারিবারিক নাম গ্রহণ করে হন মার্থা জেফারসন (Martha Jefferson)। জেফারসন-মার্থা দম্পতির ৬টি সন্তান ছিল। ১৭৭৬ সালে মার্থা জেফারসন গর্ভধারণজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হন। সেই সাথে ডায়াবেটিসে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং একই বৎসরে তিনি মারা যান। জেফারসনের সাথে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল ১১ বৎসরের। উল্লেখ্য, এটি ছিল মার্থার দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের এক বৎসর পর ১৭৭৩ সালে জেফারসনের শ্বশুর মারা গেলে তাঁর স্ত্রী তাঁর পিতার ক্রীতদাসসহ সকল সম্পত্তির মালিক হন।

মার্থা ওয়েলসের পিতা ও জেফারসনের শ্বশুর ছিলেন জন ওয়েলস (John Wayles)। তিনি ছিলেন একজন কৃষক ও ভার্জিনিয়ার একজন বড় ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। জন ওয়েলসের স্ত্রী ছিলেন মার্থা এপিস (Martha Eppes) যিনি

www.nagorikpathagar.org

মার্থাকে জন্ম দেওয়ার ৬ দিন পরই মারা যান। ১৮ বৎসর বয়সে ১৭৬৬ সালে মার্থার বিয়ে হয় ভার্জিনিয়ার অ্যাটর্নি বার্থাস্ট স্কেলটনের (Bathurst Skelton) সাথে। কিন্তু মাত্র ৫ বৎসর পর ১৭৭১ সালে বার্থাস স্কেলটন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

মার্থা এপিসকে বিয়ে করার সময় মার্থার পিতা-মাতা ওয়েলস-মার্থা দম্পতিকে একজন আফ্রিকান ক্রীতদাসী ও তাঁর মিশ্র-জাতি কন্যা বেটি হেমিংসকে (Betty Hemings) উপহার হিসেবে প্রদান করে। মার্থা এপিস মারা যাওয়ার পর জন ওয়েলসের ঔরসে বেটি হেমিংসের গর্ভে ৬টি মিশ্র-জাতির সন্তান জন্ম দেয় যার কনিষ্ঠটি ছিল একটি কন্যাসন্তান, যার নাম শ্যালি হেমিংস (Sally Hemings)। সে সুবাদে জেফারসনের স্ত্রী মার্থা ওয়েলস ও শ্যালি হেমিংস সৎবোন।

১৭৮৫ সালে জেফারসন ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বিপত্নীক জেফারসন ১৭৮৭ সালে তাঁর ছোট কন্যা মেরির (পলি) দেখভাল করার জন্য শ্বশুরকুল থেকে প্রাপ্ত ১৪ বৎসরের কিশোরী ক্রীতদাসী শ্যালি হেমিংসকে (স্ত্রীর সৎবোনও বটে) প্যারিস নিয়ে যান। শ্যালি হেমিংস জেফারসনের সাথে দুবৎসর প্যারিসে ছিলেন। অনেকেই মনে করেন জেফারসন ও হেমিংসের মধ্যে প্যারিসেই শারীরিক সম্পর্ক শুরু হয়েছিল আবার কেউ কেউ মনে করেন প্যারিস থেকে মন্টিকেলো (Monticello) ফেরার পর তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেলি হেমিংস-জেফারসনের ৬টি সন্তান ছিল তাঁদের মধ্যে ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক হতে পেরেছিল। শ্যালি হেমিংস মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জেফারসনের পরিবারের একজন গৃহকর্মী হিসেবে ছিলেন।

দীর্ঘ ৩৮ বৎসর শ্যালি হেমিংসের সাথে জেফারসনের সম্পর্ক ছিল। তাঁর গর্ভে জন্ম নেওয়া ৬টি সন্তানই ছিল জেফারসনের ঔরসজাত। প্রাপ্তবয়স্ক হলে জেফারসন, শ্যালির গর্ভে জন্ম নেওয়া ৬ সন্তানকেই মুক্তি দিয়ে দেন। ১৯৯৮ সালের এক ডিএনএ গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে শ্যালি হেমিংসের গর্ভে জন্ম নেওয়া পুত্রসন্তানদের ডিএনএ'র সাথে জেফারসনের পুরুষ লাইনের ডিএনএ'র গঠনের মিল রয়েছে।

আমেরিকার ক্রীতদাস ইতিহাসে একটি বহুল ব্যবহৃত কথা হলো সাদা চামড়ার মুক্ত মানুষ বা Free People Of Color। এটি মূলত ব্যবহৃত হতো আফ্রিকান-ইউরোপিয়ান প্রজন্ম যারা ক্রীতদাস নয় কিন্তু চামড়া সাদা তাদেরকে বোঝানোর জন্য। লুসিয়ানাসহ অপরাপর ফরাসি কলোনীগুলোতে

www.nagorikpathagar.org

এই সাদা চামাড়ার মুক্ত মানুষ বেশি ছিল, ফরাসি ভাষায় যারা Gens De Couleur Libes নামে পরিচিত। প্রাচীন ফরাসি কলোনি যেমন লুইসিয়ানা ও ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট ডমিনেগ, গুয়াদেলুপ এবং মার্টিনিকি এরা বসতি স্থাপন করেছিল।

ফরাসি কলোনির সাদা চামড়ার মুক্ত মানুষ

মুক্ত আফ্রিকানদের বলা হতো আফ্রাঙ্কিস (Affranchis), কিন্তু তারা সাদা চামড়ার মুক্ত মানুষ থেকে ঐতিহাসিকভাবেই তারা পৃথক। এই সকল টেরিটরি ও বড় বড় শহর যেমন লুসিয়ানার প্রদেশের রাজধানী নিউ ওরিলেন্স ও স্প্যানিশ কলোনিগুলোতে নতুন মিশ্রজাতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে যদিও এদেরকে তৃতীয় শ্রেণির মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো। তা ছাড়া ব্রিটিশদের ১৩ টি কলোনি এবং আমেরিকাতে একই শ্রেণির মানুষকে বোঝানোর জন্য মুক্ত নিগ্রো (Free Negro) কথাটিও খুব বেশি ব্যবহৃত হতো। এরা মুক্ত হলেও তাদের পূর্বপুরুষ ছিল আফ্রিকান। মুক্ত আফ্রিকান ক্রীতদাসদেরকেও তারা একই নামে অভিহিত করত। লুইসিয়ানা ও প্রাক্তন ফরাসি টেরটরিতে প্লাকেজ (Plaçage) নামে একটি স্বীকৃত কনকুবাইনেজ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিত্তবান ইউরোপিয়ান পুরুষরা সাদা চামড়ার এই মুক্ত নারীদেরকে তাদের মিস্ট্রেস (Mistresses) হিসেবে নিয়োগ দিত। এই নিয়োগের পূর্বে তাদের সাথে আর্থিক বিষয়ের একটি ফয়সালা হতো। মিস্ট্রেস হিসেবে নিয়োগের জন্য তারা নগদ অর্থ, বাড়ি কিংবা অন্য ধরনের সম্পত্তির

www.nagorikpathagar.org

মালিকানা প্রদান করা হতো। আবার অনেকে নারী যারা তখনো ক্রীতদাস ছিল তাদের মুক্তির দেওয়া হতো কিংবা মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত। মিস্ট্রেসদের নিয়োগকর্তা তাঁদের মিস্ট্রেসদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কিংবা ব্যয়ভার বহন করতেন। এভাবে এক সময় নিউ ওরলেন্সে তৃতীয় শ্রেণির একটি নুতন-মিশ্রজাতি তৈরি হয়। এদের যাঁদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত, রুচিবান ও প্রচুর সম্পত্তির মালিক। ফরাসি ভাষায় পারদর্শী, খ্রিস্টীয় ক্যাথলিক ধর্ম পালন করেন এবং জন্মসূত্রেই ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী এ রকম এক উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান নতুন জাতির জন্ম হয় যাঁদের পূর্বপুরুষ ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদেরকে সমাজের খুব উঁচু অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। লুসিয়ানায় এই সাদা চামড়ার মুক্ত পরবর্তী প্রজন্ম ক্রিয়ল জনগোষ্ঠী নামে (Louisiana Creole people) নামে অভিহিত করা হয়।

থমাস জেফারসন ও শ্যালি হেমিংস বিতর্ক

থমাস জেফারসন ও শ্যালি হেমিংসের সম্পর্ক নিয়ে ২০০ বৎসর ধরে বিতর্ক ছিল যে ক্রীতদাস কনকুবাইন শেলি হেমিংসের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানদের পিতা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জেফারসন। কেউ কেউ মনে করতেন বিষয়টি আসলেই সত্যি আর কেউ বা বিশ্বাস করতে না। প্রথমদিকে এই বিষয়টি গুজব ও আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিষয়টির বিস্ফোরণ ঘটান স্কটিশ সাংবাদিক জেমস টি. ক্যালেন্ডার (James T. Callender) যিনি পরবর্তীতে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে স্থায়ী হন।

অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক ক্যালেন্ডার, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, জন অ্যাডামস প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কেলেংকারি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকলে তাঁর সাথে জেফারসনের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে কারণ তারা ছিল জেফারসনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এ সময় জেফারসন তাঁকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার পাশাপাশি অর্থ দিয়েও সহায়তা করতেন। এ সময় তিনি ফেডারেল নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি প্যাম্ফলেট The Prospect Before Us প্রকাশ করেন। এর ফলে ফেডারেল নেতৃবৃন্দ আইনের আশ্রয় নিলে ক্যালেন্ডার অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং কোর্ট তাঁকে ২০০ ডলার জরিমানাসহ কারাদণ্ড দেয়। এরই মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়ে জেফারসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি এই মামলার সকল আসামিদেরকে ক্ষমা করে দেন। দীর্ঘ এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করে জেল থেকে বের হয়ে ক্যালেন্ডার প্রেসিডেন্ট জেফারসনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ভার্জিনিয়ার পোস্টমাস্টার জেনারেল পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন।

www.nagorikpathagar.org

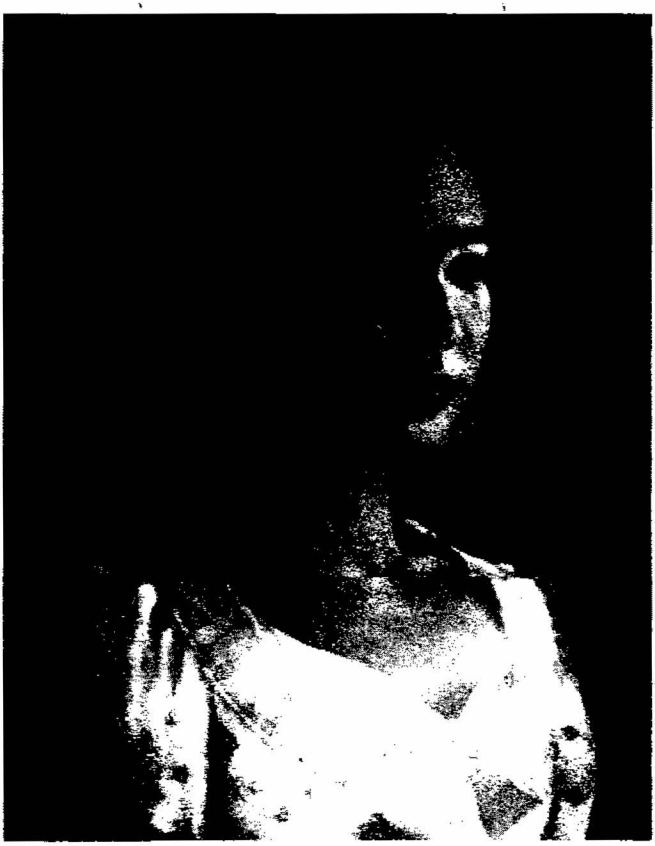

শ্যালি জেফারসন

ক্যালেন্ডার পুনরায় তাঁর পুরনো পেশা সাংবাদিকতায় ফিরে যান এবং Richmond Recorder পত্রিকার সম্পাদকের চাকরি নেন। ক্যালেন্ডার রাজনীতিবিদদের নানা ধরনের কেলেংকারি নিয়ে পুনরায় কলাম লেখা শুরু করেন। এক রিপোর্টে ক্যালেন্ডার দাবি করেন যে প্রেসিডেন্ট জেফারসন তাঁর ক্রীতদাসী শেলি হ্যামিংসের গর্ভে জন্ম নেওয়া একাধিক সন্তানের পিতা।

এর পর থেকেই চারদিকে থেকে শুরু হয় ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে তথ্য উপস্থাপনের প্রতিযোগিতা। প্রকৃতপক্ষে শেলি হেমিংসের পিতা জন ওয়েলস-এর ক্রীতদাসী ছিলেন শেলির মাতা এবং সে সুবাদে শেলিও তাঁর ক্রীতদাসী। অন্যদিকে জেফারসনের স্ত্রী মার্থা জেফারসনের পিতাও জন ওয়েলস। শেলি হেমিংসের পূর্বপুরুষদের তিন ভাগই সাদা এবং সবচেয়ে সন্দেহের বিষয় ছিল

www.nagorikpathagar.org

যে জেফারসনের স্ত্রী মার্থা জেফারসনের চেহারা ও কণ্ঠস্বরের সাথে ছিল শেলির ছিল দারুণ মিল।

এই ঘটনার পরিসমাপ্তি টানতে একদল গবেষক জেফারসনের চাচার পরবর্তী এক বংশধর ফিল্ড (Field) ও শেলি-জেফারসন পুত্র এস্টন হেমিংসের (Eston Hemings) পরবর্তী বংশধরের ডিএনএ পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার ফলাফল ন্যাচার (Nature) পত্রিকায় ছাপা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে জেফারসনের পুরুষ লাইনের ডিএনএর (Y-DNA) সাথে উভয়ের পুরুষ লাইনের ডিনএ'র মিল রয়েছে।

২০০০ সালে থমাস জেফারসন ফাউন্ডেশন ডিএনএ রিপোর্টের সাথে ঐতিহাসিক ঘটনার মিল খোঁজার জন্য একদল ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেন। সে রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ডিএনএ রিপোর্ট ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমন্বয়ে বলা যায় এস্টন হেমিংসের পিতা ছিলেন জেফারসন ও এমনকি হতে পারে শেলির গর্ভে জন্ম নেওয়া সব সন্তানেরই পিতা ছিলেন জেফারসন। তবে এ প্রসঙ্গে মন্টিকেলো রিপোর্ট (মন্টিকেলোতে চাষাবাদ ও ক্রীতদাসের ওপর) কমিটির সদস্য ওয়ালেনবর্ন (W. M. Wallenborn) ডিএনএ রিপোর্টের সাথে দ্বিতমত পোষণ করে বলেন, 'এর তথ্য উপাদান খুবই দুর্বল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'।

ডিএনএ রিপোর্ট ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে বিপত্নীক জেফারসনের সাথে শেলি হেমিংসের অনেক দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল। তবে থমাস জেফারসন হেরিটেস সোসাইটির (Thomas Jefferson Heritage Society) সাথে জড়িত অপরাপর বিশেষজ্ঞ, পন্ডিতও প্রফেসরদের একটি দল এই রিপোর্টের ঐতিহাসিক প্রমাণাদিগুলো মোটেও জেফারসনের পিতৃত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রমাণ করে না বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা এ প্রসঙ্গে যুক্তি তোলেন যে, এই অপরাপর জেফারসনরাও শেলি হেমিংসের সন্তানের পিতা হতে পারেন যেমন থমাস জেফারসনের ভাই র‍্যান্ডলফ জেফারসন (Randolph Jefferson) ও তার পাঁচ পুত্রের কেউ তাঁদের পিতা হলেও হতে পারেন। কারণ শেলি হেমিংস ছিলেন একজন ক্রীতদাসী এবং সে সময় তাঁর বয়সও কম ছিল। কাজেই অপর কোনো জেফারসন দায়ী হলেও হতে পারেন।

১৮ শতকের দিকে সালে জেফারসন হেমিংস পরিবারের দূরসম্পর্কীয় দুজন ক্রীতদাসকে ম্যানুমিশনের (Manumission) নির্দিষ্ট সময় সেবা করার পর কতগুলো সুনির্দিষ্ট আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে ক্রীতদাসকে মুক্ত দেওয়া) পর মুক্ত করে দেন। তিনি পরবর্তীতে মন্টিকেলোতে এস্টেটে বসবাসরত শেলি হেমিংসের দুই

www.nagorikpathagar.org

পুত্রকেও বয়স হবার পর কোনো প্রকার ম্যানুমিশন ছাড়াই মুক্ত করে দেন। আরো কিছুদিন তিনি তাঁর উইলে তাঁর মৃত্যুর পর আরো পাঁচজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি সংযুক্ত করেন যার মধ্যে শেলি হেমিংসের আরো দুই পুত্র ছিল। শেলি হেমিংসকে যদিও মুক্ত করা হয়নি তবে তিনি মন্টিকেলো ত্যাগ করে তাঁর পুত্রদের সাথে বসবাস করতে থাকেন। ১৮৩০ সালের আদমশুমারিতে এদেরকে মুক্ত চামড়ার সাদা মানুষ হিসেবে গণনা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ও তাঁর ক্রীতদাস কনকুবাইন শেলি হেমিংসের পরবর্তী বংশধরগণ। ১৯৯৯ সালে মন্টিকেলোতে এই ছবিটি তোলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক ফটোগ্রাফার

কৃষিখামারের অনেক মালিক তাঁদের মিশ্রবর্ণের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন, অনেককে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যাতে করে তাঁরা নিজেরাই উপার্জন করতে পারেন। কেউ কেউ সম্পত্তিও দিতেন কিংবা কেউ বা সন্তানদের মাসহ মুক্ত করে দিতে। এভাবে দক্ষিণের অনেক মিশ্রবর্ণের

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস পিতার দেওয়া সম্পত্তির কারণে অনেকেই খুব ধনী হয়ে গিয়েছিল। তখন আফ্রিকান-আমেরিকান শিশুদের শিক্ষার জন্য স্কুলও হয়েছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এই স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তীতে তা আবার খোলা হয়। এভাবে একসময় কালো চামড়া ও সাদা চামড়ার দূরত্ব ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

জোরপূর্বক ক্রীতদাস প্রজনন প্রতিরোধ

গর্ভধারণ প্রতিরোধ ও গর্ভপাত

আফ্রিকা থেকে ধরে আনা ক্রীতদাস নারী

ক্রীতদাস প্রথার যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে অনেক ক্রীতদাস নারীই সন্তান জন্ম দিতে চাইতেন না। তাঁরা নিজেরাই গাছগাছড়ার ঔষধ সংগ্রহ করে তা দিয়ে গর্ভপাত করাতেন কিংবা যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতেন যাতে করে গর্ভ সঞ্চার না হয়। গর্ভপাতের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল গসিপল (Gossypol) বা তুলা গাছের মূল, যা তাঁরা চিবিয়ে খেতেন এবং অনেকেই গর্ভপাত করিয়েছেন। যেহেতু তখন তুলা চাষ হতো প্রচুর তাই এটি খুবই সহজলভ্য ছিল। এমনকি যে সকল মহিলা তুলা চাষের খামারে কাজ করতেন না তাঁরাও সহযোগী কাউকে দিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারতেন।

www.nagorikpathagar.org

গসিপলের মধ্যে ছিল কিছু বিষাক্ত গুণাবলি, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গবেষকদের মতে, গসিপল চিবিয়ে খেলে শুক্রাণুর গতি কমে যায় তাই তা ডিম্বাণুর সাথে মিশতে পারে না। অন্যদিকে এটি মাসিক চক্রের উপরও কাজ করত, যা গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন নিঃসরণে ব্যাঘাত ঘটাত। বর্তমানে চীনে গসিপল দিয়ে পুরুষের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি তৈরির গবেষণা চলছে। তৎকালীন ক্রীতদাসরা গসিপল কীভাবে কাজ করে তা না জানলেও গসিপলের ব্যবহার সম্পর্কে মোটামুটি সবাই অবগত ছিলেন।

প্রজনন প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে ক্রীতদাস নারীরা নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করেন আর সে সময়ের আলোকে এটি আসলেই ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি বড় পদক্ষেপ। আমেরিকান ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড ফলেটের মতে, "অত্যন্ত সচেতনভাবেই গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকতেন কিংবা অন্য কোনো উপায়ে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা তাদের নিজেদের শরীরের ওপর নিজের অধিকার স্থাপন করেন, যা খামারের মালিকদের খুবই আশাহত করেছিল এবং যা সাদা চামড়ার পুরুষদের জন্য রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা গর্ভপাত করার জন্য ক্যালোমেল, তারপিন ইত্যাদি গিলে ফেলতেন কিংবা প্রাকৃতির জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেমন– তুলা গাছের মূল চিবিয়ে খেতেন, অনেকে আবার ঢেঁড়শ গাছের মূলও খেতেন এবং এভাবেই একসময় তাঁর গর্ভপাত হয়ে যেত যদিও তা ছিল তৎকালীন সমাজে নিষিদ্ধ।"

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় গর্ভপাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষেই ছিল বেশ কঠিন আর একজন ক্রীতদাসের বেলায় তা ছিল রীতিমতো দুরূহ। কিন্তু দাসপ্রথার কঠিন বাস্তবতা মেনে সংসারে আরেকজন ক্রীতদাস আনার চেয়ে গর্ভপাতের ক্ষতিকারক দিকগুলোর ভোগান্তি মেনে নেওয়াটাই তাঁরা শ্রেয় মনে করতেন। ক্রীতদাস নারীরা নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে সন্তান জন্ম দেওয়া প্রতিরোধ করতেন এবং তাঁদের মালিকদেরকে বোঝাতে চাইতেন যে তাঁরা আসলে গর্ভধারণই করেননি সন্তান জন্ম দেবেন কীভাবে।

ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসরে প্রফেসর দেবোরাহ গ্রে হোয়াইট (Deborah Gray White) উল্লেখ করেন যে, যে সকল ক্রীতদাস মালিকরা মনে করতেন তাঁর ক্রীতদাসী আসলেই বন্ধ্যা কিন্তু পরবর্তীতে মুক্ত হওয়ার পর দেখা গিয়েছে সেই বন্ধ্যা ক্রীতদাস নারীরা সুস্থ সন্তানের মা হয়েছেন এবং অনেকেই একাধিক সন্তান জন্ম দিয়েছেন। অনেক ক্রীতদাস নারীরাই গর্ভধারণ না করার

www.nagorikpathagar.org

জন্য যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতেন। সন্তান জন্ম না দেওয়ার জন্য কেবল ক্রীতদাস নারীরাই নয়, তাঁদের সাথে পুরুষরাও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতেন। কারণ তাঁরা আসলেই চাননি তাঁর মালিকের ক্রীতদাসের সংখ্যা আরেকটি বাড়ুক কারণ তাতে লাভ মালিকের।

আমেরিকান গবেষক লিজ এম পারনিন (Liese M. Perrin) বর্ণনা করেন যে 'ক্রীতদাস নারীরা সরাসরি বিবাদে না জড়িয়ে ভিন্নভাবে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, যা আসলেই হৃদয়গ্রাহী এবং এটি ছিল এক নীরব ক্রীতদাস বিদ্রোহ। ক্রীতদাস নারীরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর আরেকটি সন্তান হওয়া মানেই শ্বেতাঙ্গ মালিকের লাভের পরিমাণ আরা বেড়ে যাওয়া। তাই তাঁরা গর্ভধারণ করা থেকে বিরত থাকেন। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল ক্রীতদাস মায়েরা চাইতেন না তাঁর অনাগত সন্তানও তাঁর মতো কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হোক।'

ক্রীতদাসদের সন্তানদের খুব অল্প বয়সেই কাজ করতে বাধ্য করা হতো যার ফলে এই শিশুরা কখনোই শৈশব উপভোগ করতে পারত না। আর মাকে সারা দিনই কাজ করতে হতো মাঠে তাই মা-সন্তানের বন্ধনও গড়ে উঠত না। তা ছাড়া মা ও সন্তানকে যে কোনো সময়েই আলাদা করে ফেলা হতো এমনকি তাঁরা যদি একই মালিকের অধীনে থাকতেন। ক্রীতদাসদের জন্য কোনো শ্রমরীতিই মানা হতো না। তাছাড়া কোনো ক্রীতদাস নারী যদি গর্ভবতী হতেন তাঁর জন্য তাঁর কোনো ছাড় ছিল না। গর্ভবতী অবস্থাতেই তাঁকে সারা দিন অমানুষিক কাজ করতে হতো। প্রায়ই এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের জন্য মিসক্যারেজ হয়ে যাওয়া, প্রি ম্যাচিউর কিংবা মৃত শিশু জন্ম নিত।

ক্রীতদাসদের নিজস্ব প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তাদেরকে কেবল সন্তান জন্ম নেওয়া থেকে বিরত রাখেনি এটি ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি নীরব বিদ্রোহ। এত প্রতিরোধ করেও অধিকাংশ ক্রীতদাস পরিবারই ছিল বেশ বড়। ঐতিহাসিকদের মতে, ক্রীতদাস নারীদের গড়পড়তা সন্তান ছিল ৭টি হলেও ১০-১২ সন্তান জন্ম দিত এমন নারী ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

মার্গারেট গার্নার : এক নীরব প্রতিবাদী

মার্গারেট গার্নার (Margaret Garner) ছিলেন একজন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পূর্বকালীন সময়ের একজন আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রীতদাস। মার্গারেট গার্নার নিজের সন্তানকে হত্যা করে কি খুনী হয়েছিলেন না কি সেলিব্রেটি হয়েছিলেন? তার চেয়েও বড় সত্য হলো মার্গারেট চাননি তাঁর সন্তান তাঁর মতো একজন

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস হোক। মার্গারেট গার্নারকে পেগি (Peggy) নামে ডাকা হতো। নিজ সন্তানকে হত্যার পর মার্গারেট ও তাঁর স্বামী রবার্ট ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের এক প্রচণ্ড শীতের রাতে বরফে জমে যাওয়া ওহাইয়ো নদী পার হয়ে সিনসিন্নাটিতে (Cincinnati) পালিয়ে যাওয়ার সময় আমেরিকার মার্শালদের (U. S. Marshals) হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে Fugitive Slave Act of 1850 আইনে গ্রেফতার করা হয়।

মার্গারেট গার্নারের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকান চিত্রশিল্পী থমাস সাটারহোয়াইট নোবলের ১৮৬৭ সালের বিখ্যাত চিত্রকর্ম The Modern Medea

তার জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে রচিত উপন্যাস 'Beloved' লেখক টনি মরিসনকে (Toni Morrison) ১৯৮৭ সালে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। পরবর্তীতে এই কাহিনী নিয়ে Beloved নামে একটি সিনেমাও বানানো হয়, যার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন আমেরিকার বিখ্যাত সেলিব্রেটি ওপরাহ উইনফ্রে (Oprah Winfrey)।

মার্গারেট গার্নারের প্রথম জীবন

গার্নারের ভাষ্য মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন গেইন পরিবারে। তাঁর মা প্রিসিলা ছিলেন গেইন পরিবারের একজন ক্রীতদাস গৃহকর্মী। তিনি ছিলেন একজন

www.nagorikpathagar.org

মুলাট্টু অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ পিতার ঔরসে কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাস। তাঁর মা প্রিসিলা গেইন পরিবারের মিসৌরির বুন কাউন্টিতে (Boone County) অবস্থিত ম্যাপেলউড খামারের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। মার্গারেট হয়তো বা এই কৃষি খামারের মালিক স্বয়ং জন পোলার্ড (John Pollard Gaines) গেইনসের কন্যা।

মিসৌরির বুন কাউনিটতে জন পি গেইনসের খামারের রান্নাঘর। ধারণা করা হয় এখানেই মার্গারেট গার্নার তাঁর জীবনের একটি অংশ কাটিয়েছেন

মার্গারেট ও রবার্ট দুজনেই বুনি কাউন্টির ভিন্ন ভিন্ন মালিকের পাশাপাশি দুটি কৃষিখামারে কাজ করতেন। ১৮৪৯ সালে মার্গারেট ক্রীতদাস রবার্ট গার্নারকে (Robert Garner) বিয়ে করেন। তাঁদের এই বিয়েতে দু'মালিকেরই সম্মতি ছিল। একই বৎসর ডিসেম্বর মাসে জন পি গেইনস তাঁর পুরো খামার ক্রীতদাসসহ তাঁরই ছোট ভাই আর্চিবাল্ডের (Archibald K. Gaines) নিকট বিক্রয় করে দেন। ১৮৫০ সালের প্রথমদিকে রবার্ট গার্নারের প্রথম পুত্র থমাস জন্মগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, থমাস ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ। মার্গারেটের পরবর্তী তিন সন্তান যথাক্রমে স্যামুয়েল (Samuel) মেরি (Mary), ও প্রিসসিলা (Priscilla) ছিলেন মুলাট্টু। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত স্টিভেন উইজেনবার্গারের (Steven Weisenburger) Modern Medea গ্রন্থসহ আরো অনেককেই আর্চিবাল্ড গেইনস ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ গেইন্সের সন্তান হওয়া এবং মার্গারেট গার্নারের সন্তান হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করার মতো তা হলো এই তিনটি সন্তানই আর্চিবাল্ড ও তাঁর স্ত্রীর একেকটি সন্তান জন্ম হওয়ার ৫-৭ মাস মাস পর পর জন্মগ্রহণ করেছে। ধারণা করা হয়, এই সন্তানগুলোর জন্মদাতা হলেন স্বয়ং আর্চবিলাড কে গেইনস এবং তিনিই ছিলেন ম্যাপেলউড কৃষিখামারের একমাত্র সাদা চামড়ার পুরুষ।

মার্গারেটের তিনি সন্তান যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে তা দেখে অনুমান করা যায় যে তখন আর্চবিলাডের স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী এবং খুব সম্ভবত সে কারণে তিনি সব সময় আর্চবিলাডের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারেননি কিংবা তিনি সেখানে ছিলেন না। উজেনবার্গ তাঁর বইয়ে লিখেছেন 'এলিজাবেথ একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার কয়েক মাস পরেই মার্গারেটও একটি সন্তান জন্ম দিতেন। তাই ম্যাপেলউড কৃষিখামারে মার্গারেট গার্নারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় গেইনস পরিবারের নবজাতক শিশুদের দেখভাল করা। আর সে সময় ম্যাপেলউডে মার্গারেটই ছিলেন একমাত্র নারী, যিনি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতেন। তাই প্রতিবারই এলিজাবেথ একটি সন্তান জন্ম হওয়ার পর তা মার্গারেটের হাতে তুলে দিতেন।'

উইজেনবার্গ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই লিখেন মার্গারেটের প্রথম পুত্রের জনক ছিলেন রবার্ট এবং পরের সন্তানটি মুলাট্টু। আর যে কন্যা শিশুটিকে মার্গারেট হত্যা করেন তা ছিল উজ্জ্বল সাদা চামড়ার। মার্গারেটের কোলের সন্তান সিলিয়া ছিল মিশ্রবর্ণের। তা ছাড়া ম্যাপেলউডের একমাত্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ছিলেন আর্চবিলাড গেইন।

পালিয়ে যাওয়া ও বিচার

জানুয়ারি ২৮, ১৮৫৬ সালে রবার্ট গার্নার ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী মার্গারেট গার্নার সাথে তাঁদের পরিবারের সকল সদস্য ম্যাপেলউডের কৃষিখামার থেকে ওহাইয়ো'র সিনসিন্নাটিতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সাথে আরো ক্রীতদাস ছিল যারা তার পরিবারের সদস্য নয়। পালিয়ে যাবার সময় রবার্ট তার মালিকের ঘোড়া, স্লেজগাড়ি ও তার একটি বন্দুকও চুরি করে নেয়। সেবার গত ৬০ বৎসরের তাপমাত্রা ভঙ্গ করে এতই শীত পড়েছিল যে তাতে হওয়াইয়ো নদীর পানি জমে বরফে পরিণত হয়। এই দলটি বরফের ওপর দিয়ে মিসৌরি পার হয়ে কেনটাকি স্টেটসের কভিংটন শহরের সিনসিন্নাটিতে হাজির হয়। এখান থেকে পালিযে যাওয়া ক্রীতদাসের দলটি কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় যাতে করে সহজে ধরা না পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

রবার্ট ও মার্গারেটের সাথে ছিল তাঁদের চার সন্তান, রবার্টের পিতা সিমন এবং তাঁর স্ত্রী মেরি এবং তাঁদের গন্তব্য ছিল সিনসিন্নাটির, মিল ক্রিকে (Mill Creek) অবস্থিত মার্গারেটের চাচা জো কাইটের (Joe Kite) বাসা। দলের অপর ৯ ক্রীতদাস খুব নিরাপদেই সিনসিন্নাটিতে পৌঁছে এবং সেখান থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড রেললাইন দিয়ে কানাডা পালিয়ে যায়। রবার্ট-মার্গারেট পরিবার কাইটের বাসায় আসার পর তিনি ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ স্থানীয় নেতা লেভি কফিনের (Levi Coffin) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কীভাবে এদেরকে রক্ষা করা যায় তার উপদেশ চান। লেভি কফিন গার্নার পরিবারকে সিনসিন্নাটিতে থেকে আরো পশ্চিমে যেখানে অনেক সংখ্যক মুক্ত আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রীতদাস বসবাস করে সেখানে রাতের বেলায় নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।

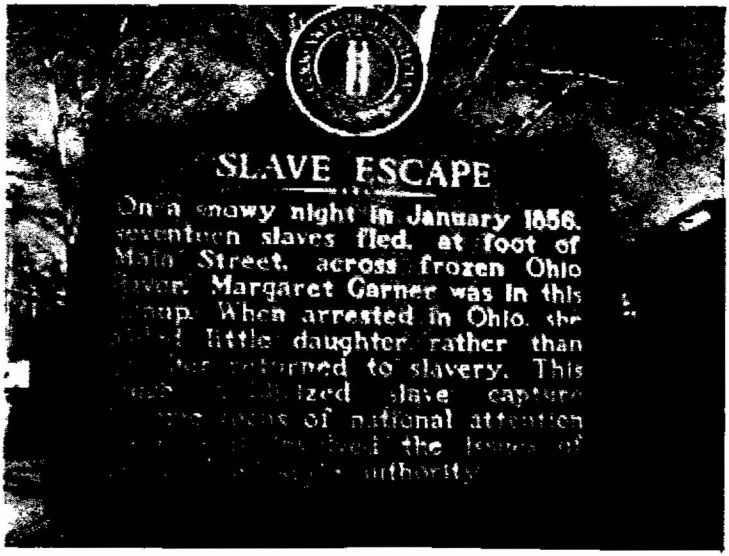

কেনটাকি স্টেটসের কভিংটন শহরের সিক্সথ ও মেইন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে স্থাপিত ঐতিহাসিক ফলকনামা, যেখানে মার্গারেট গার্নারের কাহিনী বর্ণনা করা আছে।

কিন্তু কাইট লেভি কফিনের সাথে সাক্ষাৎ করে বাড়ি ফেরার পূর্বেই ক্রীতদাস ধরে আনার পেশাদারি দল স্লেভ ক্যাচারস (Slave catchers) ও আমেরিকান মার্শালের (U.S. Marshals : ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) সদস্যরা কাইটের বাড়ি ঘেরাও করেন। তাঁরা কিছুক্ষণ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে যখন নিশ্চিত হন যে গার্নার পরিবার এখানেই আছে তখন তাঁরা কাইটের বাড়িতে

www.nagorikpathagar.org

তাণ্ডব শুরু করেন। এর প্রতিত্তোরে রবার্ট গার্নার তাঁর সাথে আনা বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়েন এবং অন্তত একজন ডেপুটি মার্শালকে আহত করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে মার্গারেট তাঁর দুই বৎসরের কন্যাকে একটি ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেন, যাতে করে অন্তত ক্রীতদাস প্রথার বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পায়। মার্গারেট তাঁর অপর সন্তানদেরও হত্যা করতে চেয়েছিলেন এবং কয়েকজনকে আহতও করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দল তাঁকে ধরে ফেললে মার্গারেট আর কাউকে হত্যা করতে পারেননি।

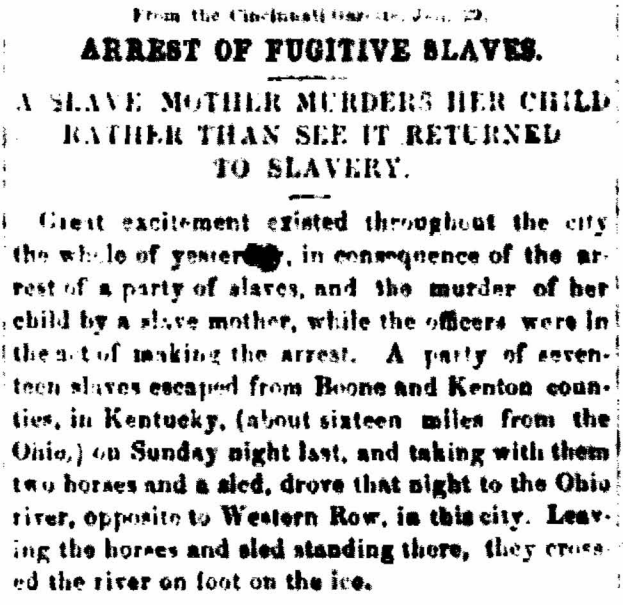

From the Cincinnati Gazette, Jan. 29.

ARREST OF FUGITIVE SLAVES.

A SLAVE MOTHER MURDERS HER CHILD RATHER THAN SEE IT RETURNED TO SLAVERY.

Great excitement existed throughout the city the whole of yesterday, in consequence of the arrest of a party of slaves, and the murder of her child by a slave mother, while the officers were in the act of making the arrest. A party of seventeen slaves escaped from Boone and Kenton counties, in Kentucky, (about sixteen miles from the Ohio,) on Sunday night last, and taking with them two horses and a sled, drove that night to the Ohio river, opposite to Western Row, in this city. Leaving the horses and sled standing there, they crossed the river on foot on the ice.

ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী বুলেটিন Anti-Slavery Bugle-এর ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ সালের সংখ্যায় মার্গারেট গার্নারের ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে।

মার্গারেট একটি মাংস কাটার ছুড়ি দিয়ে গালা কেটে তাঁর কন্যা মেরিকে হত্যা করেন। মার্গারেট তাঁর অপর দুই সন্তানকেও হত্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি কয়লার জন্য ব্যবহৃত সাবল দিয়ে সিলিয়াকে মাথায় আঘাত করেন। ঠিক তখনি স্লেভ ক্যাচার ও মার্শালরা তাঁকে ধরে ফেলে। এভাবেই মার্গারেট হয়ে যান আধুনিক কালের মেদিয়া। গ্রিক পুরানের গল্পে স্বামীর অবিশ্বস্ততার কারণে মেদিয়া তাঁর দুসন্তানকে ছুড়ি দিয়ে হত্যা করেন।

www.nagorikpathagar.org

লেভি কফিন মার্গারেট গার্নারের ধরা পড়ার কাহিনী সম্পর্কে বলেন "একজন মুলাট্টু প্রায় পাঁচ ফুটের মতো লম্বা... তার বয়স হবে আনুমানিক ২১ থেকে ২৩। তাঁর কপালের বাঁ পার্শ্বে এবং চিবুকে পুরনো ক্ষতচিহ্ন ছিল এবং প্রসঙ্গে তার বক্তব্য ছিল কোনো একজন শ্বেতাঙ্গ তাকে আঘাত করায় এ ক্ষত হয়েছিল। তার ছেলে দুটির বয়স ছিল ছয় ও চার বৎসর এবং দুটি কন্যা একটির বয়স ছিল আড়াই বৎসর এবং অপরটি ছিল নেহায়েতই কোলের শিশু।

ধরা পড়ার পর পুরো দলটিকেই জেলে নেওয়া হয়। পরবর্তী ২ সপ্তাহ ধরে এদের বিচারের ট্রায়াল চলে। বিচারক রায় দিতে আরো দুই সপ্তাহ সময় নেন। রায় শুরুর পূর্বে বিচারক জুরি প্রধান বলেন, "এটি ছিল এ জাতীয় মামলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও কঠিন একটি মামলা"। তখন একজন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের শুনানি মামলার রায়ের জন্য এক দিনেরও কম সময় লাগত। এ মামলার সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়টি ছিল মার্গারেট গার্নারকে নিজের কন্যাকে খুনের জন্য একজন মানুষ হিসেবে নাকি ফেডারেল আইনের অধীনে একজন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস হিসেবে যেখানে ক্রীতদাস একটি সম্পত্তি হিসেবে বিচারকার্য পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করা। ওহাইয়োর ডিফেন্স অ্যাটর্নির যুক্তি ছিল ওহাইয়োর নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে তাই তাকে ফেডারেল আইনে নয়, স্টেটস আইনে খুনের বিচার করতে হবে। কিন্তু ক্রীতদাস ধরে আনার দল (Slave Catchers) ও মালিকপক্ষের যুক্তি ছিল ওহাইয়োর ফেডারেল আইন স্টেট আইনের উর্ধ্বে তাই ফেডারেল আইন অগ্রাধিকার পাবে।

ওহাইয়ো নদীর বন্যা প্রতিরোধ বাঁধের দেয়ালে আঁকা ম্যুরালে বরফে জমে যাওয়া ওহাইয়ো নদীর ওপর মার্গারেট গার্নার পরিবার। বিখ্যাত এই ম্যুরালের শিল্পী লুইসিয়ানার রবার্ট ডাফোর্ড (Robert Dafford)

www.nagorikpathagar.org

মার্গারেটের অ্যাটর্নি তাঁর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে মার্গারেটকে ধরা হয়েছে ওহাইয়োতে, যা একটি ফ্রি স্টেট। কাজেই পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস আইন তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয় (১৮০৩ সালে সর্বপ্রথম ওহাইয়ো স্টেট ক্রীতদাসের মালিকানা নিষিদ্ধ করে এবং ওহাইয়ো একটি ফ্রি স্টেটে পরিণত হয়)। কাজেই তাঁর বিচার হতে হবে ওহাইয়োর স্টেট আইন অনুযায়ী যেখানে খুনের জন্য তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এখানে তাঁর অ্যাটর্নি আশা করছিলেন প্রথমে মার্গারেটের খুনের শাস্তি হলেও পরবর্তীতে সে গভর্নরের ক্ষমা পাবে যে রকম আরো অনেক ক্রীতদাসই পেয়েছিল। অন্যদিকে বাদীপক্ষের আসামির যুক্তি ছিল স্টেট আইন কখনো ফেডারেল আইনের উপরে নয় কাজেই তার বিচার হবে Fugitive Slave Law ফেডারেল আইনে। প্রতিদিন কোর্ট চলার সময় হাজার হাজার মানুষ এই মামলার শুনানির জন্য আদালতের ভেতর ও রাস্তায় উপস্থিত থাকতেন। কেবলমাত্র নগরীর মানুষদের সুশৃঙ্খল রাখার জন্য তখন ৫০০ জনকে নিয়োজিত করা হয়।

জুরি সভাপতি পেন্ডেরি (Pendery) রুলিং দেন যে ফেডারেল Fugitive Slave Law, স্টেট ল-এর উপরে কাজেই গার্নারের বিচার হবে Fugitive Slave Law আইনে। গার্নারের আইনজীবীদের একজন জন জলিফ (John Jolliffe) তখন যুক্তি দেখান যে "ফেডারেল Fugitive Slave Law আইনে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়নি তাই এই আইনে বিচার মানে নিকৃষ্ট কর্মের মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথা পুনরায় ফিরিয়ে আনা।" বিচারক তাঁর এই যুক্তিকে খণ্ডন করে দেন।

বিচারের শেষ দিন ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী আন্দোলনকর্মী লুসি স্টোন মার্গারেটের পক্ষে কথা বলার জন্য দাঁড়ান এবং তিনি বলেন যে মার্গারেট দুটি ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে যৌন সম্পর্কের কথা তাঁকে বলেছেন, যা এই মামলার একটি বড় অধ্যায় এবং তিনি জনাকীর্ণ কোর্টে প্রত্যেককে মার্গারেটের সন্তানদের এবং এ কে গেইনসের চেহারা মনে করার জন্য বলছি "এই নিগ্রো শিশুদের চেহারা দেখেই বোঝা যায় এই নারী ক্রীতদাসী কেমনভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর কন্যাকে বেঁচে থাকার পরিবর্তে নিজেই হত্যা করেন। তাঁর অন্তরের অন্তরস্থল থেকে বলছিল এই কন্যাসন্তানকে ক্রীতদাসী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাকে ঈশ্বরের নিকট প্রেরণ করাকেই উত্তম মনে করেছেন। তাই কে বলবে সে সঠিক কাজটি করেননি?"

মার্গারেট গার্নার এজাতীয় কঠিন কাজ করার পেছনে একটি মাত্র কারণ ছিল তা হলো তাঁর ওপর তার মালিকের নিপীড়ন ও অত্যাচার। আর এ-জাতীয় অত্যাচার যে শুধু গার্নারই সহ্য করেছেন তা নয়, পুরো দেশজুড়েই

www.nagorikpathagar.org

নারী ক্রীতদাসীরা ছিল এ-জাতীয় নিপীড়নের শিকার। নারীরা তাঁদের শিশুদেরকে ক্রীতদাস প্রথার বেড়ি থেকে চিরতরে মুক্তি দেওয়ার জন্য গর্ভপাত কিংবা শিশু হত্যার মতো জঘন্য ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতেন। আর গার্নারের বেলায় আরো ঝামেলা ছিল কারণ তাঁর সন্তারা ছিল মুলাট্টু। কৃষিখামারে কর্মরত ক্রীতদাস শ্রেণি এবং মালিক শ্রেণি উভয়ের নিকটই মুলাট্টুরা ছিল অভিশাপের মত। মুলাট্টু শিশুর জন্ম মানে মালিক সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্টতা, যা তাঁর নিজ পরিবারের জন্যও ছিল অস্বস্তিকর এবং মুলাট্টু শিশুর জন্মের কারণে স্ত্রীদের নিকট মালিকরা হতেন অবিশ্বস্ত।

মালিক পরিবারের নিকট এ সকল শিশুর গণ্য হতো পাপের ফসল হিসেবে এবং তাই এ সকল শিশুদেরকে কারণে-অকারণে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হতো আর একটি সময়ে তাকে অন্য কোথাও বিক্রয় করে দেওয়া হতো। গার্নার তাই তাঁর সন্তানকে কেবল ক্রীতদাস প্রথার শৃঙ্খলতা থেকেই মুক্তি দিতে চাননি, মুলাট্টু হয়ে বেঁচে থাকার অপবাদ থেকেও তাদেরকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

মার্গারেট গার্নারকে খুনের দায়ে শাস্তি দেওয়া হয়নি কিন্তু তাঁকে স্বামী রবার্ট গার্নার ও তাঁর নয় মাসের শিশু সন্তানসহ মালিকের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তীতে ওহাইয়ো স্টেট খুনের মামলার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করতে গেলে মার্গারেটকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর মালিক আর্চিবাল্ড তাঁকে কেনটাকির এক স্থান থেকে আরেক স্থানে কিছুদিন পরপরই সরিয়ে নিতেন। ওহাইয়োর পুলিশ তাঁকে কভিংটনে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে এবং ফ্রাঙ্কফোর্ট তাঁর সন্ধান পেলেও তাঁকে ধরতে পারেনি। সর্বশেষ তাঁকে যখন গ্রেফতার করতে যায় তখন তাঁর মালিক তাঁকে নিয়ে বাষ্পচালিত ফেরিতে করে আরাকানসাসের লুইসভিলে (Louisville) তাঁর ভাইয়ের কৃষিখামারে উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার পক্ষের পত্রিকা The Liberator-এর ১১ মার্চ ১৮৫৬ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় হেনরি লুইস নামে বাষ্পচালিত যে নৌকায় করে গার্নারকে আরাকানসাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পথিমধ্যে অপর আরেকটি নৌকার সাথে সংঘর্ষ হলে হেনরি লুইস ডুবে গেলে মার্গারেট ও তাঁর শিশু সন্তান নদীতে ছিটকে পড়েন। মার্গারেটের শিশু সন্তানটি পানিতে ডুবে মারা যায়। কথিত আছে যে মার্গারেট এতে খুশিই হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি নিজেও ডুবে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। মার্গারেট ও রবার্টকে স্বল্প সময়ের জন্য আরাকানসাসে রাখা হয় এবং সেখান থেকে তাঁদেরকে পুনরায় নিউ

www.nagorikpathagar.org

অরলেন্সে গেইন পরিবারের এক বন্ধুর বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে রাখা হয়। এরপর গেইনস পরিবার এই ঘটনার আড়ালে চলে যায়।

রবার্ট গার্নার ও মার্গারেট গার্নার নিও অরলেন্সেও অল্প সময় কাজ করেছেন এবং ১৮৫৭ সালে তাঁকে বিচারপতি ডিউইট ক্লিনটন বোনহেমের (Dewitt Clinton Bonham) নিকট বিক্রয় করে দেওয়া হয়। ডিউইট ক্লিনটন বোনহান তাঁদেরকে মিসিসিপিতে তাঁর কৃষিখামারে কাজ করার জন্য নিয়োগ করেন। রবার্ট গার্নারের ভাষ্য মতে এক বৎসর পর ১৮৫৮ সালে মার্গারেট টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি আরো বলেন, মৃত্যুর সময় মার্গারেট তাঁকে বলেছিলেন, 'কোনো ক্রীতদাসকে কখনোই বিয়ে করবে না আর মুক্তির আশায় বেঁচে থাকো।' ২০১০ সালে প্রকাশিত মার্ক রেইনহার্ডের (Mark Reinhardt) বই "Who Speaks for Margaret Garner?"এর তথ্য অনুযায়ী রবার্ট গার্নার ১৮৭১ সালে মারা যান।

www.nagorikpathagar.org

আফ্রিকার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা

ক্রীতদাস ব্যবসায়ী টিপ্পু টিপ (টিব), যাঁর প্রকৃত নাম ছিল হামাদ বিন মুহাম্মদ বিন জুমাহ বিন রজব বিন মোহাম্মদ বিন সাইদ আল মুরগাহবি

www.nagorikpathagar.org

টিপ্পু টিপ (টিব) যাঁর প্রকৃত নাম ছিল হামাদ বিন মুহাম্মদ বিন জুমাহ বিন রজব বিন মোহাম্মদ বিন সাইদ আল মুরগাহবি (Hamad bin Muḥammad bin Jumah bin Rajab bin Muḥammad bin Said al Murghabi : ১৮৩৭ –জুন ১৪,১৯০৫) ছিলেন একজন সাওয়াহিলি-জানজিবার (Swahili-Zanzibari) ক্রীতদাস ব্যবসায়ী।

তাঁর ব্যবহৃত বন্দুকে যে ধরনের শব্দ হতো তা থেকে স্থানীয় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরা তাঁকে টিপ্পু টিব (Tippu Tib) নামে অভিহিত করে। একজন দক্ষ হাতির দাঁতের ব্যবসায়ী, অভিযাত্রী ও কৃষিখামারের মালিক টিপ্পু জানজিবারের সুলতান হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। টিপ্পু জানজিবারের লবঙ্গ কৃষিখামার ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন ও কৃষিখামারের শ্রমিকের প্রয়োজন মেটাতেই সরাসরি ক্রীতদাস ব্যবসায়ও জড়িয়ে পড়েন। তিনি সেন্ট্রাল আফ্রিকায় ব্যবসায়িক কারণে অনেক বার যাত্রা করেছেন যার মূল কারণ ছিল হাতির দাঁত ক্রয়-বিক্রয়। তিনি আফ্রিকান ব্যবসায়ীদের নিকট হতে সস্তায় হাতির দাঁত সংগ্রহ করতেন ও পরবর্তীতে তা প্রচুর মুনাফায় অন্য ব্যবসায়ী বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের নিকট বিক্রয় করতেন।

প্রথম জীবনে টিপ্পু টিব নিজকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন ও পরবর্তীতে তিনি জানজিবারে লবঙ্গ কৃষিখামার ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। তানজানিয়ার দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর আবদুল শেরিফ (Abdul Sheriff) বর্ণনা করেন যে ১৮৯৫ সালে টিপ্পু টিপের সাতটি লবঙ্গ কৃষিখামার ছিল এবং সে সাথে তার ছিল ১০,০০০ ক্রীতদাস। তাঁর মায়ের নাম ছিল বিনতে হাবিন বিন বাসির (Bint Habib bin Bushir) যিনি ছিলেন মাস্কাটের শাসক গোষ্ঠীর একজন আরব মহিলা। তাঁর পিতা এবং পিতামহ ছিলেন সাওহিলি আরব, যাঁরা বাণিজ্যের জন্য আফ্রিকার অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন। তাঁর পৈতৃক দিকে দিয়ে গ্রেট মাতামহী ছিলেন রজব বিন মোহাম্মদ বিন সায়েদ আল মারগেবিবের (Rajab bin Mohammed bin Said el Murgebi) স্ত্রী ও জুমা বিন মোহাম্মদ আল নেবাহিনীর (Juma bin Mohammed el Nebhani) কন্যা যিনি ছিলেন তৎকালীন মাস্কাটের অন্যতম এক স্বনামধন্য ব্যক্তি।

আফ্রিকার অভ্যন্তরে টিপ্পু টিবের প্রথম বাণিজ্যিক অভিযাত্রা ছিল ১৮৫০ এর শেষদিকে কিংবা ১৮৬০ এর শুরুর দিকে। তখন তাঁর সাথে অল্প কয়েকজন সহযোগী ছিল। ১৮৬০ সালের শেষদিকে এসে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় অভিযান পরিচালনাকারী এবং তখন তাঁর সহযোগী ছিল প্রায় ৪,০০০ মানুষ। এর অল্প সময় পর তিনি কঙ্গো নদীর কেন্দ্র ও উত্তরাঞ্চলে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

নিজস্ব স্টেট গঠনে মনোযোগী হন। তিনি একটি বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের মালিক হন এবং সেখানকার আঞ্চলিক নেতাদের বশে এনে তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন।

জানজিবারের 'স্টোন টাউনে হাউস অব ওয়ান্ডারস' জাদুঘরে টিপ্পু টিবের পোর্টেট

টিপ্পু টিবের সকল কর্মকাণ্ডেই প্রাধান্য পেত তাঁর নিজস্ব বাণিজ্য। একসময় তিনি হাতি শিকার ও হাতির দাঁতের ব্যবসায় একচেটিয়া অবস্থানে ছিলেন। তাঁর বাণিজ্যের পরিধি বাড়ানোর জন্য তিনি নিজেই রাস্তাঘাট তৈরি করেন এবং যে সকল অঞ্চলে আরব বসতি আছে বিশেষ করে কাসোঙ্গো (Kasongo) ও কঙ্গো নদীর উপরের দিকের অঞ্চল নিজস্ব কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

১৮৭৪ সালে তিনি নিজেই সেখানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করা শুরু করেন। টিপ্পু টিব মানিয়েমা অঞ্চলে (Maniema region) লোমানি নদীর তীরে একটি মনোরোম প্রাসাদ তৈরি করেন। ব্রিটিশ অভিযাত্রী ভি এল ক্যামেরুন ১৮৭৪ সালে টিপ্পু টিবের সাথে এই বাড়িতেই সাক্ষাত করেন।

টিপ্পু টিব অনেক পশ্চিমা অভিযাত্রী যারা আফ্রিকা মহাদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হেনরি মর্টন স্ট্যানলি (Henry Morton Stanley)। ১৮৮৪- ১৮৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তাঁর নিজের ও জানজিবারের সুলতান বারগাস বিন সায়েদ আল বুসায়েদির (Bargash bin Said el Busaidi) জন্য পূর্ব কঙ্গো দাবি করে বসেন। তাঁর নিজের জানজিবারের স্বার্থ দেখার কথা থাকলেও তলে তলে তিনি জানজিবারের স্বার্থ বিকিয়ে ইউরোপিয়ানদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন।

১৮৭৬-৭৭ সালে টিপ্পু টিব ব্রিটিশ অভিযাত্রী হেনরি মর্টন স্ট্যানলির কঙ্গো অভিযাত্রায় সহযোগী হন এবং তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করে কঙ্গো নিয়ে যান। ১৮৮০ সালে জানজিবারের সুলতান বারগাস, টিপ্পুকে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ডের (Leopold II of Belgium) হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কঙ্গোতে অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু এরই মধ্যে টিপ্পু জানজিবারের সুলতান বারগাসের সাথে সখ্যতা ছিন্ন করেন। ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত টিপ্পু কঙ্গোতে অবস্থান করেন এবং জানজিবারের ফেরার সময় প্রচুর পরিমাণে হাতির দাঁত নিয়ে যান।

১৮৮৬ সালে কঙ্গোর স্ট্যানলি ফলসে (Stanley Falls) সোওয়াহিলি আরব ও বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ডের প্রতিনিধির সাথে যুদ্ধ শুরু হলে টিপ্পু বেলিজিয়ামের কনসালের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কারণ তিনি দিব্যি দেখতে পেয়েছিলেন এ অঞ্চলে দ্রুত ক্ষমতার হাতবদল হতে যাচ্ছে। ১৮৮৭ সালে হেনরি মর্টন স্ট্যানলি জানজিবারে আসেন এবং টিপ্পু টিবকে কঙ্গোর স্ট্যানলি ফলস জেলার গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব দেন। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ড ও জানজিবারের সুলতান বারগাস বিন সায়েদ উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হলে টিপ্পুও গভর্নর হতে সম্মত হন।

এরই মধ্যে কঙ্গো সমতল অঞ্চল লিওপল্ড দাবি করলে ইউরোপিয়ান গোষ্ঠীও তা সমর্থন করে এবং টিপ্পু তখন বুঝতে পারেন যে লিওপল্ডের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তাই তিনি ১৮৮৭ সালে ইউরোপিয়ানদের সাথে চুক্তি করেন তাঁকে স্ট্যানলি ফলস-এর গভর্নর বানানোর চুক্তি করেন। কিন্তু বাস্তবে এটি সম্ভব ছিল না কারণ ইউরোপিয়ানরা

www.nagorikpathagar.org

সকল আরব বণিকদেরকে টিপ্পু টিবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। টিপ্পু টিব এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য ইউরোপিয়ানদের নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহ চেয়েছিল কিন্তু ইউরোপিয়ানরা তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। অন্যদিকে ইউরোপিয়ানদের সাথে সখ্যতার কারণে অনেক আরব ব্যবসায়ী টিপ্পু টিবের বিরুদ্ধে চলে যান। এ সকল কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে ১৮৯০ সালে টিপ্পু টিব স্ট্যানলি ফলস থেকে জানজিবারে ফিরে যান।

টিপ্পু টিবের ১৭৫ বৎসরের পুরনো বাড়িটি বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ছবিতে টিপ্পু টিবের বাড়ির প্রধান ফটক

www.nagorikpathagar.org

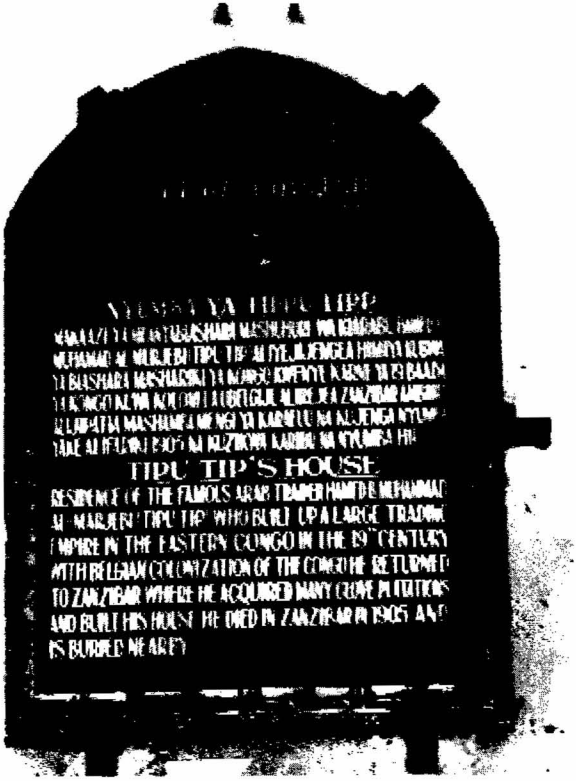

টিপ্পু টিবের সংরক্ষিত বাড়িতে পরিচয় ফলক

টিপ্পু টিবের ছেলে সেফু তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ ও একসময়ের আফ্রিকার বাণিজ্যে সহযোগী নগোঙ্গো (Ngongo) ও লুটেটিকে (Lutete) তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু এরই মধ্যে লুটেটি কঙ্গোর পক্ষে চলে যায় এবং অন্যদিকে আরব ব্যবসায়ীদের ওপর রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণের পরিণতি হয় ভয়াবহ এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে সেফু নিহত হন। যদিও টিপ্পু টিব ইউরোপিয়ানদের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ থেকে তাঁর পুত্রকে বাঁচানোর সকল চেষ্টাই করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। পরবর্তী বৎসরগুলো টিপ্পু টিব মামলা মোকদ্দমা মোকাবিলাতেই ব্যস্ত ছিলেন। টিপ্পু টিব ১৪ জুন ১৯০৫ সালে পুরনো জানজিবারের স্টোন টাউন (Stone Town) শহরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

www.nagorikpathagar.org

মসিরি, ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে মিসিরির পোর্ট্রেট

মসিরি (১৮৩০-১৮৯১) ছিলেন ইয়েকে (Yeke Kingdom) রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইয়েকে, গারানগাঞ্জ (Garanganz kingdom) রাজত্ব নামেও পরিচিত। বর্তমানের কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের উত্তর-দক্ষিণ দিকে এই রাজত্বের অবস্থান ছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত এই রাজত্ব টিকে ছিল। ফরাসি লেখনীতে মসিরি এম সিরি (M'Siri) নামে পরিচিত মিসিরির পুরো নাম ছিল মুয়েন্ডা মিসিরি নেগলেনওয়া সিতাম্বি (Mwenda Msiri Ngelengwa Shitambi)

www.nagorikpathagar.org

মসিরির উত্থান : টাবুরা থেকে কাটাঙ্গা (Tabora to Katanga)

মসিরি ছিলেন তানজানিয়ার টাবুরা অঞ্চলের একজন নায়ামওয়েজি (Nyamwezi : দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা ও তানজানিয়ার ১২০টি উপজাতির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি) উপজাতি ও ধনী ব্যবসায়ী। তাঁর পিতার নাম ছিল কালাসা (Kalasa) যিনি তামা, হাতির দাঁত, ও ক্রীতদাস বাণিজ্যে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। কালাসা এই বৃহৎ ব্যবসা তিনি নিয়ন্ত্রণক করতেন জানজিবারের সুলতান, আরব ও সোওহালি এজেন্টদের মাধ্যমে। উত্তরাধিকার সূত্রেই মসিরি এই পিতার বিশাল বাণিজ্যের মালিক হন এবং তাঁর বাণিজ্যকে টাবোরা হতে লেক টাঙ্গানিকা (Lake Tanganyika) হয়ে লেক মেওয়রু (Lake Mweru) ও কাটাঙ্গা (Katanga) পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

১৮৫০ সালের দিকে মসিরি পিতা কাসাঙ্গা কোনো একজন ওয়াসাঙ্গা প্রধানের সাথে পণ্যের বিনিময়ে আফ্রিকার অভ্যন্তর থেকে তামার ও হাতির দাঁত আনার জন্য বাণিজ্যে বের হন। ওয়াসাঙ্গা উপজাতিদের সাথে স্থানীয় লুন্ডা (Lunda) উপজাতির দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল এবং লুন্ডারা বেশ কয়েকবার ওয়াসাঙ্গাদের ওপর আক্রমণ করে। মসিরি ও তাঁর দল শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য বন্দুক বহন করতেন অন্যদিকে লুন্ডারা ব্যবহার করত স্থানীয় অস্ত্র যেমন তীর-ধনুক ইত্যাদি। তাই সেবার মসিরির বন্দুকের আক্রমণের মুখে লুন্ডরা টিকে থাকতে পারেনি এবং সেবার তারা প্রচুর পরিমাণে তামা ও হাতির দাঁত নিয়ে ফিরে আসে। এর ফলে ওয়াসাঙ্গা প্রধান মসিরির ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয় এবং তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনে পরিণত হন।

পরের বৎসর মসিরি বেশ বড় দল নিয়ে কাটাঙ্গা আসেন এবং সেখানকার প্রধানকে সরিয়ে নিজেকে কাটাঙ্গার প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। তবে অপর সূত্রে জানা যায় যে মসিরি কাটাঙ্গার প্রকৃত উত্তরসূরিকে হত্যা করে নিজকে প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। মসিরি একসময় অনুধাবন করতে পারেন যে বন্দুক দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় আর তাই তাঁর দরকার গোলাবারুদ। কাটাঙ্গাতে তাঁর তামা ও হাতির দাঁতের ব্যবসার মুনাফা দিয়ে দিয়ে তিনি বন্দুক ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতেন। একসময় তিনি তাঁর অনুগত স্থানীয়দের নিয়ে মিলিশিয়া গঠন করেন এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো দখল করতে থাকেন। তিনি লুবা (Luba) রাজকীয় পরিবারের এক মেয়েকে বিয়ে করেন, উদ্দেশ্য ছিল লুবা গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং একই সাথে স্ত্রীকে দিয়ে গুপ্তচর কাজ করানো। এভাবে একসময় মসিরি খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। পারস্পরিক ব্যবসার স্বার্থে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাবশালী হাতির দাঁত, তামা ও ক্রীতদাস ব্যবসয়ী এবং কৃষিখামারের মালিকরা টিপ্পু টিবের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলেন।

www.nagorikpathagar.org

টিপ্পু টিব স্থানীয় উপজাতিদের সাথেও মিত্রতা গড়ে তোলেন এবং একপর্যায়ে হয়ে ওঠেন একজন প্রভাবশালী আন্তমহাদেশীয় ব্যবসায়ী।

পার্শ্ববর্তী কাজেম্বি (Kazembe) ছিল ২৫০ বৎসরের একটি পুরনো একটি প্রভাবশালী রাজত্ব, যা সে সময় শাসন করতেন ৮ম মওয়াটা কাজেম্বি (Mwata Kazembe VIII)। বিখ্যাত স্কটিশ মেডিকেল মিশনারি ডেভিড লিভিংস্টোন ১৮৬৭ সালে কাজেম্বি প্রধান ৮ম মওয়াটা কাজেম্বির সাথে সাক্ষাৎ করেন। মসিরি এরই মধ্যে তখন কাজেম্বির প্রায় বড় অংশটুকুই দখল করে রেখেছিলেন। অপরদিকে পূর্বের এক যুদ্ধে কাজেম্বিদের হাতে টিপ্পু টিব বাহিনীর ৬ জন মারা যাওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন টিপ্পু টিব। ১৮৭০ সালে টিপ্পু টিব মসিরির সাথে আঁতাত করে ৮ম মওয়াটা কাজেম্বির ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে। হত্যার পর মসিরি তার অনুগত একজনকে সেখানকার নেতা বানায়। এভাবে মসিরি দক্ষিণ-পূর্ব কাটাঙ্গা অঞ্চলের তামার ব্যবসা সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

মসিরির চতুর নীতি

এই অঞ্চলে সশস্ত্র পাহারা দিয়ে বাণিজ্য বিস্তারে মসিরি খুবই সফল হয়েছিলেন এবং আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে নিজের বাণিজ্য রুট নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিবেশীদেরকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তবে নিষ্ঠুরতাই নয়, তিনি আশপাশের শত শত উপজাতি শাসক ও ব্যবসায়ীদের সাথে ভিন্নভাবে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি প্রায় প্রতিটি উপজাতি হতেই ন্যূনতম একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এভাবে একসময় তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে যায়। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের প্রধানের পরিবার থেকে একজনকে বিয়ে করতেন যার বিনিময়ে গ্রামপ্রধানরা মসিরির কোর্টের প্রতিনিধি হওয়ার লোভে তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতেন।

কিন্তু মসিরির নীতি ছিল ভিন্ন। তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে প্রধানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং যাচাই করে দেখতেন তারা আসলেই তাঁর ওপর কতটুকু অনুগত। যদি কোনো উপজাতি কিংবা গ্রামপ্রধান মসিরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন তখন মসিরি সেই স্ত্রীকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করতেন। মসিরি অন্যদিকে অপরাপর প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও কৃষিখামারের মালিকদের পরিবার থেকেও স্ত্রী গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মারিয়া ডি

www.nagorikpathagar.org

ফনসেকা ছিলেন একজন পর্তুগিজ এঙ্গোলিয়ান। মারিয়ার ভাই কইমব্রার সাথে (Coimbra) মসিরির যৌথ ব্যবসা ছিল। নিজের মিত্রতা আরো বিস্তৃত করার জন্য সে তার এক কন্যাকে বিয়ে দেয় অপর প্রভাবশালী ক্রীতদাস ব্যবসায়ী টিপ্পু টিবের (Tippu Tib) সাথে।

MARIA DE FONSECA, FAVORITE DE MSIRI

মসিরি'র প্রিয়তমা স্ত্রী মারিয়া ডি ফনসেকা (Maria de Fonseca)।
ফনসেকা মসিরির পালিত পুত্রের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন

অগ্রসরমান ইউরোপিয়ান কলোনি শক্তি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকলে কীভাবে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা যায় তার একটি পথ খুঁজে বের করার জন্য ১৮৮৪ সালে মসিরি স্কটিশ মিশনারি ফ্রেডরিক স্ট্যানলি আরনটকে (Frederick Stanley Arnot) তাঁর রাজধানী বুনকেয়াতে আমন্ত্রণ জানান। অবশেষে ১৮৮৬

www.nagorikpathagar.org

সালে আরনট কাটাঙ্গাতে বসবাস করা শুরু করেন। তিন বৎসর পর আরনট ব্রিটেনে ফিরে যান আরো বেশি মিশনারিকে কাটাঙ্গাতে কাজ করাতে রাজি করানোর জন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন চার্লস সোয়ান (Charles Swan) ও ড্যান ক্রাফোর্ড (Dan Crawford)। মিশনারিরা কাজ করতে সম্মত হলেও সেখানে নিজ উদ্যোগে রাজি হননি তবে পরবর্তীতে তাঁরা মসিরির প্রস্তাবে সম্মত হন। তবে মিশনারিদের নিমন্ত্রণ করে তাঁর অঞ্চলে কাজ করতে দেওয়ার পেছনে মসিরির আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল তা হলো ইউরোপিয়ানদের সাথে কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে তিনি তাঁদেরকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করবেন।

১৮৯০ সালের ব্রিটিশ অভিযান ও মসিরিকে হত্যা

Cecil Rhodes' British South Africa Company (BSAC) ও বেলজিয়ান রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ডের Congo Free State (CFS) মসিরির সাথে চুক্তি করতে চেয়েছিল নিজেদের কলোনি শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। এজন্য তারা মসিরির অধীনস্থ কয়েকজন আঞ্চলিক প্রধানকেও প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দলে নিয়ে যায়, ফলে তারা মসিরির প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৯০ সালে আলফ্রেড সার্পের (Alfred Sharpe) পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য বুনকেয়া আসেন। সার্প চুক্তি স্বাক্ষর করলে মসিলি লাভবান হবেন বক্তব্য প্রদান করলেও সেখানে অবস্থানরত মিশনারি সোয়ান ও ড্যান ক্রাফোর্ড মসিরিকে চুক্তিটি অনুবাদ করিয়ে পড়ে তারপর স্বাক্ষর করতে উপদেশ দেন। চুক্তিটি অনুবাদ করে পড়ে শোনানোর পর মসিরি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। ফলে সে যাত্রা সার্পকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়। মিশনারি সোয়ান ও ড্যান ক্রাফোর্ডকে পরবর্তী ইংল্যান্ড তিরস্কার করে। ১৮৯১ সালে লিওপল্ডও একটি দল প্রেরণ করেন যাতে করে মসিরি কাটাঙ্গাতে সিএফএস পতাকা উড়াতে দেয় কিন্তু চুক্তিতে অনেক কিছুই স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় মসিরি এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন নি।

এরই মধ্যে বেলজিয়ামের রাজা লিওপল্ডের (Leopold II) নির্দেশে কাটাঙ্গাতে সিএফএস পতাকা উড়িয়ে তার দখল নেওয়ার নির্দেশ দেন। লিপল্ডের নির্দেশে ১৪ ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে সিএফএস, ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্টেয়ারের (Captain William Stairs) নেতৃত্বে বুনকিয়াতে (Bunkeya) অভিযান পরিচালনা করে যা Stairs Expedition নামে পরিচিত। কাটাঙ্গা দখল নেওয়ার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তা করারও অনুমতি দেন লিওপল্ড।

www.nagorikpathagar.org

মসিরির সাথে আলোচনা শুরু হলে একপর্যায়ে মসিরি চুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হন তবে শর্ত জুড়ে দেন তাঁকে এর বিনিময়ে গোলা বানানোর পাউডার সরবরাহ করতে হবে।

স্টেয়ার অভিযানের ডাক্তার জোসেফ মলোনের (Joseph Moloney) বর্ণনায় জানা যায় যে, ক্রিশ্চিয়ান ডি বনচাম্পস (Christian de Bonchamps) নামে তৃতীয় একজন অফিসারকে প্রেরণ করা হয় মসিরির সাথে আলোচনা করার জন্য। মসিরি তার অনুমতি ছাড়া কাসাঙ্গাতে সিএফএস পতাকা উড়ানোর জন্য তাদেরকে রাতের মধ্যে বুনকেয়া ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিলে তারা বুনকেয়ার বাইরে মুনেমা (Munema) নামক গ্রামে চলে যায়। পরের দিন ২০ ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে ক্যাপ্টেন স্ট্যায়ার মসিরিকে গ্রেফতার করে ধরে আনার জন্য তার দ্বিতীয় কমান্ড বেলজিয়ান সৈনিক ল্যাফটেন্ট ওমের বডসনকে (Omer Bodson) ১০০ অস্ত্রধারী সেন্যসহ বনচাম্পসে প্রেরণ করেন। ভয়াবহ যুদ্ধ হবে জেনেও বডসন মুনেমা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং সেখানে তাদেরকে মসিরির ৩০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

মসিরির কর্তিত মস্তক

মসিরি সাথে আলোচনার সময় বডসনের দাম্ভিকতায় মসিরি রাগে কিছুক্ষণ চুপ ছিলেন তারপর হঠাৎ করেই কোমর থেকে তাঁর ছুরি বের করেন আর সাথে সাথেই বডসন (Bodson) তাঁর কোমর থেকে রিভলবার নিয়ে পরপর তিনটি গুলি ছোড়েন এবং তাতেই মসিরি মার যান। উল্লেখ্য, এই ছোরাটি মসিরিকে উপহার দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্টেয়ার। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং বডসন মসিরির বাহিনী কর্তৃক মারাত্মক জখন হন এবং পরবর্তীতে মারা যান। তবে গারানগাঞ্জের প্রচলিত ইতিহাস একটু ভিন্ন। সেখানে বলা হয়েছে মসিরি বডসনকে হত্যা করেন এবং তারপর অভিযানের অন্য কোনো সদস্য আড়াল থেকে গুলি করে মসিরিকে হত্যা করেণ।

১৮৯২ সালে প্যারিসে প্রকাশিত ডি বনচ্যাম্পসের এক নিবন্ধে বলা হয় যে মসিরিকে হত্যার পর তাঁর মৃতদেহ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার দেহ হতে মাথা কেটে একটি উঁচু পোলের ওপর টানিয়ে রাখা হয়। মিশনারি ড্যান ক্রফোর্ডের (Dan Crawford) মতে যিনি ঘটনাস্থল থেকে ৪০ মাইল দূরে ছিলেন বডসন মসিরিকে গুলি করে হত্যা করার পর তাঁর দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলে 'আমি একটি বাঘ হত্যা করেছি' বলে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। গারানগাঞ্জের প্রচলিত মিথ থেকে জানা যায় যে ক্যাপ্টেন স্ট্যায়ার

www.nagorikpathagar.org

মসিরির মস্তকবিহীন মৃতদেহ মসিরির লোকজনদের নিকট ফেরত দিলে তাকে কবর দেওয়া হয়। মস্তকটি তিনি তাঁর হেফাজতেই রাখেন। তবে মসিরির মস্তকটি ছিল অভিশপ্ত, যেই এর মালিকানা নিয়েছে তাদের সকলেরই স্বল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ক্যাপ্টেন স্ট্যায়ারের কথা বলা যেতে পারে মসিরি হত্যা অভিযানের ৬ মাস যেতে না যেতেই ক্যাপ্টেন স্ট্যায়ার ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কারণ বাড়ি ফেরার সময় একটি কেরোসিনের টিনে তিনি মসিরির কর্তিত মস্তকটি বহন করছিলেন।

মসিরির উত্তরসূরিদের ইতিহাস হলো তাঁর কর্তিক মস্তকটি জাম্বিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে পাথরের নিচে কবর দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে মসিরির বাহিনী বডসনসহ অভিযানে জড়িত সকল বিদেশি সেনাকেই হত্যা করে। ১৯৯৮ সালে কঙ্গোর বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তিশিবুম্বা কান্ডা মাটুলু (Tshibumba Kanda Matulu) বর্ণনা করেছেন যে, 'সত্য হলো এই যে আমরা আসলেই জানি না তাঁর মাথার শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল। এটি কি ইউরোপের কোনো জাদুঘরে আছে নাকি রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ডের বাড়িতে কিংবা অন্য কারো নিকট? এখন পর্যন্ত আমরা তা জানি না।'

মসিরিকে হত্যার পর কাটাঙ্গা

স্টেয়ার অভিযানে মসিরি বাহিনীর অনেক সদস্য মারা যায় এবং স্থানীয় সাধারণ অধিবাসীরা পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন স্টেয়ার মসিরির এক পালিত পুত্রকে কাটাঙ্গার প্রধান নির্বাচিত করে অবশ্য তার প্রশাসনিক এলাকা খুবই সংকুচিত। স্টেয়ার বাহিনী ওয়াসাঙ্গার কৃতত্ব গ্রহণ করে, যা মসিরি ৩০ বৎসর আগে দখল করেছিল। ৭ সপ্তাহ পর স্টেয়ার অভিযান সমাপ্ত হয় এবং তারা চলে যায় যদিও এরই মধ্যে আরেকটি ছোট দল কাটাঙ্গাতে আসে। তবে উত্তর কাটাঙ্গাতে সিএফস সৈন্য ছাড়া যাওয়াটাই ছিল এক দুরূহ ব্যাপার কিন্তু এরই মধ্যে সব সিএফএস সৈন্য চলে গিয়েছিল। তা ছাড়া স্থানীয় প্রধানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। মিশনারি ড্যান ক্রাফোর্ড কাসাঙ্গা ত্যাগ করে লেক মওরাতে (Lake Mweru) চলে যান এবং সেখানে নতুন মিশন শুরু করেন।

ব্রিটিশরা সিএফএস দাবি মেনে নেয় এবং এঙ্গোলা- বেলজিয়ান চুক্তি স্বাক্ষর হয় ১৮৯৪ সালে। দক্ষিণ-পূর্ব কাটাঙ্গা থেকে লেক তাঙ্গানিকা রুটের (Lake Tanganyika) ক্রীতদাস বাণিজ্য অনেক কমে আসে। তবে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বেলজিয়াম স্টেট কর্তৃপক্ষ কঙ্গোর প্রশাসনিক দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত লিওপল্ড তাঁর এজেন্টদের মাধ্যমে সেখানে ক্রীতদাস ব্যবসা চালিয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

শিল্পীর তুলিতে বুনকিয়াতে মসিরির কম্পাউন্ড। চারটি পোলের ওপর নিহত শত্রুদের কর্তিত মস্তক ঝোলানো। পোলের নিচে মসিরির অনুগণত কয়েকজন সৈন্য

কথিত আছে যে মসিরি তাঁর শত্রু ও বিদ্রোহীদের কান কেটে ফেলতেন। তারপর তাদেরকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখতেন এবং একসময় তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যেত। আবার তাঁর একটি কুঁড়েঘরে হিংস্র কুকুর রাখতেন যাদেরকে সাধারণত অভুক্ত রাখা হতো। শত্রুকে জীবন্ত এই কুকুরদের সামনে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো তাকে কামড়ে খেত। শত্রু ও বিদ্রোহীদের হত্যার পর তাদেরকে মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ছিল এক ধরনের অলিখিত নিয়ম। তবে দুঃখজনকভাবে মসিরিকেও এভাবে মরতে হয়েছিল। ১৮৯১ সালে মসিরির রাজধানী বুনকেয়া ও আশপাশের গ্রামগুলোতে ৬০০,০০০-৮০০,০০০ লোক বসবাস করতেন। মসিরির মৃত্যুর ১ বৎসরের মধ্যেই সেখানকার জনসংখ্যা নেমে আসে ১০,০০০-২০,০০০ এর মধ্যে। তবে এর একটি বড় কারণ ছিল স্টেয়ার অভিযানের সময় অধিকাংশই আশেপাশের জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল।

তবে মসিরির নিষ্ঠুরতার বিষয়টি হয়তো বা একপেশে। তখন ইউরোপিয়ানরা হয়তো বা তা অতিরঞ্জিত করে। বেশ কয়েকটি ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কয়জন ইউরোপিয়ান মসিরিকে খুব কাছ থেকে

www.nagorikpathagar.org

দেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো মিশনারি আরনট ও তার সহযোগীরা। মসিরি সম্পর্কে আরনট বর্ণনা করেন যে "একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক; তাঁর সাথে কাজ করার সময় তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন।" মসিরি আরনটকে বসতবাড়ি, চার্চ, স্কুল ও মিশনারি কাজ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জমি দিয়েছিলেন। মসিরির ব্যবহার ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আরনট ইংল্যান্ড গিয়ে আরো তিনজন মিশনারী নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সাথে বুনকেয়াতে কাজ করার জন্য। আরনটের ডায়রিতে বর্ণনা আছে যে "... এই অঞ্চলের স্থিরতা ও শান্তি উল্লেখ করার মত। তবে সবার মধ্যেই মসিরি ভীতি ছিল। তিনি খুব তীক্ষ্ণভাবে তাঁর প্রশাসন পরিচালনা করতেন। আমি নিজে তাঁর কোনো প্রকার অত্যাচার কিংবা নিষ্ঠুরতা দেখিনি বা শুনিওনি।... হত্যা ছিল তৎকালীন সময়ের জন্য একটি সাধারণ ব্যাপার। প্রকৃত দোষী কিংবা শত্রুকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো..."

ব্রিটিশ মিশনারি চালর্স লিভিংস্টোনের মতে, "বার্লিন কনফারেন্সে রাজা লিওপল্ড তাঁর কাটাঙ্গাকে Congo Free State বানানোর দাবি পাস করিয়ে নেন। কাজেই মসিরিকে হত্যার একটি যুক্তি দাঁড় করাতেই হতো স্টেয়ার অভিযানের রিপোর্টকে পুঁজি করে তিনি মসিরিকে একজন রক্তপিপাসু একনায়ক হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁকে হত্যার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন।

কঙ্গোতে মসিরির উত্তরসূরিদের এক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে "মসিরি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন একজন নির্ভীক বীর এবং একজন উচ্চ মানের মানবিক গুণের অধিকারী। ইয়েকে জনগণের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও মমত্ববোধের কারণেই সেখানকার মানুষরা তাঁকে তাঁদের রাজা বানিয়েছিল।" ইয়েকি সনাতন সঙ্গীতেও মসিরির এ সকল গুণাবলি নিয়ে অনেক সঙ্গীত রচিত হয়েছে।

মসিরি আসলেই একজন অত্যাচারী ছিলেন নাকি ইউরোপিয়ান রাজাদের কলোনি শক্তির বলি তা অমীমাংসিতই থেকে যায়।

www.nagorikpathagar.org

মিরাম্বো, শিল্পীর তুলিতে মিরাম্বো

মিরাম্বো (Mirambo) নামে অধিক পরিচিত মিটাইলা কাসান্দা (Mtyela Kasanda) ছিলেন একজন নায়ামওয়েজি (Nyamwezi) যুদ্ধবাজ নেতা। ১৮৬০ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত ২৪ বৎসর প্রচণ্ড দাপটের সাথে তিনি তার

www.nagorikpathagar.org

অঞ্চল শাসন করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ১২০টি আদিবাসী দলের অন্যতম ছিল নায়ামওয়েজি উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল বর্তমানের পশ্চিম তানজানিয়াতে। মিরাম্বো ইউওয়া রাজকীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন ইউওয়ার একটি ছোট অঞ্চলের প্রধান। স্বাভাবিকভাবে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁরই সেখানকার প্রধান হওয়ার কথা ছিল।

এই অঞ্চলে ক্রীতদাস বাণিজ্য, হাতির দাঁত ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুসমূহের ব্যবসা মূলত নিয়ন্ত্রণ করতেন আরব ব্যবসায়ীরা। তাঁরা কেবল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণই করতেন না এই অঞ্চলের ব্যবসায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা স্থানীয় রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু ১৮৬০ সালের দিকে এসে আরব বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসা নাটকীয়ভাবে ভেঙে দেন এক নতুন নায়ামওয়েজি নেতা, যাঁর নাম মিরাম্বো। যদিও ইতিহাসে তাঁকে একজন যুদ্ধবাজ নেতা হিসেবে দেখানো হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে মিরাম্বো অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মিরাম্বো একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং তারপর তিনি বিশাল বহরের মালিক হন এবং তাঁর প্রধান ব্যবসা ছিল হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস। স্থানীয় ভাষায় মিরাম্বো অর্থ 'মৃতদেহ' হলেও পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট লেক অঞ্চল থেকে পশ্চিম তানজানিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব। ইউরোপিয়ানদের সাথে বাণিজ্য করে মিরাম্বো প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং একই সাথে প্রচুর অর্থের মালিক হন। অতঃপর তিনি মূলত এতিম কিশোরদের নিয়ে একটি নিজস্ব বাহিনী তৈরি করেন। তাঁর এই বাহিনীর নাম ছিল রুগা-রুগা (Ruga Ruga)। তাঁর নিজস্ব বাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠলে তিনি উরাম্বো ইউওয়া রাজত্বের সনাতন প্রথা ভেঙে দিয়ে নিজকেই রাজা বলে ঘোষণা দেন। সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী নায়ামওয়েজিরা ধর্মীয় রীতির তোয়াক্কা না মেনে নিজে নিজে রাজা হওয়ার বিষয়ে খুবই মর্মাহত হন।

মিরাম্বো একজন সাধারণ স্থানীয় প্রধান থেকে উরাম্বো (Urambo) অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত করতে থাকেন। মিরাম্বো উরাম্বো রাজত্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে নায়ামওয়েজি'র বিভিন্ন উপজাতিকে একত্রিত করেন, যা তাঁকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। মিরাম্বোর নিজস্ব শাসন পদ্ধতি নায়ামওয়েজির প্রশাসনিক অবকাঠামোই পরিবর্তন করে দেয়। মিরাম্বো যখন কোনো স্থানীয় প্রধানের নিকট হতে ক্ষমতা গ্রহণ করতেন তিনি তাঁদেরকে বঞ্চিত করতেন না বরং সে পরিবার থেকেই একজন উত্তরসূরি নির্বাচন করতেন। এই নতুন প্রধান

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিকভাবেই মিরাম্বোর প্রতি অনুগত থাকতেন আর তাঁরা যত দিন অনুগত থাকতেন তত দিন তাঁরা তাঁদের মতো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারতেন। আর মিরাম্বোও এ সকল অনুগত নেতাদের প্রতি যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিলেন।

শিল্পীর তুলিতে মিরাম্বোর রুগা-রুগা বাহিনী

www.nagorikpathagar.org

অতি পরিচিত বেশে মিরাম্বো

মিরাম্বোর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তৃতির মূল কারণ ছিল এই অঞ্চলের লাভবান ক্রীতদাস বাণিজ্য ও হাতির দাঁতের ব্যবসার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। আর উরোম্বোর ভৌগোলিক অবস্থানও তাঁর ইচ্ছাপূরণে যেন যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। বিখ্যাত সাংবাদিক হেনরি মর্টন স্ট্যানলি (Henry Morton Stanley) তাঁর লেখনীতে বর্ণনা করেছেন মিরাম্বো আরব বণিকদের বাণিজ্য বহর থামিয়ে

www.nagorikpathagar.org

তাঁদের নিকট থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নিতেন। আরব বণিকগণ যাঁরা এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁদের নিকট এটি ছিল একটি বিরাট ধাক্কা। মিরাম্বো এখাইে থেমে থাকেননি বরং তিনি তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন, যার শুরু হয় তোবারা অঞ্চলে আরবদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আক্রমণের মাধ্যমে।

নায়ামওয়েজির উচ্চবিত্ত ও কুলীন সমাজ যে রকম মিরাম্বোকে পছন্দ করতেন না তেমনি তাঁর আরেক শত্রু ছিল তাবোরা (Tabora) অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা, যাঁদের অধিকাংশই ছিল আরব, যাঁরা এই অঞ্চলের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন। আরব ব্যবসায়ীদের মিত্রতা ছিল জানজিবারের সুলতানের সাথে। কিন্তু তার পরও মিরাম্বো থেমে থাকেননি তিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত কিংবা তাঁর বশে এনে তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি যেমন করেছেন, তেমনি তাঁর অঞ্চলের অর্থনীতিকেও সুদৃঢ় করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মিরাম্বো সোয়াহিলি আরব বাণিজ্যের রুট নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন এবং এই অঞ্চলে নায়ামওয়েজিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

প্রধানত হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস ব্যবসা করেই মিরাম্বো ১৮৭০-এর দশকে এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ১৮৭৫ সালে মিরাম্বো জানজিবারের সুলতানের সাথে নায়ামওয়েজিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চুক্তি করেন। মিরাম্বো আশেপাশের এলাকাগুলো দখল করে তাঁর রাজ্যের পরিধি আরো বিস্তার করতে থাকেন এবং একসময় উত্তরে বুগান্ডা (Buganda) থেকে পশ্চিমে লেক টাঙ্গানিয়াকা (Lake Tanganyika) পর্যন্ত বাণিজ্য রুটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

উত্তরের বুগান্ডা রাজ্য শাসন করতেন কাবাকা মুতেসা (Kabaka Mutesa) যিনি এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য করতেন তাঁর বাণিজ্যে ধস নামে। ফলে মিরাম্বোর সাথে তাঁর বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং ১৮৭০ সালে মুতেসা বেশ কয়েকবার মিরাম্বোশাসিত অঞ্চলের ওপর আক্রমণ চালান। মিরাম্বো বুগান্ডার শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কতটুকু সফল হবেন সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন তাই তিনি বিরোধ নিরসনের কূটনীতির আশ্রয় নেন। মুতেসাও যুদ্ধের পরিবর্তে আগ্রাসন মোকাবিলা করার জন্য কূটনীতিকেই বেছে নেন এবং অবশেষে ১৮৮১ সালে তাঁদের মধ্যে মিত্রতা হয়। আসলে মিরাম্বোর এই কূটনৈতিক প্রয়াসের পেছনে ছিল তাঁর স্বপ্ন পূর্ব আফ্রিকাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা।

যত দ্রুত মিরাম্বো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং ২৫ বৎসর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। ১৮৮৪ সালে মৃত্যুর পর তাঁর

www.nagorikpathagar.org

চেয়েও দ্রুত তাঁর রাজ্যের পতন ঘটে। তাঁর উত্তরসূরি মাপান্দাসহালো (Mpandashalo) মিরাম্বোর মতো নেতৃত্ব দেখাতে তো পারেননি বরং তা ধরেও রাখতে পারেননি। মাপান্দাসহালো'র নতুন প্রশাসনের সাথে সনাতন প্রভাবশালীদের দ্বন্দ্ব থেকে তিনি আর বের হতে পারেননি। একদিকে স্থানীয় প্রধানরা নিজেদের সাথে দলাদলিতে ব্যস্ত ছিলেন অপরদিকে সেনাবাহিনীকেও সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। ফলে মিরাম্বোর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর রাজ্যেরও পতন ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

রোমান ক্রীতদাস বাজার

প্রাচীন রোমের ক্রীতদাস বাজার

শিল্পীর তুলিতে প্রাচীন রোমের ক্রীতদাস বাজার

প্রাচীন রোমান আইনে ক্রীতদাসরা ছিল পণ্য। অন্য যেকোনো বস্তুর মতো ক্রীতদাসও সহজেই ক্রয়-বিক্রয় করা যেত। রোমান ক্রীতদাসদের জন্য তার মালিকের ইচ্ছাই ছিল সব কিছু, যার বিরুদ্ধে তাদের কোনো কিছু করারই অধিকার ছিল না। প্রাচীন রোমের প্রথম ক্রীতদাস বাজারটিকে বলা হতো গ্রেকোস্টাডিয়াম (Graecostadium), যা ব্রাসিলা জুলিয়ার (Basilica Julia : ব্রাসিলা জুলিয়া ছিল প্রাচীন রোমের সুসজ্জিত সরকারি ভবন, যেখানে সভা কিংবা ব্যবসায়ীরা মিলিত হতেন) পেছনে অবস্থিত ছিল।

এটি ছিল একটি বিশাল বাজার এবং রোমানদের নিকট এটি ছিল খুবই জনপ্রিয় একটি বাজার। এখানকার ক্রীতদাস ব্যবসাও ছিল খুবই লাভবান একটি ব্যবসা। গ্রেকোস্টাডিয়ামের অর্থ "গ্রিক ক্রীতদাসদের বাজার"। রোমে,

www.nagorikpathagar.org

প্রথমদিকের ক্রীতদাসদের বড় একটি অংশই আসে গ্রিস থেকে। প্রচুরসংখ্যক গ্রিককে ক্রীতদাস হিসেবে রোমে আনা হয়। কথিত আছে যে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দে গ্রিসের পিডনার যুদ্ধে (Battle of Pydna) বিজয়ী এমিলিয়াস পলাস (Aemilius Paulus) যুদ্ধবন্দি ১৫০,০০ গ্রিককে রোমে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করেন। গ্রেকোস্টাডিয়াম ক্রীতদাস বাজারটি ছিল খুব ব্যস্ত একটি ক্রীতদাস বাজার, যেখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সকল ক্রীতদাস বিক্রয় হয়ে যেত। তবে প্রাচীন রোমে সবচেয়ে বেশি দামি ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় হতো সেপটাতে (Saepta) কারণ এটি ছিল বিত্তশালী ও ধনীদের বাজার এবং তৎকালীন রোমের সব বিখ্যাত দোকানগুলো এখানেই ছিল।

রোমান ক্রীতদাস বাজারে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়

ক্রীতদাস বাজারে যেভাবে আর দশটি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হতো ঠিক একই ভাবে ক্রীতদাসও বেচাকেনা হতো। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রীতদাসের বিশেষ যোগ্যতা ও গুণাবলি টানিয়ে রাখত এবং ক্রেতারা সেগুলো দেখেই প্রাথমিকভাবে ক্রীতদাস ক্রয়ের বিষয়টি চিন্তা করতেন। অনেক সময় বিশেষ করে নারী ক্রীতদাসদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ক্রেতার নিকট উপস্থাপন করা হতো যাতে করে ক্রেতা বুঝতে পারেন তিনি কেমন ক্রীতদাস ক্রয় করছেন। ক্রেতা যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাহলে তিনি বিক্রেতাকে পোশাক খুলে প্রদর্শনের জন্যও বলতে পারতেন এবং তিনি গায়ে হাত দিয়েও পরখ করতে পারতেন।

অন্য কোনো দেশ হতে নতুন ক্রীতদাস বাজারে আনা হলে তার এক পা চক দিয়ে সাদা করে রাখা হতো। রোমান আইনে ক্রীতদাস বিক্রয়ের সময় তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে তার আদি নিবাস জানানো বাধ্যতামূলক ছিল। তাই রোমান ক্রীতদাস বাজারে ক্রীতদাসদের গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে রাখা হতো যেখানে তার আদি নিবাস, তার জাতীয়তা, তার সক্ষমতা, ভালো গুণাবলি এবং জানা থাকলে তার খারাপ গুণাবলিও লিখে রাখা হতো। ক্রীতদাস ব্যবসায়ী যদি তার কোনো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি না জানতেন তবে সে সকল ক্রীতদাসদেরকে পিল্লেই (Pillei) বা এক ধরনের টুপি পরিয়ে রাখা হতো।

ক্রীতদাস ব্যবাসায়ীরা

রোমে ক্রীতদাস ব্যবাসায়ীদের বলা হতো ম্যানগোনেস (Mangones) বা ভেনালিটি (Venalitii)। তাঁদের অনেকেই যথেষ্ট ধনী হলেও রোমান সমাজের

www.nagorikpathagar.org

সাধারণ নাগরিকদের দৃষ্টিতে তাঁরা নীচু কারণ এই ব্যবসায়ীরা কেবল ধনীদের কীভাবে আরো ধনী বানানো যায় তার জন্যই কাজ করতেন। প্রচুর মুনাফা হওয়ার কারণে ক্রীতদাস ব্যবসায় রোমের অনেক ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরাও বিনিয়োগ করতেন। তবে সে সকল ধনীরা এই ব্যবসায় বিনিয়োগের বিষয়টি সরাসরি প্রকাশ করতেন না। তাই সাধারণ নাগরিকরা ব্যবসায়ী বলতে যিনি ব্যবসা পরিরচালনা করতেন তাঁকেই চিনতেন। আর তাদের প্রতি সাধারণ নাগরিকদের তেমন আস্থাও ছিল না তা ছাড়া ক্রীতদাস ব্যাবসা অনেক সময়ই দালাল নির্ভরও ছিল।

ক্রীতদাস নিলাম- নারী, পুরুষ, শিশুসহ ক্রীতদাস ব্যবাসয়ী

যেভাবে ক্রীতদাসদের আনা হতো তাতে তারা অসুস্থ হয়ে যেত এবং তাদের বয়সের কোনো সীমা ছিল না নেহায়েত কোলের শিশুকেও ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো। তা ছাড়া ক্রীতদাসদের বিক্রয়ের সময় তাদের গায়ে থাকত নামকাওয়াস্তে পোশাক। রোমান কর্তৃপক্ষ ক্রীতদাস বাজারের ওপর সব সময়ই দৃষ্টি রাখতেন এবং ক্রীতদাসের মূল্যের উপরও নজরদারি করতেন। যদি কোনো ব্যবসায়ী কোনো কিছু গোপন করে বিক্রয় করতেন তবে তাকে সেই ক্রীতদাস ফেরত নিতে হতো। অনেক সময় কোনো ক্রীতদাস বিক্রয় না হলে তাকে অনেক কম মূল্যে বিক্রয় করতে হতো।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদেরকে রোমান কর্তৃপক্ষ, ক্রেতা ও সাধারন নাগরিক সকলেই সন্দেহের চোখে দেখতেন তাই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যে সকল ক্রীতদাস বিক্রয় করছেন তার গ্যারান্টি দিতে হতো। ক্রেতার আস্থা অর্জনের জন্য ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ক্রীতদাসদের নগ্ন করে বিক্রয়ের জন্য আনতেন ক্রীতদাসের কোনো শারীরিক ত্রুটি নেই সেটি প্রমাণের জন্য।

ক্রীতদাস ক্রয়

একজন ক্রীতদাসকে ক্রয় করার সাথে সাথেই সে আজীবনের জন্য ক্রীতদাস হয়ে গেল। প্রতি পাঁচ বৎসর পর পর সকল রোমান নাগরিককে রোমে এসে আদমশুমারিতে নিজের ও পরিবারের সকল তথ্য নথিবদ্ধ করা ছিল বাধ্যতামূলক। এখানে প্রতিটি পুরুষকেই তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা, আর্থিক সংগতি ও ক্রীতদাসের সংখ্যা উল্লেখ করতে হতো। যদি কোনো মালিক কোনো ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে চাইতেন তবে তার নাম শুমারির সময় উল্লেখ করতে হতো। আর একবার ক্রীতদাসের নাম আদমশুমারিতে নথিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরপরই সে ক্রীতদাস হয়ে যেতেন একজন রোমান নাগরিক এবং এবং তখন একজন রোমন নাগরিকের মতোই সকল সুবিধা পেতেন তবে সে ক্রীতদাস নিজে কোনো অফিস প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তখন আদমশুমারির তথ্যই একজন রোমান নাগরিক হওয়ার একমাত্র প্রমাণ ছিল।

ক্রীতদাস নিলাম

প্রাচীন রোমে ক্রীতদাস বাজারে নিলামে বিক্রয়ের জন্য যে সকল ক্রীতদাসকে তোলা হতো তারা কী পরিমাণ অপমান ও যন্ত্রণার ভোগ করত তা বর্তমান সমাজে চিন্তাই করা যায় না। যেহেতু ক্রীতদাস ছিল পণ্য তাই পণ্যের মতোই তাদেরকে বিক্রয় করা হতো। রোমানরা এমনিতেই ছিল খুব কঠোর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির তা ছাড়া ক্রীতদাস ব্যবসা ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। তাই এক সময় রোমে ক্রীতদাস ব্যবসা এমনি এক অবস্থায় দাঁড়ায় যে রোমের অর্থনীতির বড় অংশই নির্ভর করত ক্রীতদাস ব্যবসার ওপর।

রোমানরা ক্রীতদাস নিলামে অংশগ্রহণ করতেন খুব উৎসাহের সাথে এবং একটি পণ্য ক্রয়ের জন্য যত ধরনের যাচাই-বাছাই করতে হতো তার মতো করেই ক্রীতদাসকে যাচাই-বাছাই করা হতো। আর যদি কোনো ক্রীতদাসের কোনো ত্রুটি তা শারীরিক কিংবা আচরনগত হউক না কেন সে জাতীয় ক্রীতদাস সাধারণত বিক্রয় হতো না কিংবা খুব কম মূল্যে বিক্রয় করতে হতো। ব্যবসায়ী যদি ক্রীতদাসের কোনো গ্যারান্টি দিতে না পারত তবে বিক্রয়ের পর পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে তা ফেরত নিতে বাধ্য থাকত।

www.nagorikpathagar.org

ফরাসি চিত্রশিল্পী জ্যাঁ লন জেরম-এর শিল্পকর্ম 'ক্রীতদাস নিলাম'

সাধারণত যে ক্রীতদাসকে নিলামে তোলার পর যে ক্রীতদাস বিক্রয় হয়ে যেত তখন তার মাথায় একধরনের তাজ পরিয়ে দেওয়া হতো। সাধারণত একটি উচু প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে বিক্রেতা নিলাম পরিচালনা করত তাকে বলা মানসিপিয়া (Mancipia)।

ক্রীতদাস নিলামের প্রস্তুতি

ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য 'ক্রীতদাস' নিলামে তোলার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করত। নিলামে তোলার পূর্বে প্রতিটি ক্রীতদাসের একটি প্রারম্ভিক মূল্য

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারণ করা হতো। প্রায়ই বিভিন্ন দেশ হতে ক্রীতদাস আনা হতো তাই সেখানে ভাষা একটি বড় সমস্যা ছিল। বিক্রয়ের জন্য আমদানীকৃত সকল ক্রীতদাসের একটি পায়ের পাতা চক দিয়ে সাদা রং করে দেওয়া হতো। আর রোমান আইনে ক্রীতদাসের আদি নিবাস উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

ক্রীতদাস নিলামে খুব কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হতো। ক্রীতদাসদের কাঠের কিংবা লোহার খাঁচায় রাখা হতো। কোনো ক্রীতদাস উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে কিংবা ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী শারীরিক পরীক্ষায় সহযোগিতা না করলে তৎক্ষণাৎ তাকে চাবুক পেটা করা হতো। অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে নিলামে তোলা হতো যাতে করে শারীরিক ত্রুটি নেই তা প্রমাণের জন্য। ক্রেতারা ক্রীতদাসের পুরো শরীর পরীক্ষা করতেন এবং তাদের দাঁত পরীক্ষা করা হতো। ক্রীতদাসের গলায় ঝোলানো থাকত প্লাকার্ড, যাতে তার আদি নিবাসসহ সকল গুণাবলি ও যোগ্যতা উল্লেখ করা থাকত। কোন ক্রীতদাসের পর কোনোটিকে নিলামে তোলা হবে তা নির্ধারণ করতেন বিক্রেতা। আর বাজার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করত নিলামের তারিখ ও সময়।

ক্রীতদাস নিলামে যা করা হতো

ক্রীতদাস নিলামে যে সকল ক্রীতদাস বিক্রয় করা হবে তাদেরকে প্রদর্শন করা হতো। আর দশটি পণ্য যেভাবে নিলাম হয় ক্রীতদাস বিক্রয়ের সময়ও ঠিক একইভাবে নিলাম হতো। বিক্রেতা ক্রীতদাসের যোগ্যতা ও গুণাবলির কথা ক্রেতাদেরকে বলে তাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। ক্রীতদাস নিলামে যে কেউ ক্রীতদাসকে গায়ে হাত দিয়ে এমনকি নারী ক্রীতদাসদের স্পর্শকাতর স্থানেও হাত দিতে পারতেন এবং তা রোমান আইনে গ্রহণযোগ্য ছিল।

- ক্রীতদাসদের একটি প্লাটফর্মে এমনভাবে দাঁড় করানো হতো যাতে করে তাদের পুরো শরীরই প্রদর্শিত হয় এবং তাদেরকে ক্রেতার মর্জিমাফিক বিভিন্নভাবে ঘুরে পোজ দিতে হতো।

- অনেক ক্রীতদাস বিশেষ করে নারী ক্রীতদাসদেরকে কোনো পোশাক কিংবা নামমাত্র পোশাকে প্রদর্শন করা হতো যাতে করে ক্রেতা দেখতে পায় তিনি কী ক্রয় করছেন।
- প্রদর্শিত ক্রীতদাসরা যদি পোশাক পরিধান করে থাকত তবে ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী তারা পোশাক খুলে সব কিছুই দেখাতে বাধ্য থাকতেন।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস নিলাম- আমেরিকান চিত্রশিল্পী এইচ এম হার্গেট-এর একটি চিত্রকর্ম

- যে সকল ক্রীতদাসদের অন্য কোন দেশ থেকে প্রথমবারের মতো আনা হয়েছে তাদের একপা চক দিয়ে সাদা করে রাখা হতো যাতে করে ক্রেতা পা দেখামাত্রই বুঝতে পারেন যে এই ক্রীতদাস ভিনদেশি।
- বিক্রয়ের জন্য আনা ক্রীতদাসদের গলায় একটি প্লাকার্ড ঝুলিয়ে রাখা হতো যার মধ্যে ক্রীতদাসের সংক্ষিপ্ত তথ্য লেখা থাকত; এই প্লাকার্ডকে তিতুলি (Tituli) বলা হতো।
- বিক্রয়ের জন্য আনা ক্রীতদাসদের মধ্যে কোনো কোনো ক্রীতদাসের কোনো বিস্তারিত তথ্যই ক্রীতদাস ব্যবসায়ী জানতেন না এবং ভিনদেশি হওয়ায় তার সম্পর্কে জানাও একটু কঠিন ছিল। এই সকল ক্রীতদাসদের মাথায় একটি বিশেষ টুপি পরানো থাকত যাকে বলা হতো পিল্লেই (Pillei)।
- ক্রেতা ইচ্ছা পোষণ করলে ক্রীতদাসের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে পারতেন তা এমনকি তা নারী ক্রীতদাস হলেও; ক্রেতা ইচ্ছা পোষণ করলে নারী ক্রীতদাসের স্পর্শকাতর স্থানও হাত দিয়ে দেখতে পারতেন।
- নিলাম চলাকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি মূল্য যিনি হেঁকেছিলেন মূল্য পরিশোধের সাথে সাথেই ক্রেতাকে ক্রীতদাস দিয়ে দেওয়া হতো।

www.nagorikpathagar.org

রোমান ক্রীতদাস বাজার

নিলামে ক্রীতদাসের মূল্য কত উঠবে তা নির্ভর করত ক্রীতদাসের বয়স, দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাগুণের ওপর। একজন দক্ষ ক্রীতদাস একজন আনাড়ি ক্রীতদাসের চেয়ে অন্তত ১২ গুন বেশি মূল্যে বিক্রয় হতো। যাঁরা নারী ক্রীতদাস ক্রয় করতে আসতেন তাঁরা মূলত বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্যই ক্রীতদাস ক্রয় করতে আসতেন। তাই নারী ক্রীতদাসদের এমনভাবে প্রদর্শন করা হতো যাতে করে ক্রেতা আকৃষ্ট হন। সাধারণত নারী ক্রীতদাস পুরুষ ক্রীতদাসের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বিক্রয় হতো।

ক্রীতদাসের মূল্য

ক্রীতদাসের মূল্য নির্ধারিত হতো তার যোগ্যতা ও গুণাবলির ওপর তবে বলাবাহুল্য নারী ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার রূপ ও দেহ শৌষ্ঠব

www.nagorikpathagar.org

গুণাবলির উপরে ছিল। তবে সাধারণত যে সকল গুণাবলি মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড ছিল সগুলো হলো বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক শক্তিসামর্থ্য, সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক সৌন্দর্য, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা।

তবে ক্রীতদাসের মূল্য তার বয়স, দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর অনেক বেড়ে যেত। প্রশিক্ষণবিহীন ও সাধারণ মানের ক্রীতদাসরা যে দামে বিক্রয় হতো দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ক্রীতদাসদের তার চেয়ে অন্তত ১২ গুণ বেশি দামে তাদের বিক্রয় করা হতো। অসাধারণ সুন্দরী ক্রীতদাস ও বিশেষ গুণাবলিসম্পন্ন নারী ক্রীতদাসদের সাধারণ ক্রীতদাসদের সাথে বাজারে তোলা হতো না এবং তাদের মতো প্রদর্শনও করা হতো না। আর যেহেতু এ-জাতীয় ক্রীতদাস বিক্রয় হতো খুব উচ্চমূল্যে তাই বিশিষ্ট ক্রেতাকে তা ব্যবসায়ীর কোনো আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখানেই সাধারণত তারা বিক্রয় হয়ে যেত। রোমানরা গুণাবলির খুব ভক্ত ছিল তাই অনেক সময় দেখা যেত গুণাবলিসম্পন্ন বেঁটে কিংবা মানসিক বৈকল্য যুক্ত ক্রীতদাসও বেশ চড়া মূল্যে বিক্রয় হতো। পিল্লাই পরিহিত ক্রীতদাসদের মূল্য ছিল খুবই কম যেহেতু ব্যবসায়ীরা তাদের কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারত না।

ক্রীতদাস নিলাম আসলেই খুব জটিল ছিল। ক্রীতদাস পন্য হলেও অন্য পন্য নিলামের সময় অনেক তথ্য না দিলেও চলত কিন্তু ক্রীতদাস নিলামের সময় ক্রীতদাসের আদি নিবাস, দক্ষতা, অন্যান্য গুণাবলির পাশাপাশি পুরাতন রেকর্ড যেমন পালিয়ে যাওয়া কিংবা অসুখ-বিসুখ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ দিতে হতো। নিলামে ক্রীতদাস ক্রয় অনেকটাই গৃহপালিত পশু কেনার মতো ছিল। আবার অনেক সময় ধনীদের জন্য বিশেষ নিলাম আয়োজন করা হতো। বিশেষ করে যখন কোনো রূপসী, দক্ষ বিদেশি নারী ক্রীতদাসের বেলায় এ জাতীয় বিশেষ নিলাম আয়োজন করা হতো। নিলামের আয়োজকরা পূর্ব থেকেই ধনী ও বিত্তবানদের সাথে যোগাযোগ করে তারপর নিলামের তারিখ নির্ধারণ করতেন। প্রাচীন রোমের বিত্তবানরা ভিনদেশি নারী ক্রীতদাস বেশ পছন্দ করতেন। নিলামে ক্রীতদাস বিক্রয়ের পরপরই তাকে লৌহা কিংবা কাঠ দিয়ে নির্মিত খাঁচায় ঢুকিয়ে ফেলা হতো। মূল্য পরিশোধের পর ক্রীতদাসকে নতুন মালিকের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। ক্রীতদাসকে নিজের আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ক্রেতাকেই বহন করতে হতো।

প্রাচীন রোমে সাধারণত যুদ্ধবন্দিদেরকেই ক্রীতদাস হিসেবে বেশি বিক্রয় করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দে পিদনা'র (Battle of Pydna) যুদ্ধে বিজয়ী বীর এমেলিয়াস পল (Aemilius Paulus) গ্রিক বন্দিদেরকে রোমে বিক্রয়

www.nagorikpathagar.org

করে ১৫০,০০ গ্রিক মুদ্রা লাভ করেছিলেন, যা সে সময়ের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ। প্রাচীন রোমে অনেক গ্লাডিয়েটর স্কুল ছিল, গ্লাডিয়েটর খেলোয়াড় সংগ্রহের জন্যও অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্রীতদাস ক্রয় করতেন এবং এ ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী ও শক্তিশালী ক্রীতদাসদের প্রতিই তাঁদের নজর থাকত বেশি।

প্রাদেশিক ক্রীতদাস বাজার

একসময় রোমের অর্থনীতির মূল স্তম্ভই ছিল ক্রীতদাস ব্যবসা। তাই একসময় ক্রীতদাস বাজার রোম থেকে প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা জাহাজ বোঝাই করে বিভিন্ন প্রদেশের ক্রীতদাস বাজারে নিয়ে যেতেন। ক্রীতদাস বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়াও সরকারি কর আদায়কারীরা উপস্থিত থাকতেন। তাঁরা ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর নিকট হতে কর আদায় করতেন। তা ছাড়া অনেক সময় অনেক নাগরিক কর দিতে না পারলে সরকারি কর আদায়ের জন্য তাকে কিংবা তার পরিবারের কোনো সদস্যকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হতো। সরকারের কর পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট অর্থ সেই পরিবারকে ফেরত দেওয়া হতো। গ্রিক দ্বীপ ডেলসে ছিল একটি বড় ক্রীতদাস বাজার, যেখানে প্রায় ১০,০০০ ক্রীতদাস রাখার স্থান ছিল।

ক্রীতদাসের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল যুদ্ধবন্দি ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা। ক্রীতদাসের গর্ভে জন্মানো সন্তানও ক্রীতদাস হিসেবে পরিগণিত হতো এবং তা ছিল মালিকের সম্পত্তি। রোমে আসা অধিকাংশ ক্রীতদাসের আদি নিবাস ছিল উত্তর ইতালি, গ্রিস, লাইবেরিয়া, গ্যালিয়া, বলকান, মিসর, উত্তর আমেরিকা, ব্রিটেন, দাসিয়া ও পার্থিয়া অঞ্চলের।

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার ক্রীতদাস বাজার

লাগোসের ক্রীতদাস বাজার

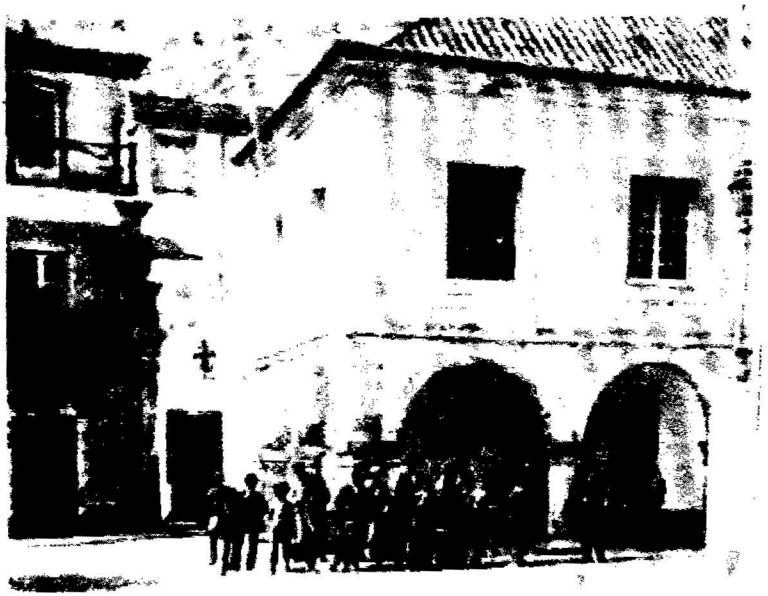

১৪৪৪ সালে নির্মিত এই ভবনটিই ছিল ইউরোপের প্রথম ক্রীতদাস বাজার নাইজেরিয়ার বন্দর শহর লাগোসের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ ছিল ১৫ শতক। এই শহরে ছিল তৎকালীন সময়ের একটি বৃহৎ ক্রীতদাস বাজার। সাধারণত উত্তর আফ্রিকা থেকে লাগোসের বন্দরে জাহাজ ভরে আনা হতো ক্রীতদাস। তারপর এখানকার ক্রীতদাস বাজারে তাদেরকে নিলামে বিক্রয় করা হতো। এখান থেকে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদেরকে নিয়ে যেত অন্যান্য দেশে।

১৪৪৪ সালে মধ্যযুগীয় ইউরোপে উপরের ছবির এ ছোট ঘরটি দিয়েই প্রথম আফ্রিকান ক্রীতদাস ইউরোপে প্রবেশ করে। ১৬৯১ সালে ফ্রান্সের নিজা শহরের দ্বিতীয় মারকুইস (2nd Marquis of Niza) ফ্রাসোয়া লুই দা গামা

www.nagorikpathagar.org

(Francisco Luis da Gama) এ ভবনের দ্বিতীয় তলায় ক্রীতদাসদের জন্য একটি মেস তৈরি করেন এবং এখানেই ক্রীতদাস বিক্রয় করা হতো।

সংস্কারের পর লাগোসের ক্রীতদাস বাজার

এই ভবনটির সামনের অংশে রয়েছে দুদিকে দুটি করে অর্ধবৃত্তাকার গেট ও তারপর একটি চওড়া হাঁটা পথ। নিচতলার একটি বড় কক্ষকে বর্তমানে একটি গ্যালারিতে পরিণত করা হয়েছে। ১৮২০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় তলাটি ছিল লাগোসের কাস্টম অফিস। এর পরও আরো অনেক বৎসর এটি কাস্টমসের নিরীক্ষণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর আফ্রিকা থেকে ধরে আনা ক্রীতদাসদের এখানে বিক্রয় করা হতো। এখান থেকে হাজার হাজার ক্রীতদাস ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাওয়া হতো। পর্তুগালের ব্যবসায়ীরাই মূলত ছিল এদের প্রধান ক্রেতা কারণ নামমাত্র মূল্যে ক্রীতদাসদের নিকট শ্রম পাওয়া যেত। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস জাহাজে করে নিয়ে আসার এ ব্যবসার সবচেয়ে বড় লগ্নিকারক ছিলেন প্রিন্স হেনরি দ্যা নেভিগেটর (Prince Henry the Navigator)। বিক্রিত সকল ক্রীতদাসের বিক্রয় মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ পেতেন তিনি। এই ভবনে তার মূর্তি রয়েছে। ১৪৫০ সালে বাধ্যতামূলক শ্রমের এত বেশি চাহিদা ছিল যে তখন মৌরিতানিয়া হতে এক রকম চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস এনে বিক্রয় করলে ৭০০% লাভ পাওয়া যেত। বর্তমানে এই পুরো ভবনটিই একটি জাদুঘর।

www.nagorikpathagar.org

সেন্ট আগস্টিন-এর ক্রীতদাস বাজার

সেন্ট আগস্টিন-এর পুরাতন ক্রীতদাস বাজার-২০১২ সালে তোলা ছবি

ফ্লোরিডার সেন্ট আগস্টিন (St. Augustine, Florida) এর ঐতিহাসিক কোয়ার্টার-এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পুরনো ক্রীতদাস মার্কেট। এটি মূলত একটি খোলা প্যাভিলিয়ন, যেখানে আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল একটি বাজার বানানোর জন্য যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন পত্রিকা থেকে শুরু করে গৃহস্থালির সব ধরনের সদওদাই এখানে পাওয়া যাবে সে উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় সওদার পাশাপাশি এখানে একটি সয় ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ও শুরু হয়।

স্প্যানিশ যোদ্ধা ও জন পন্স ডি লিয়ন (Juan Ponce de León) ১৫১৩ সালে সেন্ট আগস্টিন এই দ্বীপের সন্ধান পান। তারপর ১৫৬৫ সালে এটি স্পেনের একটি কলোনি শহর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী ২০০ বৎসর, ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত সেন্ট আগস্টিন স্প্যানিশদের শাসনাধীন থাকে। ১৭৬৩ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে তা ইংল্যান্ডের নিকট অর্পিত হলেও ১৭৮৪ সালে তা পুনরায় স্পেনের অধীনে চলে যায়। ১৮২১ সালে এডাম-অনিস চুক্তির (Adams–Onís Treaty) মাধ্যমে সেন্ট আগস্টিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সেন্ট আগস্টিন পাবলিক মার্কেট ছিল ফ্লোরিডা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৫৫৮ সালে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এক ডিক্রির মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

স্পেনের সকল কলোনি শহরে একটি পাবলিক মার্কেট তৈরির নির্দেশ দেন এবং সে আদেশের ফলেই এটি একটি পাবলিক মার্কেটে পরিণত হয়। বর্তমানের যে স্থাপনাটি দেখা যায় তা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৮২৪ সালে আর এই মার্কেটের প্রবেশ পথে একটি বিশাল ঘন্টা লাগানো ছিল, যা বাজিয়ে শহরবাসীকে সাপ্তাহিক বাজারের দিন ডাকা হতো।

সেন্ট আগস্টিনে প্রথম দিকের ক্রীতদাস ব্যবসা

১৯০৯ সালে আঁকা চিত্রে সেন্ট আগস্টিন-এর পুরাতন ক্রীতদাস বাজার

স্পেনিশ কলোনি হওয়ার পর অর্থাৎ স্পেনের প্রথম দিকের শাসন যুগে (১৫১৩-১৭৬৩) সালে এই মার্কেটটি ক্রীতদাস মার্কেট হিসেবে তেমন পরিচিতি পায়নি। সেন্ট ফ্লোরিডাতে তখন প্রচুর নির্মাণকাজ চলছিল তাই তখন প্রচুর শ্রমিকের চাহিদা ছিল। শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে তখন স্পেনের অন্যান্য কলোনি থেকে কলোনিপ্রধানরা সেখানে ক্রীতদাস শ্রমিক প্রেরণ করতেন। আর এ সকল ক্রীতদাসদের অধিকাংশই ছিল স্প্যানিশ সরকারের নিজস্ব ক্রীতদাস যাঁরা 'রাজকীয় ক্রীতদাস' নামে পরিচিত ছিলেন।

স্পেনের ক্রীতদাসরা অপরাপর সাধারণ ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশি সম্মানই পেতেন। তাঁদের অনেককেই সেনাবাহিনীতে চাকরি কিংবা অপরাপর ক্রীতদাসদের ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োগ করা হতো। স্পেনের ১৬৯৩ সালের

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস আইন অনুযায়ী পালিয়ে যাওয়া ইংরেজ ক্রীতদাসরা স্পেনে মুক্ত মানুষ হিসেবে বসবাস করতে পারতেন। অবশ্য এর পেছনে একটি কারণও আছে তা হলো তারা ছিল যথেষ্ট দক্ষ। তাই এ সকল আফ্রিকান ক্রীতদাসদের স্থানীয়ভাবে প্রচুর চাহিদা ছিল। তবে সেন্ট আগস্টিনের গভর্নরগণ প্রায়ই এই আইন অমান্য করতেন এবং পালিয়ে আসা এসব ক্রীতদাসদের পুনরায় ক্রীতদাস হিসাবে নিয়োগ দিতেন কিংবা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট পুনরায় বিক্রি করে দিতেন।

একটি সময় সেন্ট আগস্টিনের ধনী অধিবাসীরা গৃহস্থালি কাজের একটি-দুটি করে ক্রীতদাস আনতে থাকেন এবং স্পেনের ক্রীতদাস আইন তখন তাদেরকে অপর মালিকের নিকট বিক্রয় করারও অনুমতি দেয় বিশেষ করে যখন অপর মালিকের কোনো ক্রীতদাসকে অপর কোনো ক্রীতদাস বিয়ে করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে ক্রীতদাসরা একত্রে দাম্পত্য জীবন কাটাতে পারে।

স্পেনের ক্রীতদাস আইন দুষ্ট মালিকের ক্রীতদাসদের কোর্টের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিক্রয় করতে বাধ্য করতেন। স্পেনের প্রথমদিকের শাসনামলে এই পাবলিক মার্কেটে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও তখন যে এখানে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় হতো, মার্কেটের ভৌগোলিক অবস্থান থেকেই তা অনেকটা অনুমান করা যায়। প্যারিস চুক্তির পর ১৭৬৩ সালে স্পেন যখন ব্রিটেনের নিকট ফ্লোরিডা হস্তান্তর করে তখন ফ্লোরিডার জনসংখ্যা ছিল ৩,১০৪ যার মধ্যে ৩৫০ জন ছিল ক্রীতদাস।

সেন্ট ফ্লোরিডাতে ক্রীতদাস বাণিজ্যের বিস্তৃতি

১৭৬৩ সালে ব্রিটিশ অধিগ্রহণের পর খামারের চাষাবাদের বিপ্লব শুরু হয়। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ব্রিটিশ কলোনি হতে আগত কৃষকরা তাদের নিজস্ব ক্রীতদাস সাথে করে নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম আর নতুন কৃষিখামারগুলো তখন শ্রমের জন্য ক্রীতদাস খুঁজছিল। আর এ কারণেই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নজর পড়ে ফ্লোরিডার উপরে এবং তারা এখানে ক্রীতদাস ব্যবসায় সক্রিয় হয়। মাত্র ১৪ বৎসরের ব্যবধানে ১৭৭৭ সালে সেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা ৩৫০ থেকে বেড় ৩,০০০ ছাড়িয়ে যায়। আর এভাবেই দিনে দিনে সেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল ৬১,০০০, যা তৎকালীন ফ্লোরিডার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস বিক্রয়ের রসিদ

ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা কৃষকদের নিকট হতে অগ্রিম অর্ডার সংগ্রহ করতে থাকে এবং তারা ফ্লোরিডার কৃষিখামারগুলিতে সরাসরি ক্রীতদাস সরবরাহ করত। বড় বড় কৃষি খামারগুলোর মালিক যেমন জেফানিয়া কিংসলে প্রমুখ খামারিগণ ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য নিজেরাই আফ্রিকা গিয়েছিলেন। স্প্যানিশ শাসনামলে সেখানে কোনো নির্দিষ্ট ক্রীতদাস বাজার ছিল না, ক্রীতদাসদের অধিকাংশ নিলামই হতো সরকারিভাবে, যা হতো গভর্নরের বাড়ির মাঠে, কোনো বাজারে কিংবা সরাসরি ব্যবসায়ীর জাহাজে।

রিচমন্ডের ক্রীতদাস বাজার

শিল্পীর তুলিতে ওয়াল স্ট্রিটে ক্রীতদাস নিলাম

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ওয়াল স্ট্রিট ও তার আশপাশের রিচমন্ডের এলাকাগুলোতে কয়েক ডজন বড় বড় ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর আস্তানা ও নিলামের ঘর ছিল। যেখানে লক্ষ লক্ষ ডলারের ক্রীতদাস ব্যবসা চলত, যা সুদৃঢ় করেছে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিকে। বড় বড় কৃষিখামার ও ক্রীতদাস ব্যবসায় প্রচুর লাভের কারণে ১৮৬০ সালে আমেরিকার ধনীদের প্রায় ৬০%ই বসবাস করতেন আমেরিকার দক্ষিণের অঞ্চলগুলোতে এবং দক্ষিণের বাৎসরিক গড়পড়তা উপার্জন উত্তরের গড়পড়তা উপার্জনের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে ৪০০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। ১৮৬০ সালে দক্ষিণের ক্রীতদাসদের মোট মূল্য ছিল প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার এবং পুরো আমেরিকার ক্রীতদাসদের মূল্যমান ছিল ৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০০৩ সালের মূল্যমান হিসাবে দাঁড়ায় ৮০ বিলিয়ন ডলার।

রিচমন্ডে তখন বসবাসকারী ব্যবসায়ীদের অনেকেই ছিলেন বেশ প্রভাবশালী। তেমনি একজন লর্ড জন বার্কলে (Lord John Berkeley) ক্রীতদাস ব্যবসা করে এতই প্রভাবশালী হন যে তিনি লর্ড উপাধি পান। উল্লেখ্য তিনি সব সময়ই তাঁর এজেন্ট ও ডিলারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তাঁরা প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হলেও সুশীল সমাজে তাঁদের কোনো স্থান ছিল না। চার্লস লিয়েল (Charles Lyell) নামে একজন ব্রিটিশ পরিব্রাজক বর্ণনা করেন যে "প্রভাবশালীদের সাথে তাঁর যোগাযোগের কারণে তিনি প্রচুর অর্থবিত্ত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ভদ্র সমাজে তাঁর ঠাঁই হয়নি।"

ক্রীতদাস ডিলারের অফিস

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের তুলা চাষের খামারগুলোতে মোট ক্রীতদাসের প্রায় ৬০% নিয়োজিত ছিল। ১৮৬০ সালে আমেরিকার মোট রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি আয় হতো তুলা রপ্তানি থেকে, তখনকার হিসাবে যা ছিল ১৯১ মিলিয়ন ডলার। রিচমন্ডের যোগাযোগব্যবস্থা কি রেলপথ, সড়ক কিংবা নদীপথ, সমুদ্রবন্দরের সুবিধা সবদিক দিয়েই সুবিধাজনক হওয়ায় আন্তস্টেট ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য রিচমন্ড ছিল একটি আদর্শ স্থান। মূলত সমুদ্র কিংবা নদীবন্দরে যেখানে জাহাজ নোঙর করা থাকত সেখাইে ক্রীতদাস বিক্রয় চলত। আবার রাতের আঁধারে ক্রীতদাসদের স্থলভাগের কোনো গুদামে লুকিয়ে রাখা হতো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে শহরে বিক্রয় করা হতো। সাধারণ মানুষের ক্রোধের হাত থেকে রেহাই পেতেই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

রিচমন্ডের তুলা চাষ খামারের ক্রীতদাস

গৃহযুদ্ধের পূর্বকালীন সময়ে দক্ষিণে ক্রীতদাসই ছিল অঘোষিত মুদ্রা। যখন বিশিষ্ট খামারি পিয়ার্স বাটলার (Pierce Butler) জুয়া খেলে তাঁর সকল অর্থ হারিয়ে ফেলেন তখন তিনি তাঁর সকল ক্রীতদাস বিক্রি করে দিয়ে ঋণ থেকে মুক্ত হন। তিনি ৩০০,০০০ ডলারে তাঁর সকল ক্রীতদাস বিক্রয় করেন ২০০৩ সালের মূল্যমানে যা দাঁড়ায় ৩.৫ মিলিয়ন ডলার। আর এই অর্থ দিয়ে তিনি পুনরায় রাজকীয় জীবন-যাপন শুরু করেন।

www.nagorikpathagar.org

রিচমন্ডের রবার্ট লাম্পকিনের ক্রীতদাস জেলখানা (lumpkin's Slave Jail) ছিল রিচমন্ডের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্রীতদাস জেলখানাগুলোর একটি আর স্বাভাবিকভাবেই এ ভয়ঙ্কর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তঃস্টেট ক্রীতদাস ব্যবসার অন্যতম সহযোগী ছিল। লাম্পকিন্স এলির (Lumpkins Alley-যা ওয়াল স্ট্রিটের সাথে মিশেছে) পূর্ব পাশে অবস্থিত ৬টি কাঠের তৈরি দালানে চলত ভয়ঙ্কর ক্রীতদাস ব্যবসা। এই ছটি ভবনের দুটিতে আলাদাভাবে নারী ও পুরুষ ক্রীতদাসদের রাখা হতো। বাকি ভবনগুলো ছিল অফিস, রান্নাঘর, লন্ড্রি ও সাপ্লাই শেড।

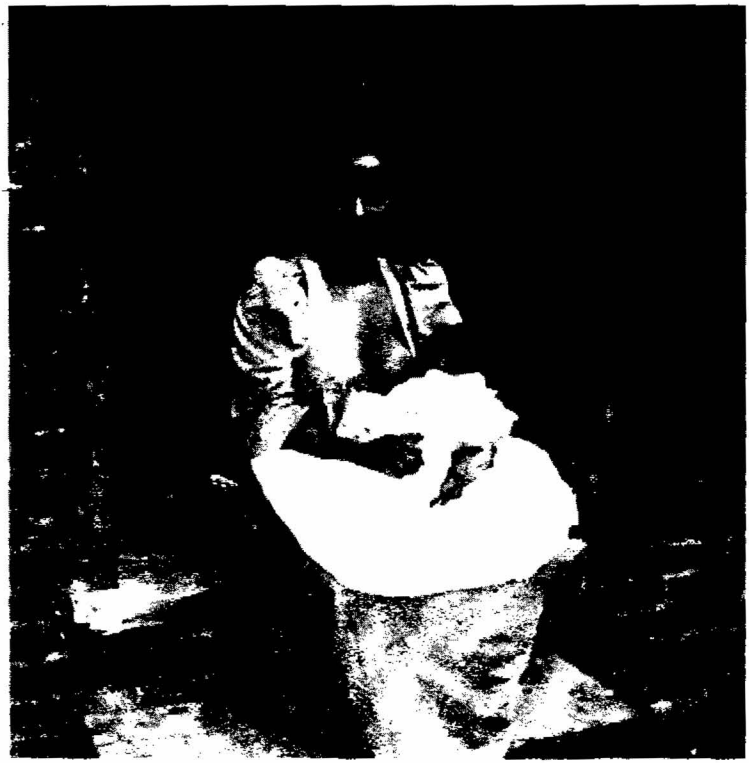

সন্তান কোলে রিচমন্ডের একজন নারী ক্রীতদাস

নতুন ক্রীতদাসদের জন্য লাম্পকিনের জেলখানা মূলত ছিল একটি সাময়িক আবাসস্থল। এখানে সাধারণত কোনো ক্রীতদাস বিক্রয় করা হতো না। যেহেতু সুস্থ ও সবল ক্রীতদাসদের চাহিদা ছিল বেশি তাই এখানে ক্রীতদাসদের প্রথমে পরিচ্ছন্ন হওয়ার হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো তারপর

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে ভালো কাপড় চোপড় দেওয়া হতো যাতে করে তাদেরকে স্বাভাবিক দেখা যায়। তা ছাড়া কোনো ক্রীতদাস অসুস্থ হলে তাকে এখানে চিকিৎসাও দেওয়া হতো। সুস্থ হওয়ার পর ভালো পোশাক পরিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো ক্রীতদাস নিলাম অফিসে কিংবা কোনো ডিলারের নিকট। রিচমন্ডে সাধারণত সকল ক্রীতদাসই বিক্রয় হয়ে যেত। এখান থেকে তাদের চালান করে দেওয়া হতো লুইসিয়ানা, কিংবা নিউ অরলিয়েন্সের কৃষিখামারে।

গৃহযুদ্ধ যখন শেষদিকে এসে ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী আন্দোলনকর্মীরা এই জেলখানসহ আশপাশের একই ধরনের আরো কয়েকটি জেলখানা পুড়িয়ে দেয়। এরই মধ্যে ইউনিয়ন সেনাবাহিনী এই শহর দখল করে নেয়। তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ছাড়াই এই জেলখানার সম্মুখে এসে থেমে যায়, এখানকার অত্যাচারিত ক্রীতদাসদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

লাম্পকিনের ক্রীতদাস জেলখানা

লাম্পকিন্সের ক্রীতদাস জেলখানা

www.nagorikpathagar.org

শয়তানের অর্ধ একর জমি

'শয়তানের অর্ধ একর জমি' (The Devil's Half Acre) নামে পরিচিত লাম্পকিনের ক্রীতদাস জেলখানা (Lumpkin's Slavery Jail) ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে অবস্থিত। এটি ভার্জিনিয়ার স্টেটসের রিচমন্ডে অবস্থিত আর এর তিনটি ব্লক পরেই রয়েছে শ্বেতপাথরের ডোমাকৃতির কংগ্রেস বিল্ডিং যেখানে জনপ্রতিনিধিরা নতুন আইন তৈরি করেন। রিচমন্ড ছিল আন্ত স্টেট ক্রীতদাস ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। রবার্ট লাম্পকিন (Robert Lumpkin) ছিলেন একজন কুখ্যাত ক্রীতদাস ব্যবসায়ী, যিনি পুরো দক্ষিণাঞ্চলেই ক্রীতদাস সরবরাহ করতেন। তাঁর কুখ্যাত লাম্পকিনের জেলখানা ছিল ক্রীতদাসদের সাময়িক আবাসস্থল যেখানে এক স্থান হতে ক্রীতদাস পুনরায় বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত। তার এই জেলখানা ২০ বৎসরেরও অধিক সময় চালু ছিল।

রবার্ট লাম্পকিন রিচমন্ডের সকহো বটম (Shockoe Bottom) এলাকায় এই জমিটি ১৮৪৪ সালে ৬,০০০ ডলারে ক্রয় করেন। যদিও জেলখানাটি লাম্পকিনের নামে পরিচিত কিন্তু লাম্পকিনের পূর্বে আরো দুজন এর মালিক ছিলেন এবং তখন থেকেই এখানে একটি ক্রীতদাস জেলখানা ছিল। কিন্তু তখন এই জেলখানাটি তেমন একটা ব্যবহৃত হতো না কেবলমাত্র ভয়ানক শ্রেণির ক্রীতদাসদের এখানে রাখা হতো। কিন্তু রিচমন্ডের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্রীতদাস ব্যবসায়ী লাম্পকিনের মালিকানায় আসার পর হতেই এর ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে এর পরিচিতিও বাড়তে থাকে। তৎকালীন সময়ে রিচমন্ডের সবচেয়ে বড় ক্রীতদাস ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তার নিষ্ঠুরতা চরমে পৌঁছেছিল, কিন্তু তার দাপটের কারণে কেউ তেমন একটা মুখ না খুললেও তাকে সবাই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ী বলত। তার জেলখানায় পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস কিংবা অবাধ্য ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি চাবুক মারা কক্ষ ছিল। এখানে ক্রীতদাসদের হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালি শিকল দিয়ে বেঁধে উঁচুতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। তারপর একজন ওভারসিয়ার এসে ঝুলিয়ে রাখা ক্রীতদাসদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে চাবুক মারতেন। লাম্পকিনের জেলখানা পাশেই ওয়াল স্ট্রিটে (যা বর্তমানের ১৫ নম্বর স্ট্রিট) আরো ৪টি ক্রীতদাস জেলখানা ছিল।

দোতলা এই জেলখানাটি আনুমানিক ১৬০ ফুট লম্বা ৮ ফুট চওড়া ছিল এবং এর চারপার্শ্বে আরো ৪টি প্লট ছিল। এর মূল ভবন ছিল দোতলায়। এখানে লাম্পকিনের নিজস্ব কোয়ার্টার ও অতিথিদের জন্য কয়েকটি কক্ষ ছিল। এই কক্ষগুলোতে লাম্পকিনের নিকট হতে ক্রীতদাস ক্রয় করতে আসতেন

www.nagorikpathagar.org

মূলত তাঁরাই সেখানে থাকতেন। নিচতলা ছিল জেলখানা যে সকল ক্রীতদাস বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হতো তাদেরকে সেখানে রাখা হতো। ক্রীতদাস নারী, পুরুষ ও তাদের সন্তানরা যত দিন না কোনো কৃষিখামারের মালিকের নিকট বিক্রয় হতো তত দিন সেখানে থাকতেন। নিচতলার কক্ষগুলো অনেক উঁচুতে একটি করে ছোট জানালা থাকত। তা ছাড়া এই কম্পাউন্ডের চারপাশের বেড়া ছিল খুব উঁচু এবং প্রধান গেট সবসময় শিকল দিয়ে তালাবদ্ধ থাকত। কথিত আছে যে এখানে সবসময় এত বেশি সংখ্যক ক্রীতদাস থাকত যে একজন রীতিমতো আরেকজনের গায়ে লেগে থাকত। এই কক্ষগুলোতে কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল না।

লাম্পকিনের জেলখানার কল্পিত চিত্র

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকায় অনেক ক্রীতদাসই অসুস্থ হয়ে পড়ত এবং তাদের অনেকেই না খেয়ে মারা যেত। আর অত্যাচার করে মেরে ফেলা তো ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এভাবে যারা মারা যেত তাদেরকে কোনো প্রকার ধর্মীয় আচার না মেনে গর্তে কবর দিয়ে ফেলা হতো। এই জেলখানার পাশে খালের তীরে ও রেললাইনসংলগ্ন এলাকায় ক্রীতদাসের বাজার বসত। এখানে বিক্রয়ের আগে ক্রীতদাসদের ভাল পোশাক পরিয়ে আনা হতো এবং তারপর তাদেরকে নিলামে তোলা হতো। নিলামে বিক্রয় হওয়ার সাথে সাথেই নৌকা কিংবা রেলগাড়িতে করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো।

অত্যন্ত দুষ্ট ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির রবার্ট লাম্পকিন নারী ক্রীতদাসদেরকে তাঁর সাথে যৌন মিলন করতে বাধ্য করতেন এবং এর ফলে অনেকেই গর্ভবতী হয়ে পড়ত। মেরি নামে একজন ক্রীতদাস তার স্ত্রীর মতো ছিলেন। লাম্পকিনের

www.nagorikpathagar.org

ঔরসে তিনি ৫টি সন্তান জন্ম দেন। তবে লাম্পকিন তাঁর সন্তানদের প্রতি খুবই দায়িত্বশীল ছিলেন। তাঁরা সকলেই স্কুলে যেত এবং লাম্পকিনের দুই কন্যা স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। গৃহযুদ্ধ শেষে লাম্পকিন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের পেনসালভেনিয়াতে পাঠিয়ে দেন কারণ এরই মধ্যে তাঁর বেশ দেনা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য পাছে তাঁর সন্তানদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করতে হয়, এই ভয়ে তিনি তাঁদেরকে পেনসিলভেনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির মালিক হন তাঁর স্ত্রী। প্রায় ১৫০ বৎসর পর ২০০৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় তাঁর জেলখানা আবিস্কৃত হয় মাটির ১৪ ফুট নিচে।

লাম্পকিনের জেলখানার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে সংরক্ষিত করা হয়েছে

ঈশ্বরের অর্ধ একর জমি

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প সময় পরেই লাম্পকিন মারা যান। ১৮৬৭ সালে তাঁর স্ত্রী মেরি এই সম্পত্তি রেভারেন্ড ক্লোভার (Reverend Colver) নামে একজন মিশনারির নিকট লিজ দিয়ে দেন। ক্লোভার ক্রীতদাসদের মুক্ত সন্তানদের পড়াশোনার জন্য এখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাই "শয়তানের অর্ধ একর জমি'র" নতুন নাম হয় ঈশ্বরের "অর্ধ একর জমি"। ১৮৭০ সালে এই ভবন ও জমি পুনরায় বিক্রয় করে দেওয়া হলে

www.nagorikpathagar.org

স্কুলটি ১৯ নম্বর স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এই নতুন স্কুলটির নামকরণ করা হয় ভার্জিনিয়া ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় (Virginia Union University)। একই বৎসর নতুন মালিক লাম্পকিনের পুরনো ভবনটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে তা হারিয়ে যেতে থাকে। ২০০৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় তা পুনরায় আলোচনায় আসে।

নিউ অরলিয়েন্সের ক্রীতদাস মার্কেট ও সেন্ট লুইস হোটেল

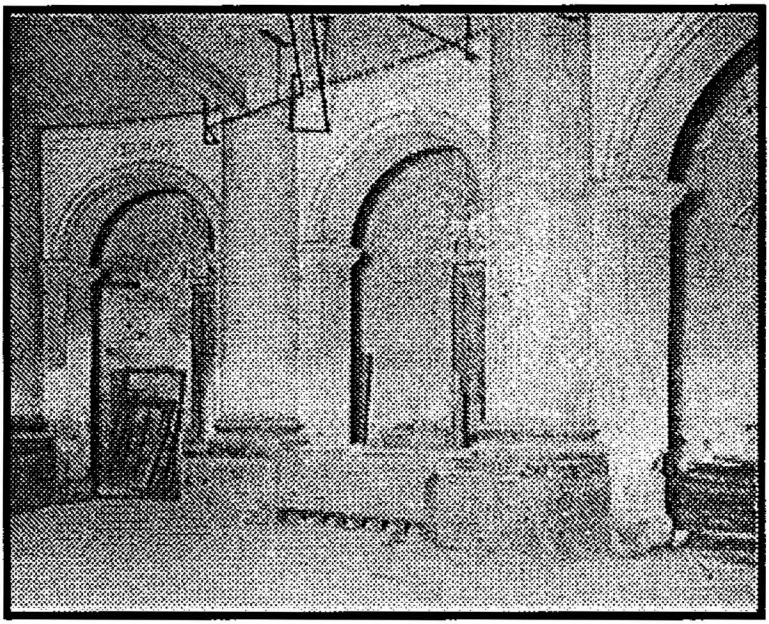

নিউ অরলিয়েন্সের সেন্ট লুইস হোটেলের ক্রীতদাস নিলাম ব্লক

নিউ অরলিয়েন্সের ক্রীতদাস মার্কেট ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় ক্রীতদাস মার্কেট। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই মার্কেটে ১০০,০০০ এর বেশি ক্রীতদাস বিক্রয় হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে খুঁজে পাওয়া কোর্টের নথিপত্র, ক্রীতদাস মালিক, ক্রীতদাসদের চিঠিপত্র ও বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেনের দলিল থেকে এ সকল তথ্য পাওয়া যায়।

এ সকল নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ক্রীতদাসদের অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার খাইয়ে, ভালো পোশাক পরিয়ে ও গায়ে তেল মেখে ত্বকে চাকচিক্য এনে ক্রীতদাসদের বিক্রয় করা হতো, কারণ তারা ছিল পণ্য। আর একটি পণ্যকে বিক্রয়যোগ্য করার জন্য যা কিছু করতে হতো ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা

www.nagorikpathagar.org

ভালো দামের জন্য তার সবগুলোই করতেন। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা তাঁদের ক্রীতদাসদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে প্রদর্শন করতেন এবং ক্রীতদাস ক্রয়কারীরা এ সকল ক্রীতদাসের অতীত ইতিহাস বিশেষ করে পালিয়ে যাওয়ার কোনো ঘটনা আছে কি না, দক্ষতা, সততা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে তারপর ক্রীতদাস ক্রয় করতেন।

যে সকল ক্রীতদাসের অতীত ইতিহাস জানা যেত না কিংবা সততা নিয়ে ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ক্রীতদাস ক্রয় করতেন। আর নারী ক্রীতদাস ক্রয়ের সময় তাদের স্পর্শকাতর স্থানগুলোও প্রদর্শন করতে হতো এবং ক্রেতা চাইলে তা হাত দিয়েও দেখতে পারতেন। ১৮৩৮ সালে সেন্ট লুইস ও চার্টারস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে সেন্ট লুইস হোটেলের যাত্রা শুরু হয়। শুরু হওয়ার মাত্র ২ বৎসরের মাথায় অগ্নিকাণ্ডে হোটেলটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারপর খুব দ্রুত তা পুনর্নির্মিত হয়। এই হোটেলের প্রবেশপথে একটি গোলাকার উঁচু ডোম ছিল, যেখানে প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ক্রীতদাস নিলাম অনুষ্ঠিত হতো। এখানে এত বেশি ক্রীতদাসের নিলাম হতো যে হোটেলে নিলাম অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকটি রুক ছিল।

১৮৪২ সালে জর্জ বাকিংহাম (George Buckingham) রিপোর্ট করেন যে "...নিলামকারী তাঁর গলার সর্বোচ্চ জোরে চিৎকার করে যাচ্ছেন... একজনের হাতে ছিল ছবি এবং সে ক্রীতদাসের গুণগান গেয়ে যাচ্ছে এবং অপরজন নিলামে বিজয়ীর নিকট ক্রীতদাস হস্তান্তর করছেন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে এটি একটি অসুখী পরিবার যাদের সকলকেই নিলামের জন্য তোলা হয়েছে। তাদের ভালো গুণগুলো ইংরেজি ও ফরাসিতে বর্ণনা করা হচ্ছে আর আগত গ্রাহকগণ যারা মূলত ক্রিয়োল অধিবাসী (Creole People : ফরাসি কলোনিতে বসবাসকারী সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান যাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ান) তারা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্রীতদাস নিরীক্ষা করছেন। ...স্বামীটি বিক্রয় হয়ে গেল ৭৫০ ডলারে ও স্ত্রী বিক্রয় হলো ৫৫০ ডলারে আর তাদের বাচ্চাগুলো বিক্রয় হলো প্রতিটি ২২০ ডলারে..."। ১৮৫২ সালে হেরিয়েট বিচার তাঁর বিখ্যাত আঙ্কেল টম'স কেবিন (Uncle Tom's Cabin) উপন্যাসে আঙ্কেল টম ও তার অনুসারী ক্রীতদাসকে বিক্রয়ের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা নিউ অরিলিয়েন্সের এই হোটেলের ক্রীতদাস রুকের কল্পনায় রচিত।

১৮০৮ সালে আন্তর্জাতিক-ক্রীতদাস বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়ে গেলে নাটকীয়ভাবে ক্রীতদাস পাচার বেড়ে যায়। তখন একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় হতো। যেহেতু লুইসিয়ানা, আলাবামা ও জর্জিয়াতে আখ ও তুলা চাষের খামারগুলোতে প্রচুর শ্রমিকের দরকার ছিল তাই

www.nagorikpathagar.org

সেখানে ক্রীতদাসের দাম বেড়ে যায়। আর এ সুযোগে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা এ সকল স্টেটগুলোতে ক্রীতদাস বিক্রয়ের জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ভার্জিনিয়ার ক্রীতদাসরা ছিল প্রশিক্ষিত এবং একই সাথে তারা ছিল বুদ্ধিমান। তাই তাদের মূল্যও ছিল অনেক বেশি।

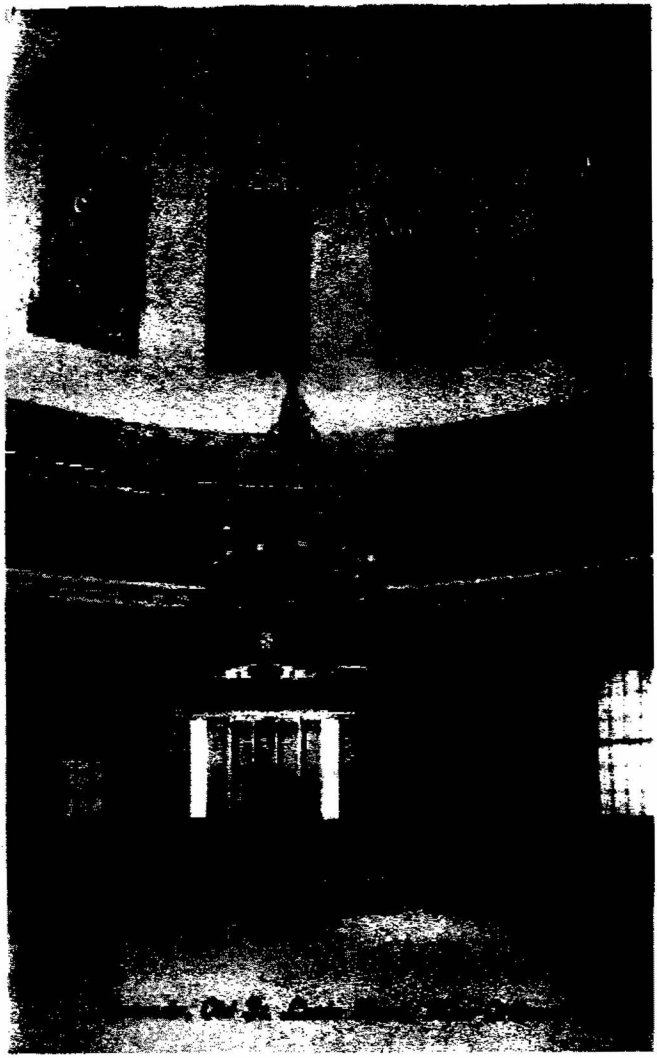

শিল্পীর তুলিতে নিউ অরলিয়েন্সের সেন্ট লুইস হোটেল– ১৯ শতকের একটি চিত্রকর্ম

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এ সকল অঞ্চলে জীবনধারণ কঠোর হওয়ার কারণে ক্রীতদাসরা সাধারণত যেতে চাইতেন না। কিন্তু তার পরও হাজার হাজার আফ্রিকান ক্রীতদাসদের এখানে জোরপূর্বক পাঠানো হয়। আর স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের পরিজনকে বিদায় দিয়ে এখানে আসতে হয়। যা ছিল অমানবিক। এভাবে একসময় নিউ অরলিয়েন্স ক্রীতদাস ব্যবসার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ক্রীতদাস প্রথার অন্যতম নিষ্ঠুর দিক হলো ক্রীতদাস নিলাম। আর তখন নিউ অরলিয়েন্সে ক্রীতদাস নিলামের অনেকগুলো কোম্পানি ছিল।

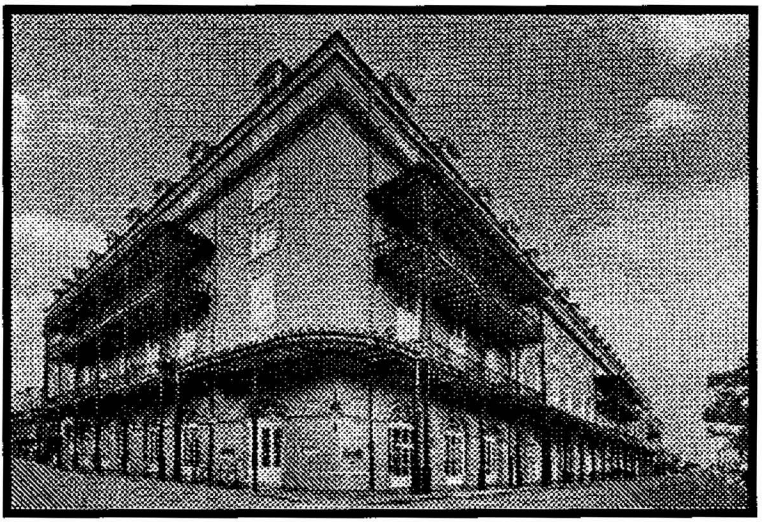

সেন্ট লুইস ও চার্টারস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বর্তমানের বিলাসবহুল ওমনি রয়ালঅরিলেন্স হোটেল। শহরের ক্রীতদাস নিলামের সবচেয়ে বড় ব্লকটি ছিল এই হোটেল

নিলাম হাউসগুলোর আবার ক্রীতদাস পেন্স (Slave Pens) বা ক্রীতদাসদের সাময়িক থাকার আবাস ছিল। এখানে বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত ক্রীতদাসদের রাখা হতো। একটি ছোট্ট কক্ষে ৫০-১০০ জন ক্রীতদাসকে গাদাগাদি করে রাখা হতো। তারপর নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে সেন্ট লুইস হোটেল, চার্লস হোটেল কিংবা অপর কোনো ক্রীতদাস এক্সচেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হতো নিলামের জন্য। নির্দিষ্ট দিন বিক্রয় না হলে তাকে পুনরায় ফিরে যেতে হতো ক্রীতদাস পেন্সে যেখানে তাকে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে থাকতে হতো পরবর্তী নিলাম পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.org

লুইসভিলের ক্রীতদাস বাজার

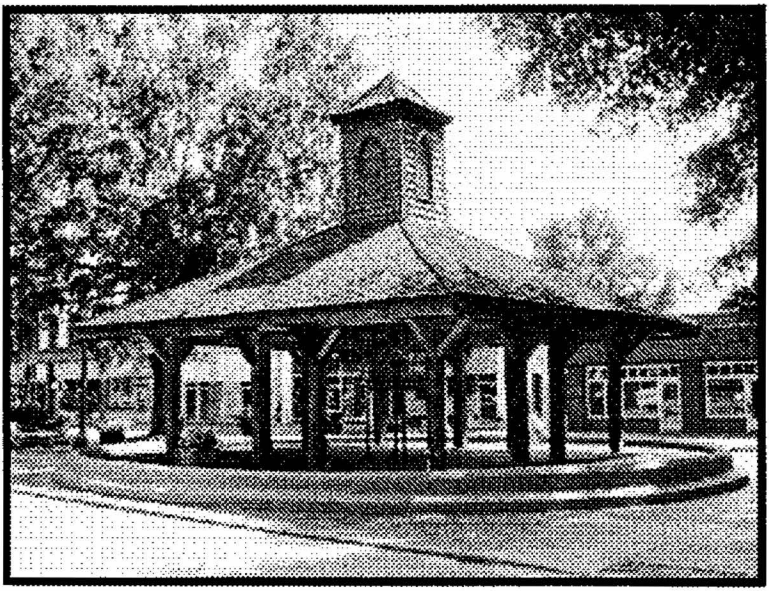

লুইসভিলের ক্রীতদাস বাজার

আমেরিকার আরেকটি বিখ্যাত ক্রীতদাস বাজার ছিল বর্তমান জর্জিয়া স্টেটসের লুইসভিলের ক্রীতদাস বাজার। লুইসভিলের ক্রীতদাস মার্কেটটি তৈরি হয়েছিল ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৮ সালের মধ্যে। এই মার্কেটটি তখন স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই মার্কেটের সবচেয়ে কালো অধ্যায় হলো এটি ছিল আফ্রিকান-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় হতো এখানে। আর এই ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় জর্জিয়ার স্থানীয় অর্থনীতিকে করেছিল সুদৃঢ়।

১৮০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে তখন সাভানার (Savannah) ক্রীতদাস বাজারও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ক্রীতদাস পাচারকারীদের পূর্বে ক্রয়কৃত ক্রীতদাস নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় তারা তখন বিকল্প বাজারের সন্ধান করতে থাকে। লুইসভিলের ক্রীতদাস মার্কেট তখন পাচারকৃত ক্রীতদাস বিক্রয়ের অন্যতম বাজারে পরিণত হয়।

www.nagorikpathagar.org

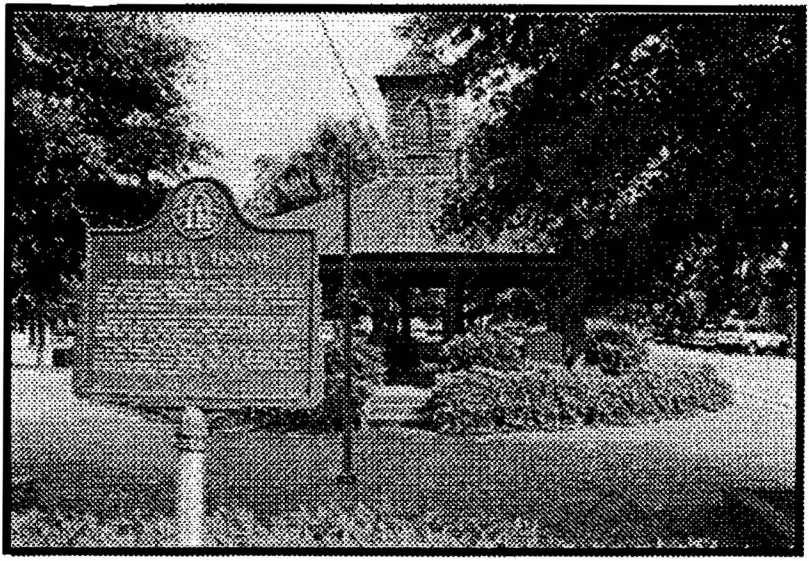

লুইসভিলের ক্রীতদাস মার্কেটের ইতিহাস ফলক

এরই মধ্যে জর্জিয়া একটি নতুন স্থায়ী রাজধানী স্থাপনের জন্য লুইসভিলকে নির্বাচন করে এবং এর ২০ মাইলের মধ্যে একটি ক্রীতদাস বাজার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত অগাস্টা, সাভানা ও জর্জটাউনের মধ্যবর্তী স্থানে ক্রীতদাস মার্কেট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৭৫৮ সালে এই মার্কেট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় এবং এখনও সেটি একই স্থানে রয়েছে। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের (King Louis XVI) সম্মানে নতুন রাজধানীর নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লুইসভিল। নতুন এই ক্রীতদাস মার্কেটের ছাউনির ভিতর একটি বড় ঘন্টা লাগানো হয় কিন্তু এটি কখনো বাজানো হয়নি কারণ কোনো দস্যুজাহাজ এটি চুরি করে নিয়ে যায়।

ক্যারোলিনার লোকাউন্ট্রি বন্দর

দণ নার লোকাউন্ট্রি (Lowcountry) আফ্রিকান-আমেরিকান ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কারণ আমেরিকাতে যত আফ্রিকান ক্রীতদাস এসেছে তার ৪০-৬০%ই এসেছে এই লোকাউন্ট্রি বন্দর দিয়ে। তাই লোকাউন্ট্রিকে আফ্রিকান-আমেরিকানদের এলিস আইল্যান্ড (যেখানে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী রয়েছেন) বলা হয় যদিও অনেকে এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে এখানে আগতরা স্বেচ্ছায় এসে অভিবাসী হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

লেখক পিটার উড (Peter Wood) তার Black Majority: Negroes in Colonial South Carolina from 1670 to the Stono Rebellion গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে "১৭ শতকে লোকাউন্ট্রিতে সফলভাবে ধান চাষের জন্যই মূলত আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমাদানি করতে হয়েছিল।" ১৬৮০ সালে একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন স্যার জনাথন এটকিনস (Sir Jonathan Atkins)। তিনি বলেন, 'এখানকার মানুষ সস্তায় শ্রমিক আনার সুবিধা পেয়ে যাওয়ায় তারা আর কৃষিখামারের কাজের জন্য কোনো শ্বেতাঙ্গ যারা এই খামারগুলোতে পূর্বে কাজ করত, তাদেরকে নিয়োগ দিত না।'

আফ্রিকার বিশেষ করে সিয়েরা লিওন ও ঘানা অঞ্চলের মানুষরা পূর্ব থেকেই ধান চাষে অভিজ্ঞ ছিল তাই লোকাউন্টির জমির মালিকরা এই অঞ্চলের ক্রীতদাসদেরই বেশি পছন্দ করতেন। দক্ষিণ ক্যারোলিনার স্টেট মিউজিয়ামের কর্মকর্তা এলাইনি নিকোলাস (Elaine Nichols) তাঁর এক গবেষণা রিপোর্টে বলেন, এখানে একসময় অনেক পেস্ট হাউস (Pest Houses) ছিল যেখানে আফ্রিকা থেকে আগত ক্রীতদাসদের ১০-৪০ দিন অন্তরী করে রাখা হতো। আর এই অন্তরীণ করে রাখার মূল কারণ হলো আফ্রিকানদের ছোঁয়াচে রোগ যেন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে না। এক একটি পেস্ট হাউসে ২০০-৩০০ ক্রীতদাসকে বন্দি করে রাখ হতো। তবে ১৭৯৩ সালে স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদের মুখে এখান থেকে পেস্ট হাউস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটস্থ জেমস দ্বীপে।

www.nagorikpathagar.org

লোকাউন্ট্রির বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে ক্রীতদাস শ্রমিক

পুরনো তথ্য হেঁটে জানা যায় যে চার্লসটনের ম্যাগাজিন স্ট্রিটে একটি পুরনো ক্রীতদাস মার্কেট ছিল, যা ১৮৫০ এর দশকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। লোকাউন্ট্রি বন্দর দিয়ে যে সকল আফ্রিকান ক্রীতদাস প্রবেশ করেছিল তার মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে ক্রীতদাস বিদ্রোহ কিংবা ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলনে জড়িয়ে বিখ্যাত হন। তাঁদের একজন হলেন ডেনমার্ক ভেসে। ক্যাপ্টেন জোসেফ ভেসে সেন্ট থমাস দ্বীপ থেকে ১৮ শতকের শেষের দিকে তাঁকে ক্রয় করেন। ১৮২২ সালের চার্লসটনের ব্যর্থ ক্রীতদাস বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ডেনমার্ক ভেসে। এ বিদ্রোহের কারণে চালর্সটনে একটি গ্যারিসন প্রতিষ্ঠা করা হয় ভবিষ্যতের বিদ্রোহ দমনের জন্য। এই গ্যারিসনটিই আজকের বিখ্যাত সিটাডলের মিলিটারি কলেজ।

www.nagorikpathagar.org

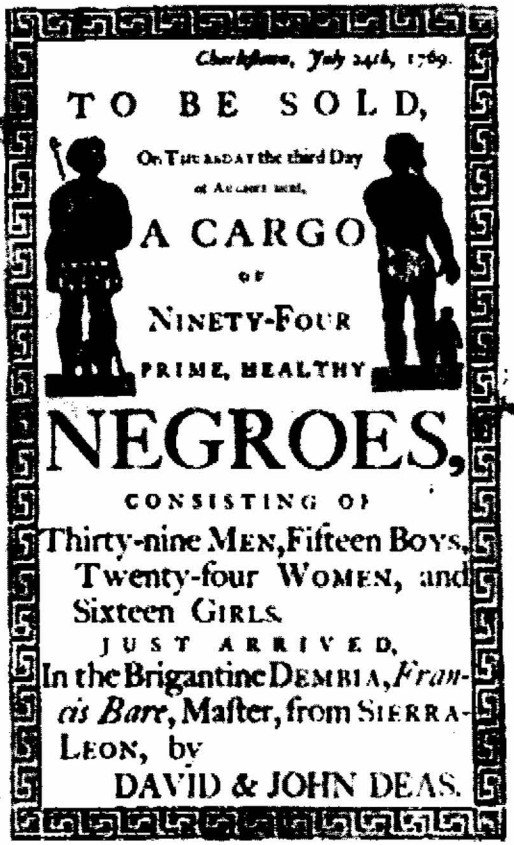

১৭৬৯ সালের একটি লিফলেটে সিয়েরা লিওন থেকে আনা ৯৪ জন ক্রীতদাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। দক্ষিণ ক্যারোলিনার সকল ধানচাষিই সিয়েরা লিওনের ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্য উৎসাহী থাকতেন কারণ তারা ধান চাষে অভিজ্ঞ ছিলেন

দক্ষিণ ক্যারোলিনার ভৌগোলিক গুণাবলি ও জলবায়ু অনেকটাই সিয়েরা লিওনের মতো ছিল। আর লোকাউন্ট্রির সমুদ্রদ্বীপ, জলাভূমি আর হাজার হাজার একর বিস্তৃত জমি ছিল ধান চাষের উর্বর ক্ষেত্র। ইংরেজি ভাষীরা দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে বসতি স্থাপন করে আনুমানিক ১৬৭০-এর দশকে। ১৭০০ সালের দিকে তারা আবিষ্কার করে যে এশিয়া হতে আমদানীকৃত ধান এই অঞ্চলে খুব ভালো ফলন হয় বিশেষ করে নিচু জলাভূমিতে। এই ধান খুব উচ্চ মূল্যে ইংল্যান্ডে বিক্রয় হতো তাই ১৭০০ দশকেই দক্ষিণ ক্যারোলিনার অর্থনীতি অনেকটাই ধাননির্ভর হয়ে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণ ক্যারোলিনার কৃষিখামারের মালিকরা প্রথমে ধান চাষ সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞই ছিল। তারা ক্যারোলিনার স্থানীয় পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা ধান চাষে এক প্রকার ব্যর্থই ছিল। তাই তারা ধান চাষ অঞ্চল যেমন পশ্চিম আফ্রিকা হতে ক্রীতদাস আমদানিতে উৎসাহী হয় যেহেতু তারা ধান চাষের সাথে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ক্যারোলিনার কৃষিখামারের মালিকরা ধান চাষের জন্য নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, মিয়েরা লিওন থেকে আসা ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে চাইতেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আফ্রিকার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জন্য এখানে ক্রীতদাসের চালান নিয়ে আসতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চার্লসটন একটি ক্রীতদাস বন্দরে পরিণত হয়। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা এখানে পৌঁছানোর পূর্বেই পত্রিকায় ক্রীতদাস নিলামের বিজ্ঞাপন দিতেন এবং এই বন্দরে জাহাজ ভিড়ানোর স্বল্প সময়েরই মধ্যেই সকল ক্রীতদাস বিক্রয় হতে যেত।

বাদাগারির ক্রীতদাস বাজার

বাদাগারির ক্রীতদাস জেটি

নাইজেরিয়ার লাগোস প্রদেশের বন্দরসমৃদ্ধ জেলা বাদাগারি (Badagry) ছিল পশ্চিম আফ্রিকার ক্রীতদাস বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্তী এই অঞ্চলের মানুষদের জন্য একটি কালো ইতিহাসের অধ্যায় হলো ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান অঞ্চলের কৃষিখামারের ক্রীতদাস জীবন। সেনেগাল, ঘানা, টগোর ক্রীতদাস ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেলেও নাইজেরিয়ার ক্রীতদাস

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস অনেকটাই অজানা। পূর্বে নাইজেরিয়া ও ঘানা ছিল ব্রিটিশ কলোনি অন্যদিকে সেনেগাল, টগো ও বেনিন ছিল ফরাসি কলোনি।

প্রাচীন শহর বাদাগারির ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৪২৫ সালে। নাইজেরিয়ার লাগোস প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বাদাগারির চারপাশজুড়ে রয়েছে গিনিয়া সমুদ্র, নদী এবং ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ। ইয়োরুবা (Yoruba) ও ওগু (Ogu) উপজাতিরাই মূলত এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। ১৫০০ সালের প্রথম দিকে পশ্চিম আফ্রিকা হতে আমেরিকাতে ক্রীতদাস চালান দেওয়া হতো বাদাগারি দিয়ে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে ১৫০০ শতকের শুরু হতে ১৭৮৭ সালে আমেরিকা স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকা হতে ৫৫০,০০০ জনকে ক্রীতদাস হিসাবে শুধু আমেরিকাতেই পাচার করা হয়েছিল। তা ছাড়া ইউরোপ , দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে পাচার করা হয়েছিল আরো অসংখ্য ক্রীতদাস। আর এই সকল ক্রীতদাস আনা হতো পশ্চিম আফ্রিকা ও তৎসংলগ্ন দেশসমূহ যেমন বেনিন, টগো ও নাইজেরিয়া থেকে। বাদাগারিতে বসবাসকারী ইউরোপিয়ানদের উপার্জনের সবচেয়ে বড় পথ ছিল ক্রীতদাস ব্যবসা।

৪০০ বৎসরের পুরনো ট্রান্স আটলান্টিক নিষ্ঠুর ক্রীতদাস ব্যবসার যুগে বাদাগারি দ্বীপে কেউ একবার ক্রীতদাস হয়ে আসলে তার আর ফেরার কোনো পথ ছিল না। বাদাগারির ব্রাজিলিয়ান ক্রীতদাস ব্যারাকে (Brazilian Slave Baracoon) দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়ে কোনো একদিন এই হতভাগ্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে যাত্রা করতে হতো নদীপথে যেখান থেকে তাদের ফেরার পথ ছিল বন্ধ আর গন্তব্য ছিল অজানা, আর ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি লেখা আছে তা হয়তো একমাত্র ঈশ্বরই জানতেন। বাদাগারিতে ব্রাজিলিয়ান ক্রীতদাস ব্যারাক তৈরি করেছিলেন বিদেশি মূলত ইউরোপিয়ানরা। এই ব্যারাকের ছোট্ট কুঠুরিতে যেখানে আলো-বাতাস প্রবেশ করত না বললেই চলে।

এই ক্ষুদ্র কুঠুরিতে অন্তত ৪০ জন ক্রীতদাসকে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় গাদাগাদি করে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবস্থান করতে হতো পরবর্তী জাহাজ না আসা পর্যন্ত। অবশেষে ক্রীতদাস জেটি পার হয়ে আধা ঘন্টা আটলান্টিক তীর দিয়ে হেঁটে ক্রীতদাসদের উঠাতে হতো একটি নৌকাতে আর এখান থেকেই শুরু হতো অজানা গন্তব্যে যাত্রা। দালালরা পাহারা দিয়ে ক্রীতদাস সমতে এই নৌকা নিয়ে পৌঁছে যেত সাগরের মাঝখানে অবস্থানরত ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর জাহাজে, যারা এই ক্রীতদাসদের পৌঁছে দিত বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে। আর এই জাহাজগুলোর অধিকাংশেরই মালিক ছিলেন হয় কোনো ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান ক্রীতদাস ব্যবসায়ী।

www.nagorikpathagar.org

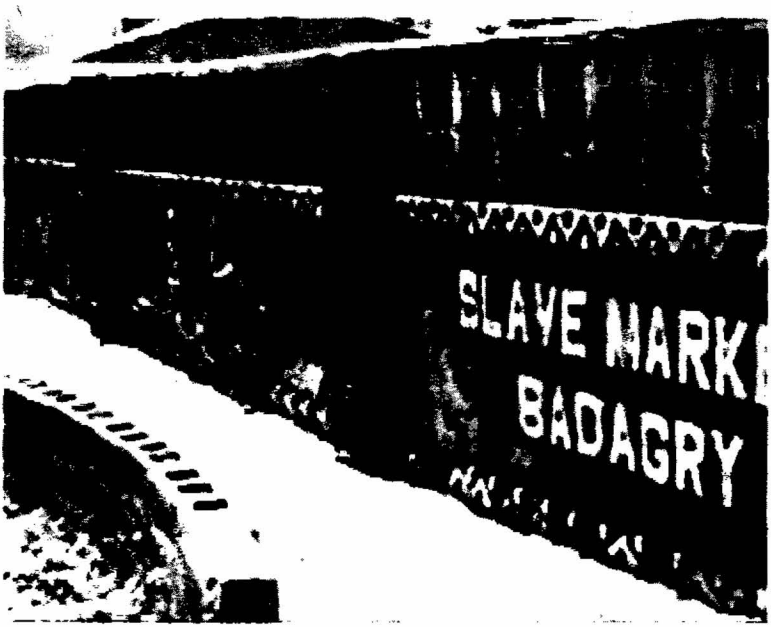

বাদাগারির ক্রীতদাস বাজার

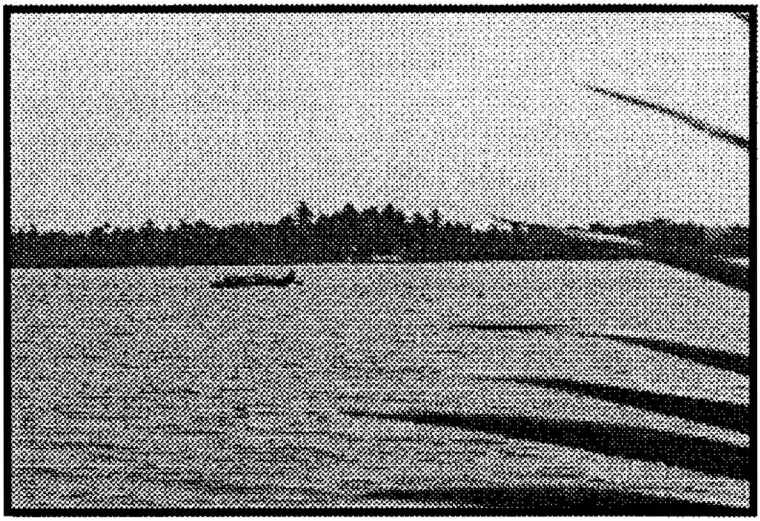

বাদাগারির নদীপথ– যে সকল ক্রীতদাস একবার নৌকায় চড়তেন তাঁদের ফেরার পথ ছিল বন্ধ আর গন্তব্য ছিল অজানা

www.nagorikpathagar.org

এ সকল ক্রীতদাসদের হাতে ও পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো যাতে করে জাহাজ থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। আর তাদের হাঁটাপথের দুপাশেও বড় বড় পাথর দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতো যাতে করে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে না পারে। আর অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে যে কোনো সময় চাবুক দিয়ে পেটানো হতো। এভাবেই অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে চলতে হতো বাদাগারি থেকে যাত্রা করা ক্রীতদাসদের। আর যারা অত্যাচার সহ্য করতে পারত না মৃত্যুর হাতে নিজকে সঁপে দিত। ক্রীতদাস যদি সমুদ্রপথে মারা যেত তবে তার লাশ সাথে সাথেই পানিতে ফেলে দেওয়া হতো আর যদি স্থলপথে মারা যেত তবে তাকে কোনোমতে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হতো। বাদাগারিতে স্থানে স্থানে এ রকম অনেক কবর রয়েছে। বাদাগারি আজ ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান কিন্তু আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ক্রীতদাসদের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন।

সালাগার ক্রীতদাস বাজার

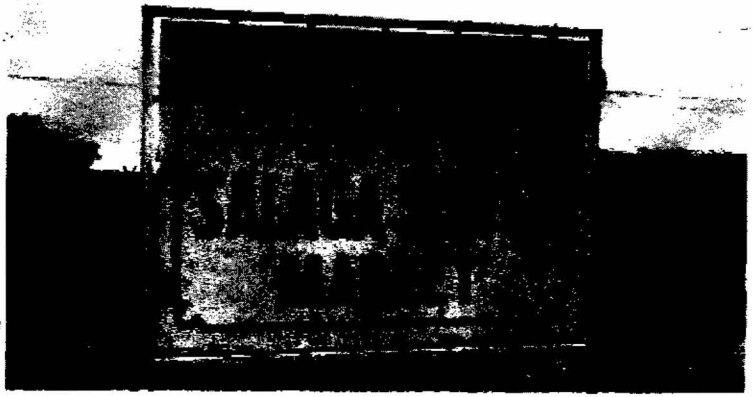

সালাগা ক্রীতদাস মার্কেটের ফলক

ঘানার উত্তরাঞ্চলের একটি জেলা শহর সালাগা। ১৮ ও ১৯ শতকের আশান্তি রাজ্যের (Ashanti kingdom) এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সবচেয়ে বড় এবং ক্রীতদাস বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল সালাগা। এই অঞ্চলে মুসলমানরা ছিল প্রভাবশালী। মূলত উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে সালাগাতে জড়ো করা হতো এবং তারপর তা আমেরিকা অথবা আরব রাষ্ট্রসমূহে বিক্রয় করা হতো। নাইজেরিয়ার দাগোম্বা (Dagomba) থেকে

www.nagorikpathagar.org

কাপাবিয়া (Kpabia) ও ইয়েন্ডি (Yendi) থেকে কানো (Kano) যাত্রাপথে সালাগা একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সালাগার ক্রীতদাস গোসলের পুকুর (Bathing Place for slaves) ও পাগার পুরনো ক্রীতদাস ক্যাম্প (The Old Slave Camp Of Paga) এখনো সেই ঘৃণিত ক্রীতদাস ব্যবসার ক্ষতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পর্তুগিজরা আফ্রিকার ধনসম্পদ আহরণ করার ব্যাপারে সব সময়ই উৎসাহী ছিল এবং একই সাথে তারা আমেরিকাতে কলোনি স্থাপন করতে থাকে। আর আমেরিকার কৃষিখামারে কাজ করার জন্য তাদের প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়। ১৪৪০ সাল থেকেই পর্তুগিজরা আফ্রিকানদের ধরে পর্তুগাল নিয়ে যেতে থাকে। এর প্রায় ৫২ বৎসর পর ১৪৯২ সালে ইতালিয়ান অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে প্রথমবারের মতো পদার্পণ করেন। তার লক্ষ্য ছিল নিজে ও তার পৃষ্ঠপোষক স্পেনের রানী ইসাবেলা ও রাজা ফার্দিনান্দকে সম্পদশালী করে তোলা। ১৫১৮ সালে আফ্রিকা হতে আটলান্টিক সমুদ্রপথে ক্রীতদাস পাচার করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই আফ্রিকার ক্রীতদাস ব্যবসায় শরিক হয় ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৮ শতকে প্রতিবৎসর আফ্রিকা হতে ৭০,০০০ ক্রীতদাসকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমেরিকাতে নেওয়া হতো আর মোট ১২ মিলিয়ন আফ্রিকানকে ক্রীতদাস হিসেবে আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশে পাচার করা হয়।

সালাগার স্থানীয় প্রধান যার পূর্বপুরুষ ছিলেন ক্রীতদাস তিনি বর্ণনা করেন "সালাগা একসময় ছিল একটি ক্রীতদাস মার্কেট। উত্তর নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, মালি এ সকল অঞ্চল হতে ক্যারাভান এখানে আসত। একসময় ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য সালাগা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখানে ক্রীতদাস নিয়ে আসা হতো। এখানে ক্রীতদাস রাখার জন্য ক্রীতদাস খোয়াড় ছিল এবং অধিকাংশ সময়ই ক্রীতদাসদের বাজারের ভেতর বিভিন্ন গাছের সাথে বেঁধে রাখা হতো। এ-জাতীয় ক্রীতদাস খোয়াড় এখনো দু-চারটি রয়েছে।... একসময় ক্রীতদাস ব্যবসা খুব লাভবান ব্যবসায় পরিণত হয়। আর স্থানীয় প্রধানরাও এই ব্যবসায় লাভবান হতেন। এখানে আনা ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে স্থানীয় প্রধান নিজের জন্য রেখে দিতেন কিংবা ইচ্ছা হলে কোনো ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে দিতেন।... আমি শুনেছি আমার পূর্বপুরুষরা এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। আজকে এটি ঘৃণিত হলেও তখনকার সময়ের জন্য এটি ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়.. সালাগাতে বর্তমানে যাঁরা বসবাস করেন তাদের সকলেরই পূর্বপুরুষ ক্রীতদাস ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে '...ওয়ামকাম বেইউ- স্থানীয় সালাগার স্থানীয় ভাষায় ওয়ামকাম (Ouamkam) অর্থ গোসল করা ও বেইউ (Bayou) অর্থ ক্রীতদাস– অর্থাৎ ওয়ামকাম বেইউ মানে ক্রীতদাসদের গোসল করা। এখানে ক্রীতদাসদের গোসল করার জন্য কুয়ার মতো ছিল। বিক্রয়ের পূর্বে ক্রীতদাসদের এখানে গোসল করতে হতো এবং গায়ে মাখন মাখতে হতো যাতে করে তাদের চামড়ার ঔজ্বল্য বাড়ে এবং চকচক করে। তারপর তাদেরকে পেটপুরে খাওয়ানো হতো এবং তরতাজা করে ক্রীতদাস মার্কেটে নিয়ে যাওয়া হতো বিক্রয়ের জন্য সালাগাতে এখনো এ রকম ওয়ামকাম বেইউ রয়েছে।'

সালাগা ক্রীতদাস সমাধি হলো একটি কবরস্থান, যেখানে ক্রীতদাসদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হতো। প্রচলিত কাহিনীতে জানা যায় ক্রীতদাস মারা যাওয়ার পর তাদের মৃতদেহ একটি বাওবাদ গাছের নিচে ফেলে রাখা হতো আর গাছে থাকা শত শত শকুনের দল এই মৃতদেহ খেয়ে বেঁচে থাকত। আর এভাবে পচে না যাওয়া পর্যন্ত লাশগুলো সেখানেই পড়ে থাকত। তারপর একদিন এই বাওবাদ গাছের নিচে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে পড়ে থাকা মৃতদেহের হাড়গোড় মাটিচাপা দেওয়া হতো।

সালাগার সেই বাওবাদ গাছ– যার নিচে শত শত ক্রীতদাসকে কবর দেওয়া হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

এখানে কবরের কোনো স্মৃতিফলক কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু বিশাল সেই বাওবাদ গাছটি এখনো বেঁচে আছে ইতিহাসের করুণ সাক্ষী হিসেবে। এর আশপাশে এখন বসতিও গড়ে উঠেছে তবে স্থানীয় জনগণ বাওবাদ গাছের এলাকাটি তারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য।

জানজিবারের পুরনো ক্রীতদাস মার্কেট ও এঙ্গলিকান চার্চ

জানজিবারের এঙ্গলিকান চার্চে ক্রীতদাসের মূর্তি

জানজিবারের ক্রিক রোডসংলগ্ন এলাকায় নির্মিত এঙ্গলিকান ক্যাথেড্রালের স্থানটি ছিল একটি পুরনো ক্রীতদাস বাজার। বর্তমানে ক্রীতদাস বাজারের কোনো চিহ্নই সেখানে নেই তবে ক্রীতদাসদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেখানে মাটির নিচে প্রায় ৬ ফুট গভীরে নির্মিত হয়েছে ক্রীতদাস মনুমেন্ট, যেখানে শিকলে বাঁধা ৫ জন ক্রীতদাস দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্রিটেন ও আমেরিকা আন্তমহাদেশীয় ক্রীতদাস পরিবহন বন্ধে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। তাদের চাপেই ১৮২২ সালে ওমানি আরবরা মর্সবি (Moresby) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যেখানে কোনো খ্রিস্টান শক্তির নিকট ক্রীতদাস বিক্রয়কে অবৈধ ঘোষণা করা

www.nagorikpathagar.org

হয়। এই চুক্তি কতটুকু কার্যকর হচ্ছে তা মনিটর করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা জানজিবারে কনসাল নিযুক্ত করে। এই নিষেধাজ্ঞা খুব কমই কার্যকর হয়েছিল এবং তার পরও ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার আফ্রিকানকে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দি করে ও কালোবাজারে বিক্রয় করতে থাকে। এ সময় ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা শত শত আফ্রিকান ক্রীতদাসকে হত্যাও করে।

ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য বাগামোয়ো (Bagamoyo) মেইনল্যান্ড হতে পশুতে টানা মালবাহী গাড়ি যাত্রা শুরু করত এবং কখনো বা শত শত মাইল পায়ে হেঁটে লেক টাঙ্গানিয়াকা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল হতে স্থানীয় শাসকদের নিকট হতে ক্রীতদাস করে পুনরায় বাগামোয়োতে ফিরে আসত। এত দূরদূরান্ত থেকে ক্রীতদাস ক্রয়ের প্রধান কারণ ছিল সেখানে তারা অত্যন্ত কম মূল্যে ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে পারতেন। আবার কখনো বা নিজেরাই স্থানীয় উপজাতিদেরকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আসতেন।

গহিন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাতির দাঁত বহন করতে হতো এই সকল ক্রীতদাসদের। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রীতদাসরা যাতে করে পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য তাদেরকে শিকল দিয়ে একজনের সাথে আরেকজনকে বেঁধে রাখা হতো। আর এভাবেই কাঁধে হাতির দাঁত নিয়ে শিকলবাঁধা অবস্থায় ক্রীতদাসদের বাগামোয়ো'তে নিয়ে আসা হতো। শত শত মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যে সকল ক্রীতদাস বাগামোয়োতে আসতে পারত পরবর্তীতে তাদেরকে জানজিবারের ক্রীতদাস মার্কেটে তোলা হতো, যেভাবে পশু বিক্রয় করার জন্য পশুদেরকে হাটে তোলা হয়। বড় বড় জাতিগুলো প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে ক্রীতদাস ব্যবসায় জড়িত ছিল যেমন ইউরোপিয়ানরা ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদের কৃষিখামারে শ্রম দিতে বাধ্য করত, আরবরা ছিল মূলত ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ও আফ্রিকান শাসকরা যুদ্ধবন্দিদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দিত।

ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজগুলো আন্তসমুদ্রপথে যাতে কেউ ক্রীতদাস বহন করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত টহল দিত এবং তাদের জাহাজ থেকে ক্রীতদাসবাহী জাহাজে বোমা মারত। এ রকম কঠিন চাপের মুখে জানজিবারের সুলতান বারগাস ১৮৭৩ সালে সমুদ্রপথে ক্রীতদাস পরিবহন নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন এবং তারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। একই সাথে জানজিবারের ক্রীতদাস মার্কেট বন্ধ করতে বাধ্য হন। সেখানে পরবর্তীতে তৈরি করা হয় ক্যাথেড্রাল চার্চ অব ক্রাইস্ট, যা এঙ্গলিকান চার্চ নামেও পরিচিত।

www.nagorikpathagar.org

১৮৭৩ সালে জানজিবারের চার্চ বিশপ এডওয়ার্ড স্ট্রোর (Edward Steere) এই ক্যাথেড্রাল নির্মাণ করেন। এডওয়ার্ড স্ট্রিটি ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ ক্যাম্পেনারদের অন্যতম একজন। এই ক্যাথেড্রালটি নির্মাণ করতে ১০ বৎসর সময় লাগে। বিশপ স্টেরি ১৮৮২ সালে মারা যান এবং তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। এই ক্যাথেড্রালের সম্মুখে ক্রীতদাসদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য রয়েছে একটি অসাধারণ সুন্দর ক্রীতদাস মনুমেন্ট, যেখানে শিকল বাঁধা অবস্থায় ৫ জন ক্রীতদাসকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মাঙ্গাপোয়ানির ক্রীতদাস চেম্বার

জানজিবারের মাঙ্গাপোয়ানি ক্রীতদাস চেম্বার

মাঙ্গাপোয়ানি ক্রীতদাস চেম্বার (Mangapwani Slave Chamber in Zanzibar) জানজিবারের স্টোন টাউনের ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এটি একটি আয়তকার ভূগর্ভস্থ চেম্বার, যার ছাত নির্মাণ করা হয়েছিল কোরাল পাথর দিয়ে। তৎকালীন মাঙ্গাপোয়ানির অত্যন্ত প্রভাবশালী ক্রীতদাস ব্যবসায়ী নসর আল-আলউই (Nassor Al-Alwi) তার ক্রীতদাসদের বন্দি করে রাখার জন্য এই চেম্বার তৈরি করেন।

www.nagorikpathagar.org

মাঙ্গাপোয়ানি ক্রীতদাস চেম্বারের প্রবেশ পথ

তানজানিয়া মেইনল্যান্ডের বাগামোয়ো (Bagamoyo) থেকে ক্রীতদাসবাহী নৌকা কোনো ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত কোনো সমুদ্রতীরে ভিড়ত এবং সেখান থেকে তাদেরকে এই ক্রীতদাস চেম্বারে নিয়ে আসা হতো। এই ক্রীতদাস চেম্বারটি এখনো রয়েছে এবং তা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত। তবে তা নিয়মিত দেখভালের অভাবে যথেষ্ট অপরিচ্ছন্নও বটে। ধারণা করা হয়, ১৮৭৩ সালের পর কোনো একসময় ব্রিটিশ চাপের কারণে সুলতান বার্গাস এঙ্গলো-জানজিবার চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং এর ফলে এই অঞ্চলে ক্রীতদসে প্রথা বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে এই অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বরং তা কালোবাজারে চলে যায়। কালোবাজারে ক্রীতদাসেদর মূল্যও বেড়ে যায়। নসর আল-আলউই চোরাই পথে তাঁর ক্রীতদাস ব্যবসা চালু রাখেন এবং ক্রীতদাসদের লুকিয়ে রাখার জন্য তিনি এই চেম্বারটি তৈরি করেন।

www.nagorikpathagar.org

লিভারপুল ক্রীতদাস বন্দর

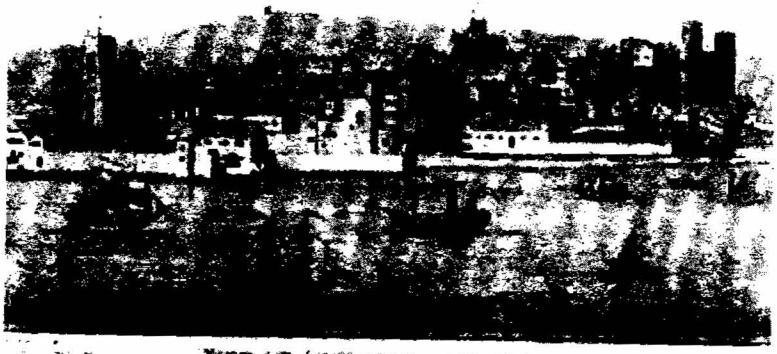

শিল্পীর তুলিতে ১৬৮০ সালের লিভারপুল বন্দর

১৬৯৯ সালে লিভারপুল বন্দরের যাত্রা শুরু হয় এবং প্রথম দিকে এই বন্দর দিয়ে আমেরিকা হতে চিনি, মসলা, তামাক ও তুলাবাহী জাহাজের ওঠানামা হতো। লিভারপুল বন্দর থেকে বিভিন্ন খাল দিয়ে নৌকায় করে পণ্যসমূহ ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরে খুব সহজেই নেওয়া যেত। তাই খুব স্বল্পসময়ের মধ্যেই লিভারপুল খুব ব্যস্ত বন্দরে পরিণত হয়। লিভারপুলে কেবল জাহাজই ভিড়ত না এখানে জাহাজ তৈরি হতো এবং জাহাজ মেরামতও করা হতো।

১৬৪০ সালের ক্যারাবিয়ান দ্বীপ বারবাডোসের চিনি বিপ্লবের (Sugar Revolution) সময়ই ব্রিটিশরা ক্রীতদাস ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমেরিকাতে দিনে দিনে শ্রমিকের চাহিদা বাড়তে থাকায় ইংরেজরা নিজেরাই আফ্রিকাতে ক্রীতদাস ক্রয় করতে যেতেন। ১৬৬০-১৬৯৮ সাল পর্যন্ত যে সকল কোম্পানি ক্রীতদাস ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত তারা সকলের কার্যক্রমই লন্ডন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ১৬৯৮ সালে একচেটিয়াভাবে ক্রীতদাস ব্যবসায় ভাগ বসায় লিভারপুল। ১৭০০ সালে লিভারপুল থেকে আফ্রিকার গোল্ডকোস্টের (Guneia) উদ্দেশে প্রথম ক্রীতদাসবাহী জাহাজ অল্প সময়ের মধ্যেই লিভারপুল বন্দরে আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাস বহনকারী যাত্রা শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই লিভারপুল বন্দরে আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজ ভিড়তে শুরু করে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৭৩০ সালে যেখানে প্রতিবৎসর গড়পড়তা ১৫টি ক্রীতদাসবাহী জাহাজ আসা-যাওয়া করত ৬০ বৎসরের ব্যবধানে ১৭৯০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩০টি। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে লিভারপুল হয়ে এ সকল ক্রীতদাস আমেরিকা নিয়ে যাওয়া হতো। ট্রান্স আটলান্টিক রুটের ক্রীতদাস ব্যবসা লিভারপুল বন্দরকে অর্থনৈতিকভাবেও খুব লাভজনক করে তোলে আর এই অর্থই ছিল আজকের আধুনিক লিভারপুল বন্দরের মূল ভিত্তি। ১৮ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত লিভারপুল বন্দর ছিল পৃথিবীর অন্যতম বড় ক্রীতদাস বন্দর। ট্রান্স আটলান্টিক রুট দিয়ে আফ্রিকার ৩০ লক্ষ ক্রীতদাসের প্রায় অর্ধেকই বহন করে লিভারপুলের জাহাজগুলো।

ইউরোপ বন্দরগামী জাহাজে আফ্রিকান ক্রীতদাস তুলে দেওয়া হচ্ছে

লিভারপুলের ব্যবসায়ীগণ যদিও অন্যান্য মালামালের ব্যবসা করতেন কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই একটা সময় ক্রীতদাস ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। তখন লিভারপুলের সকল বড় বড় ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী লিভারপুল বাসিন্দা এমনকি অনেক মেয়রও এই ক্রীতদাস ব্যবসায় সরাসরি জড়িত ছিলেন। তেমনি একজন ছিলেন লিভারপুলের প্রথম নির্বাচিত কাউন্সিলর থমাস গলিঘটলি (Thomas Golightly) যিনি পরবর্তীতে ১৭৭২-১৭৭৩ সালে লিভারপুলের মেয়রও হয়েছিলেন। লিভারপুলের অনেক সংসদ সদস্য ক্রীতদাস ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁরা ক্রীতদাস প্রথা চালু রাখার পক্ষে সংসদে জোরালো ভূমিকা রাখতেন। তাঁদের কারণেই ১৭৯২ সালে জেমস পেনি

www.nagorikpathagar.org

(James Penny) নামে একজন ক্রীতদাস ব্যবসায়ী সংসদীয় কমিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান এবং তাঁকে একটি মূল্যবান টেবিল ক্লথ উপহার দেওয়া হয় সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে। ১৮০৭ সালের জুলাই মাসে লিভারপুল থেকে ক্রীতদাসবাহী সর্বশেষ জাহাজ কিটিস আমেলিয়া (Kitty's Amelia) বন্দর ত্যাগ করে। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও আফ্রিকার ও ইংল্যান্ডের ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে এই বন্দরে সরাসরি কোনো জাহাজ না ভিড়লেও চোরাপথে এই ব্যবসা আরো কয়েক বৎসর চালু ছিল।

লিভারপুল ক্রীতদাস বন্দরের কয়েকটি তথ্য

ইউরোপের বন্দরে যাত্রার পূর্বে জাহাজে চিনির ব্যারেল তোলা হচ্ছে

- লিভারপুল বন্দর থেকে যাত্রা করা প্রথম জাহাজের নাম ছিল দি লিভারপুল মার্চেন্ট। জাহাজটি লিভারপুল থেকে ৩ অক্টোবর ১৬৯৯ সালে ২২০ জন ক্রীতদাস নিয়ে যাত্রা শুরু করে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭০০ সালে বার্বাডোজে পৌঁছে। জাহাজটির মালিকদের একজন ছিলেন স্যার থমাস জনসন যাঁকে লিভারপুল বন্দরের স্থপতি বলা হয়।
- ১৭৯৫ সালের মধ্যেই লিভারপুল ব্রিটিশ ক্রীতদাস পরিবহনের ৮০% ও পুরো ইউরোপের ক্রীতদাস পরিবহনের ৪০% নিয়ন্ত্রণ করত।

www.nagorikpathagar.org

- লিভারপুল বন্দর দিয়ে অন্তত ৫,০০০ ক্রীতদাসবাহী জাহাজ আসা-যাওয়া করে। ক্রীতদাসবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন জন নিউটন বিখ্যাত সঙ্গীতের রচয়িতা। নাবিক-জীবন শেষে নিউটন ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ ক্যাম্পেইনে যোগ দেন এবং তাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।
- ১৭০০-১৮২০ সাল পর্যন্ত লিভারপুলের অন্তত ২৫ জন মেয়র সরাসরি ক্রীতদাস ব্যবসায় জড়িত ছিলেন এবং লিভারপুলে তাঁদের অফিস ছিল।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলন

মানব জাতির ইতিহাসের শুরু থেকেই কোনো কোনো রূপে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। আর তাই একই কারণে ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিবাদ কিংবা আন্দোলনও তখন থেকেই প্রচলিত ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের (২৬৯-২৩২ খ্রিস্টাব্দ) কিংবদন্তি সম্রাট অশোক ক্রীতদাস বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করেননি। খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৬ অব্দ পর্যন্ত চীনের কিন রাজবংশের (Qin dynasty) শাসনামলে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ভূমিদাস প্রথাও নিরুৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কিন রাজবংশকে উৎখাত করার পর কিন রাজবংশের প্রচলন করা অনেক আইন পরে বাতিল করা হয়, যার মধ্যে ক্রীতদাস প্রথাও ছিল। আরো অনেক পরে ১৭ সালে চীনে ওয়াং ম্যাং (Wang Mang) এর শাসনামলে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তাকে হত্যা করার পর চীনে পুনরায় ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন করা হয়।

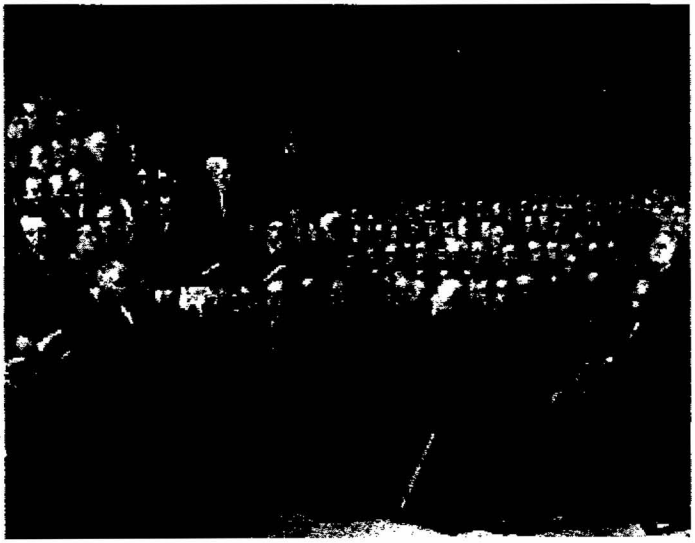

লন্ডনের ঐতিহাসিক এক্সিটার হলে (Exeter Hall) ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার সম্মেলন– ১৮৪০ সালের একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যখন স্প্যানিশ কলোনির বিস্তৃতি ঘটে তখন স্প্যানিশ কলোনিতে ন্যাটিভ আমেরিকানদের ক্রীতদাস হিসেবে রাখা যাবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে রাখার বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্প্যানিশ কলোনিতে আফ্রিকানদেরও ক্রীতদাস হিসেবে রাখা যাবে না এই আইন জারি করা হয়।

মিসিসিপির ক্রীতদাস পিটার গর্ডনের এই চিত্রটি ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলনের ক্যাম্পেইনারগণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ Universal Declaration of Human Rights অনুমোদন করে। The Universal Declaration of Human Rights-এর আর্টিকেল ৪-এর বর্ণনা করা হয়েছে "আর কাউকে কখনোই ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসের মতো অবস্থায় রাখা যাবে না। ক্রীতদাস ও সকল ধরনের ক্রীতদাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হবে।"

www.nagorikpathagar.org

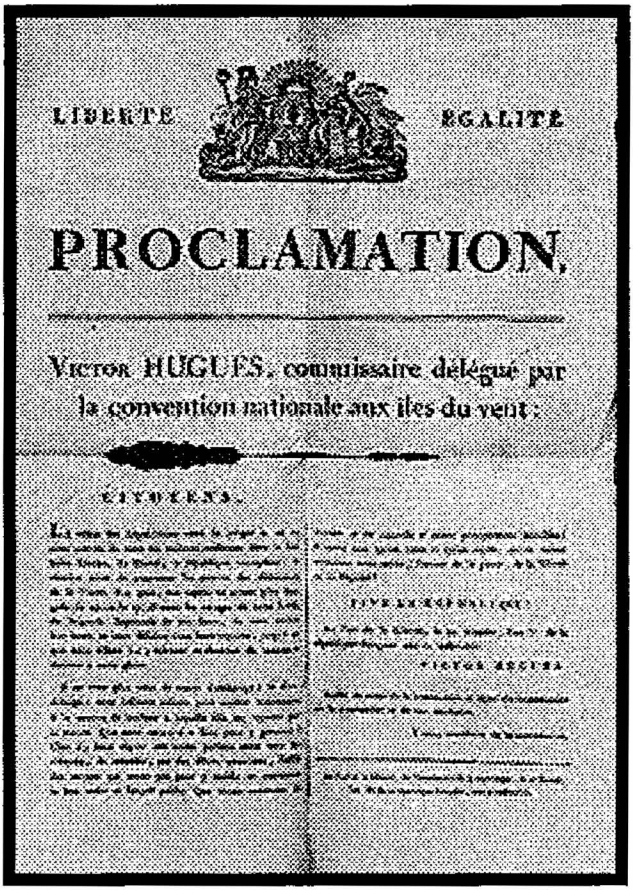

LIBERTE ÉGALITÉ

PROCLAMATION,

Victor HUGUES, commissaire délégué par la convention nationale aux îles du vent ;

CITOYENS,

১ নভেম্বর ১৭৯৪ সালে ফরাসি প্রশাসক ভিক্টোর হুগো ক্যারাবিয়ান দ্বীপ গুয়াদিলুপে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির ঘোষণা দেন

তবে তখন বৃহৎ রাজকীয় শক্তিগুলো যেমন ফ্রান্স, স্পেন, ব্রিটেন, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডসসহ আরো অনেকেই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিল এবং যার মূল নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় করার জন্য নির্ভরশীল ছিল কৃষিকাজের ওপর আর এই কৃষিকাজে শ্রম দেওয়ার জন্য তাদের নির্ভর করতে হতো আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তখন বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী যেমন American Anti-Slavery Group, Anti-Slavery International, Free the Slaves, The Anti-Slavery Society, এবং The Norwegian Anti-Slavery Society বিশ্বব্যাপী ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন শুরু করে।

www.nagorikpathagar.org

মানব জাতির ইতিহাসের শুরু থেকেই কোনো কোনো রূপে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। আর তাই একই কারণে ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিবাদ কিংবা আন্দোলনও তখন থেকেই প্রচলিত ছিল। দাসপ্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ক্রীতদাস ব্যবসা বিলুপ্তকরণ। ১৫০০ সালের দিকেই পশ্চিম ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথার মৃত্যুঘন্টা বাজতে শুরু করে।

আমদানি করা ক্রীতদাসের ওপর। তাদের মাতৃভূমির বাইরে কৃষিখামারে কর্মরত ক্রীতদাসদের ওপর তখন তেমন নজর না দিলেও নিজ নিজ দেশে ক্রমান্বয়ে ক্রীতদাস প্রথা সংকুচিত করে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ১৮০৭ সালে ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় দেশই আন্তর্জাতিক ক্রীতদাস ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

তখন বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজগুলো ধরার জন্য সমুদ্রে নিয়মিত টহল দিত। ক্রীতদাসসহ কোনো জাহাজ আটক হলে তারা জাহাজের সকল ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করা হতো। আর ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজের ক্রুদের বিচারের আওতায় এনে তাদেরকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো।

আফ্রিকার ক্যারাবিয়ান দ্বীপগুলোতে বিচ্ছিন্ন ও সংগঠিত হলেও ১৭৯০ সালে তৎকালীন ফরাসি কলোনি হাইতির বিদ্রোহই ছিল একমাত্র সফল বিদ্রোহ। সেখানকার ক্রীতদাসরা সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে এবং সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস মালিকদের ও মুলাট্টুদের হত্যা শুরু করে। হাইতির এ আন্দোলনে তখন পুরো ইউরোপই কেঁপে উঠেছিল। অবেশষে ফরাসিরা আন্দোলনকারীদের নিকট হার মানতে বাধ্য হয় এবং স্বাধীন হাইতি প্রজাতন্ত্রের জন্ম নেয়।

ক্রীতদাসনির্ভর কৃষিখামারের ব্যবসা অত্যন্ত লাভবান হওয়া ও জাতিগত দাঙ্গা শুরু হওয়ার আশংকায় ১৯ শতকের প্রথমভাগে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলন খুবই ধীরগতির। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলন খুব শক্তিশালী ছিল ইংল্যান্ডে ও ১৮৪০ সালের পর তা আমেরিকাতে আন্দোলন হিসাবে রূপ নেয়। তবে এই দু দেশেই আন্দোলনের শুরু হয়েছিল ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মাধ্যমে কারণ ধর্মীয় মতে একজন মানুষ অপর কোনো মানুষকে ক্রীতদাস হিসেবে রাখতে পারে না এবং তা পাপ।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব আফ্রিকার কোনো অঞ্চলে শিকলে বাঁধা মানুষ। ১৯০০ সালেও ইথিওপিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী ছিল ক্রীতদাস। সম্রাট হাইলি সিলাসসি (Haile Selassie) ১৯৪২ সালে সেখানে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করেন

১৭৭৭-১৮০৪ সালের মধ্যে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের স্টেটগুলো ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার একটি বড় কারণ হল স্বাধীনতা ঘোষণা। ১৮৩০-এর দশকে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে। আমেরিকার দক্ষিণের স্টেটগুলোর অত্যন্ত লাভবান তুলা এবং ব্রাজিলের আখের কৃষি খামারগুলোতে কিন্তু তখনো ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন থেকেই যায়। অবশেষে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালে সেখানে ক্রীতদাস প্রথা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৮০ সালের দিকে এসে কিউবা ও ব্রাজিলে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হয়ে যায় কারণ তখন আর এই কৃষি খামারগুলো তত লাভজনক ছিল না।

আফ্রিকাতে তখনো ক্রীতদাস প্রথা চলতে থাকে। এ সময় আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘেরাও ও অবরোধ সৃষ্টি করে সেখানকার

www.nagorikpathagar.org

নারী-পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় চালিয়ে যেতে থাকে। ইউরোপিয়ান কলোনির নিয়মকানুন ও কূটনৈতিক চাপের কারণে অবশেষে এই ব্যবসা সংকুচিত হতে থাকে আর ক্রীতদাস ব্যবসা সংকুচিত হওয়ার কারণে ক্রীতদাসের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলন : ব্রিটেন

লর্ড ম্যানস ফিল্ড

ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার ক্যাম্পেইনে অন্যতম মাইলস্টোন হিসেবে যুক্ত হয় ব্রিটিশ বিচারক লর্ড ম্যানস ফিল্ড (Lord Mansfield) একটি রায় ইংল্যান্ডসহ সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলে। ১৭৭২ সালে ঐতিহাসিক সমারসেট মামলায় (Somersett Case- R. v. Knowles, ex parte Somersett) ব্রিটিশ বিচারক লর্ড ম্যান্সফিল্ড রায় দেন যে ইংল্যান্ডে (ব্রিটিশ সম্রাজ্যের সর্বত্র নয় শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে) ক্রীতদাস প্রথা অনৈতিক। এই রায় কেবল ইংল্যান্ডেই যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে তা নয়, এটি আমেরিকাতে ইংল্যান্ডের কলোনিগুলোতেও ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। এর প্রায় ৫ বৎসর পর ১৭৭৭ সালে স্কটল্যান্ডে জোসেফ নাইটের (Joseph Knight) মামলায় কোর্ট রায় দেয় যে ক্রীতদাস প্রথা স্কটল্যান্ডের আইনের পরিপন্থী।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ পার্লামন্টে ২৫ মার্চ ১৮০৭ সালে ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ করার আইন The Slave Trade Act পাস হয় যে আইনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যেকোনো স্থানে ক্রীতদাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে ব্রিটেন ক্রীতদাস ব্যবসায় একটি ধস নামে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে আটলান্টিক সমুদ্রপথে ৪১% ক্রীতদাসই বহন করা হতো ব্রিটিশ জাহাজগুলোর মাধ্যমে। তাই যখন ব্রিটিশ জাহাজগুলো ক্রীতদাস বহন করা বন্ধ করে দেয় তখন বিশ্বব্যাপী ক্রীতদাস পরিবহনেও এক বিশাল সংকট দেখা দেয় আর এভাবেই গ্লোবাল ক্রীতদাস ব্যবসা সংকুচিত হতে শুরু করে।

১৮০৭ সালে The Slave Trade Act ক্রীতদাস আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর ক্রীতদাস প্রথাবিরোধীরা অন্যান্য দেশগুলোতেও ক্যাম্পেইন চালাতে থাকে বিশেষ করে ফ্রান্স অন্যান্য ব্রিটিশ কলোনিগুলোতে। ১৮৩৯ সালে জোসেফ স্টার্জের (Joseph Sturge) নেতৃত্বে সালে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মানবতাবাদী সংগঠন Anti-Slavery International গঠিত হয়, যারা অন্যান্য দেশেও ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার ক্যাম্পেইন চালাতে থাকে।

ব্রিটেনে অনেকেই ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য যারা জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যেমন উইলিয়াম উইলাবারফোর্স (William Wilberforce), থমাস ক্লার্কসন (Thomas Clarkson) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চাপের কারণে ২৫ মার্চ ১৮০৭ সালে ব্রিটিশ পার্লমেন্টে Act for the Abolition of the Slave Trade আইন পাস হয় যা পরের বৎসর থেকে কার্যকর হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই আইনে বলা হয় কোনো ব্রিটিশ জাহাজে ক্রীতদাস পাওয়া গেলে প্রতিজনের জন্য ১০০ পাউন্ড জরিমানা প্রদান করতে হবে। এই আইনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল ট্রান্স আটলান্টিক রুটের ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ করা।

১৮০৮ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর West Africa Squadron অন্তত ১৬০০ ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজ আটক করে এবং প্রায় ১৫০,০০০ আফ্রিকান ক্রীতদাসকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করে মুক্তি দেয়। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যে সকল আফ্রিকান নেতা ক্রীতদাস বাণিজ্যের বিরোধিতা করছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৮৫১ সালে ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ করতে অসহযোগিতা করায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী লাগোসের রাজার পতন ঘটায়। এরই মধ্যে ব্রিটিশ মধ্যস্থতায় ৫০ জন আফ্রিকান শাসক ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৮৬০ সালে ডেভিড লিভিংস্টোনের রিপোর্টে আরব ক্রীতদাস বাণিজ্যের সাথে হত্যাযজ্ঞ ও ম্যাসাকারের বিষয়টি প্রকাশ পেলে ব্রিটিশরা সেখানে ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ

www.nagorikpathagar.org

নৌবাহিনী জানজিবারে ক্রীতদাস বাণিজ্য দমিয়ে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়। ১৯০৫ সালে ফরাসিরা পশ্চিম আফ্রিকাতে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করে দেয়।

২৩ আগস্ট ১৮৩৩ সালে ব্রিটেনে Slavery Abolition Act পাস হয় এবং যেখানে ব্রিটেন ও এর সকল কলোনিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৩৪ সালের ১ আগস্ট, ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সকল ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে এক ধরনের চুক্তির মাধ্যমে ক্রীতদাসদেরকে তাদের প্রাক্তন মালিদের নিকট রাখা হয় যাতে করে তারা শিক্ষানবীস হিসেবে একটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল ক্রীতদাসরা যেন তাদের পছন্দসই কোনো ট্রেড কোর্স সমাপ্ত করে নিজেরাই নিজেদের মতো করে জীবন যাপন করতে পারে। তবে ১৮৩৮ সালে এই আইনটি বাতিল করা হয়। ব্রিটেন ১৮৪৩ সালে Slavery Act V. of 1843-এর মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

আফ্রিকা মহাদেশে নিজ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষিত ও ধনীদের মধ্যে ক্রীতদাস রাখার প্রচলন বহুদিন চালু ছিল। ১৯২৮ সালে আফ্রিকার সিয়েরা লিওনে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল।

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আন্দোলন : ফ্রান্স

ফ্রান্সের মেইনল্যান্ডেও ক্রীতদাস ছিল, বিশেষ করে নানটিস (Nantes) ও বর্ডিয়াক্স বন্দরে (Bordeaux) তবে এই ক্রীতদাস প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সরকারিভাবে কখনোই স্বীকার করা হয়নি। ১৭৩৯ সালে জ্যাঁ বুকাক্সের (Jean Boucaux) মামলায় বলা হয় যে ফ্রান্সে প্রচুরসংখ্যক ক্রীতদাস রয়েছেন এবং তাঁদের আইনগত অবস্থান পরিষ্কার নয়। এই মামলারই সূত্রধরেই পরবর্তীতে ফ্রান্সে আইন হয় যে মেইনল্যান্ডে অবস্থানরত সকল ক্রীতদাসকে রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ তিন বৎসর বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে তবে তা হবে ভ্রমণ কিংবা কোনো ব্যবসা শিক্ষার জন্য। ফ্রান্সে কাগজে-কলমে রেজিস্ট্রিবিহীন সকল ক্রীতদাসই ছিল মুক্ত। তৎকালীন ফরাসি কলোনি ক্যারাবিয়ান সেন্ট ডমিনিগো'তে (Saint-Domingue) ফরাসিরা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল আফ্রিকান ক্রীতদাসদের ওপর, যারা কাজ করত সেখানকার কৃষি খামারগুলোতে।

www.nagorikpathagar.org

১৭৮৯ সালের ফরাসি ঘোষণা Declaration of the Rights of Man এর প্রভাবে ও ১৭৯১ সালের হাইতির ক্রীতদাস বিদ্রোহ ফ্রান্স ও তার মিত্রদের মাঝে ভীতির উদ্রেগ হয় এবং যার ফলে ১৭৯৩ সালে ফরাসি বিপ্লবী কমিশনারদ্বয় সনথোনাক্স (Sonthonax) ও পলভারেন (Polverel) ফরাসি কলোনিগুলোতে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করা অতীব জরুরি বলে মত দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৯৪ সালে প্যারিসে এক কনভেনশনে, ফ্রান্স মেইনল্যান্ডের বাইরের সকল কলোনিগুলোতেও ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। আর এই ঘোষণার পর মানবিক ও নিরাপত্তার কারণে কলোনিতে অবস্থানরত সকল ক্রীতদাসকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সে ক্রীতদাস প্রথা পুনর্বহাল

১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় আসার পরপরই ফরাসি কলোনির অত্যন্ত লাভজনক আখের কৃষি খামারগুলো আরো বিস্তৃত করার জন্য মনযোগী হন ক্রীতদাস প্রথা পুনরায় চালু করায়। কারণ এই কৃষি খামারগুলোতে শ্রম দেওয়ার জন্য ক্রীতদাসের কোনো বিকল্প ছিল না। ১৮০২ সালে ক্যারাবিয়ান দ্বীপ সেন্ট ডমিনিগোকে (হাইতি) প্রাক্তন ক্রীতদাস নেতা তুসান্ত লুভার্তের (Toussaint L'Ouverture) নিকট হতে পুনরুদ্ধারের জন্য ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অর্থনীতিকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য প্রচলিত কৃষিখামার বিশেষ করে আখ ও কফি চাষের খামারগুলোকে পুনরায় চালু করেন। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রচুর ক্রীতদাসের প্রয়োজন হতো তাই তিনি সেখানে পুনরায় ক্রীতদাস প্রথা চালু করেন। যদিও তার পূর্বে হাইতি অনেক সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং তারপর সেখানে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ত্রিনিদাদের ক্রীতদাস সহায়তাকারী অফিস-১৮৩২ সালের একটি চিত্রকর্ম

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের আর্দশের সাথে এই ক্রীতদাস প্রথার পুনঃপ্রচলন ছিল সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যা নেপোলিয়নের সৈন্যদের মানসিকভাবে আহত করে। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালীন দেশের রোগবালাইয়ের সাথে ফরাসি সৈন্যদের কুলিয়ে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, বিশেষ করে পীত জ্বরের সাথে এবং এই পীত জ্বরে নেপোলিয়নের প্রচুর সৈন্য মারা যায়। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন হাইতিতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলন তো করতেই পারেননি বরং হাইতি একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আর এভাবেই নেপোলিয়নের বিশ্বব্যাপী ফরাসি কলোনি তৈরির স্বপ্নের মৃত্যু ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৮৪৮ সালে ফরাসি কলোনিতে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

আমেরিকা

আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে প্রথম প্রতিবাদ হয় ১৬৬৮ সালে। ১৬৬৮ সালে ফিলাডেলফিয়ার জার্মান টাউনের কোয়াকারগণ (German Quakers) ক্রীতদাস প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব সভায় প্রতিবাদ জানায়। কোয়াকার হলো খ্রিস্টীয় মতবাদের একটি সংগঠন, যারা Religious Society of Friends নামেও পরিচিত। তাদের এই প্রতিবাদ পরবর্তী ১৫০ বৎসর উপেক্ষিত থাকলেও ১৮৪৪ সালে তা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তা ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলনে (Abolitionist Movement) রূপ নেয়। ১৬৬৮ সালের এই প্রতিবাদটিই ছিল আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রথম আন্দোলন, যেখানে সর্বজনীন মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রতিটি স্টেটসেই চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ১৮০৮ সালের ১ জানুয়ারি হতে অন্য কোনো দেশ হতে ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ করা হলেও আমেরিকার অভ্যন্তরে ক্রীতদাস বাণিজ্য কিন্তু নিষিদ্ধ হয়নি। আর এরই মধ্যে আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথা চালু রাখার একটি গোষ্ঠী দাঁড়িয়েছিল, যারা ভূগর্ভস্থ রেললাইন তৈরি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথা চালু রাখার পক্ষে ছিলেন। এই বিতর্কের ফলে গোলযোগ ও দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, শুরু হয় ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষের সমর্থকদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। আমেরিকার ইতিহাসে এরূপ একটি ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গাম 'রক্তাক্ত কানসাস' (Bleeding Kansas) নামে পরিচিত।

www.nagorikpathagar.org

লাইবেরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট জোসেফ জেনকিনস রবার্টস

এসিএস বা আমেরিকার কলোনাইজেশন সোসাইটি (American Colonization Society) কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে ১৮২১-২২ সালে লাইবেরিয়াতে একটি কলোনি প্রতিষ্ঠা করে। এসিএস লাইবেরিয়াতে হাজার হাজার আফ্রিকান-আমেরিকানদের নিয়ে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এসিএস এর প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ক্লে (Henry Clay) বিবৃতি দেন যে "তাদের গায়ের রঙের কারণে তারা এতই বৈষম্যের শিকার যে তারা কোনো দিন এদেশের সাদা চামড়ার মুক্ত মানুষদের সাথে মিশে যেতে পারবে না। তাই তাদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে দেওয়াটাই হবে সর্বোত্তম পন্থা।"

www.nagorikpathagar.org

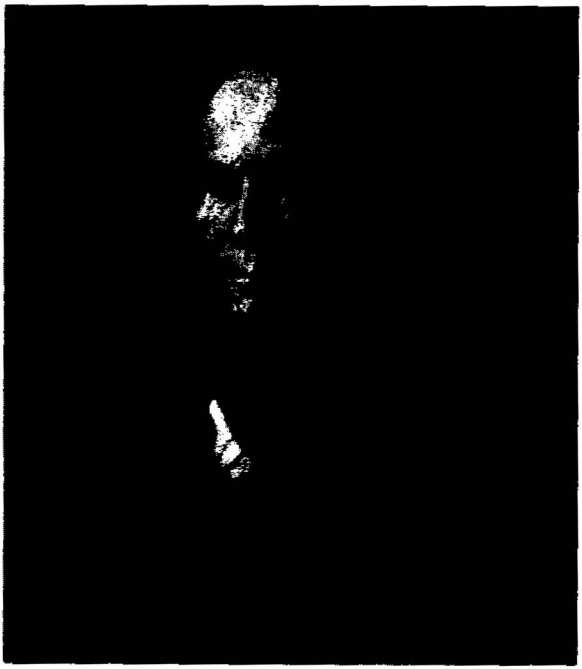

আমেরিকান আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভের স্পিকার ও মানবতাবাদীকর্মী হেনরি ক্লে

হেনরি ক্লেরি-এর অন্যতম বড় সমর্থক আব্রাহাম লিঙ্কনও (Abraham Lincoln) কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিলেন।

আমেরিকার ক্রীতদাস, যাঁরা মুক্ত হতে পেরেছিলেন তাঁদের অনেকেই আন্ডার গ্রাউন্ড রেলরোড ব্যবহার করে কানাডা চলে যেতেন। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ আন্দোলনের আফ্রিকান-আমেরিকান নেতৃত্বের মধ্যে আরো ছিলেন হ্যারিয়েটি টুবাম্যান (Harriet Tubman), সরোনার ট্রুথ (Sojourner Truth), ফ্রেডরিক ডগলাস (Frederick Douglass) প্রমুখ এবং শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম লিলয়েড গ্যারিসন (William Lloyd Garrison) ও জন ব্রাউন (John Brown)। ১৮৬০ সালের মধ্যে আমেরিকাতে ক্রীতদাসের সংখ্যা ৪০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। ১৮৬১ সালে আমেরিকাতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, যা ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে শেষ হয়। অবশেষে আমেরিকাতে ১৮৬৫ সালে আমেরিকান সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তকরণ ঘটনাপঞ্জি

১৭০০-১৮০০ সাল

- ১৭০৬ সালে স্মিথ বনাম ব্রাউন এবং কুপারের মামলায় ইংল্যান্ডের প্রধান বিচারক স্যার জন হল্ট রায় দেন যে "ইংল্যান্ডে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ আসা মাত্রই সে একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে গণ্য হবে। ইংল্যান্ডে কোনো ভিলেইন (villein) থাকতে পারে কিন্তু কোনো ক্রীতদাস থাকবে না" (The Case of Smith v. Browne & Cooper- Sir John Holt, Lord Chief Justice of England)। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে ভিলেইনরা নীচু শ্রেণির হলেও তাদের অধিকার ও অবস্থান ক্রীতদাসের উপরে ছিল।
- ১৭২৩ সালে রাশিয়া ক্রীতদাস প্রথা বাতিল করলেও ভূমিদাস প্রথা চালু রাখে।
- ১৭২৩-১৭৩০: চীনের ইয়ংজেন ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে চীনের সকল নাগরিকের একই স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। সম্রাট ইয়ংজেন নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যই মূলত এই আইন জারি করলেও এ সিদ্ধান্তের ফলে তৎকালীন চীনের প্রায় সকল ক্রীতদাসই মুক্তি পায়। কিন্তু চীনের বিত্তশালী পরিবারগুলো শ্রমিক হিসেবে বিশেষ ধরনের ক্রীতদাস প্রথা চালিয়ে যায়, যা ২০ শতক পর্যন্ত চালু ছিল।
- ১৭৬১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পর্তুগাল, পর্তুগাল মেইনল্যান্ডে ডিক্রির মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে, যা Marquis of Pombal নামে পরিচিত।
- ব্রিটিশ বিচারক লর্ড ম্যান্সফিল্ড রায় দেন যে ইংল্যান্ডে (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র নয় শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে) ক্রীতদাস প্রথা অনৈতিক। এই রায় কেবল ইংল্যান্ডেই যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে তা নয়, এটি আমেরিকাতে ইংল্যান্ডের কলোনীগুলোতেও ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করে দেয়।
- ১৭৭৪ সালে পর্তুগালের রাজা প্রথম জোসেফের পক্ষে তার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে পর্তুগালের ভেতর দিয়ে আর কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে ক্রীতদাস হিসেবে বহন করা যাবে না এবং ক্রীতদাসদের সন্তানদের সকলেই মুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

- ১৭৭৫ সালে ফিলাডেলফিয়াতে Pennsylvania Abolition Society গঠিত হয়, যা এই অঞ্চলে এটিই ছিল ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী কোনো সংগঠন।
- ১৭৭৭ সালে পর্তুগালের মাদেরিয়াতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৭৮০ : সালে পেনসেলভেনিয়া An Act for the Gradual Abolition of Slavery আইন পাস করে। এই আইনের অধীনে আইনের পূর্বে জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাসদের সকল শিশুকেই আজীবন ক্রীতদাস হিসেবে থাকতে হবে এবং এই আইনের পরে জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাসদের সন্তানদের মুক্ত ঘোষণা করা হয়। আমেরিকার উত্তরের স্টেটগুলোর জন্য এটি ছিল একটি যুগান্তকারী আইন। ১৮৪৭ সালে সর্বশেষ ক্রীতদাস মুক্তি পায়।
- ১৭৮৩ সালে রাশিয়া তার ক্রিমিয়ান খানেতে (Crimean Khanate) ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৭৮৩ সালে ম্যাসেচুসেটর সুপ্রিম কোর্ট ক্রীতদাস প্রথা অসাংবিধানিক ঘোষণা দেয় এবং সেখানকার সকল ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। একই বৎসর আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার পর্যায়ক্রমে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয়।
- ১৭৮৩ সালের ১৯ জুন রোমান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের (Joseph II) নির্দেশে বুকোভিনাতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৭৮৪ সালে রোডস আইল্যান্ড পর্যায়ক্রমে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয়।
- ১৭৮৭ সালে আমেরিকার কংগ্রেস নর্থওয়েস্ট অধ্যাদেশের (Northwest Ordinance) মাধ্যমে নর্থওয়েস্ট টেরিটরিতে নতুন করে ক্রীতদাস সংগ্রহ/ বানানো নিষিদ্ধ করে।
- ১৭৮৭ সালে ব্রিটেন মুক্ত ক্রীতদাসদের জন্য সিয়েরা লিওনে কলোনি স্থাপন করে।
- ১৭৮৭ সালে ব্রিটেনে Society for the Abolition of the Slave Trade গঠিত হয়।
- ১৭৯২ সালে ডেনমার্ক-নরওয়ে ট্রান্স আটলান্টিক ক্রীতদাস বাণিজ্য ১৮০৩ সাল হতে অবৈধ ঘোষণা করে।
- ১৭৯৩ : কানাডা Act Against Slavery পাস করে এবং ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ করে।
- ১৭৯৪ : ১৭৯৪ সালে ফ্রান্স সকল ধরনের ক্রীতদাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করে যদিও ১৮০২ সালে নেপোলিয়ন তা পুনরায় চালু করেন।

www.nagorikpathagar.org

- ১৭৯৪ সালে আমেরিকা ক্রীতদাস বাণিজ্যে কোনো আমেরিকান জাহাজ যুক্ত হতে পারবে না ঘোষণা দেয় এবং একই সাথে আমেরিকা থেকে বিদেশি জাহাজে করে ক্রীতদাস অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে।
- যে কোনো আমেরিকান জাহাজে করে ক্রীতদাস
- ১৭৯৯ : ১৭৯৯ সালে নিউ ইয়র্ক স্টেট পর্যায়ক্রমে ক্রীতদাসদের সন্তানদের মুক্তি দেওয়া এবং ১৮২৭ সালের মধ্যে সকল ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
- ১৭৯৯ সালে স্কটল্যান্ডের মাধ্যমে ১৬০৬ সালের প্রতিষ্ঠিত আইন 'কয়লা খনিতে ক্রীতদাস রাখা বৈধ' বাতিল করে।

১৮০০-১৮৪৯

- ১৮০২ সালে নেপোলিয়ন ফরাসি কলোনিতে আখের খামারগুলোতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পুনরায় ক্রীতদাস প্রথা চালু করেন।
- ১৮০২ সালে আমেরিকার ওহাইয়ো (Ohio) স্টেটস ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য সংবিধানেরই পরিবর্তন করে।
- ১৮০৩ সালে ১ জানুয়ারি হতে ডেনমার্ক-নরওয়ে ট্রান্স আটলান্টিক ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৭৮০ : সালে নিউজার্সি ক্রীতদাসদের ভবিষ্যতে জন্মগ্রণকারী সন্তানদের মুক্ত ঘোষণার আইন পাস করে। তবে আইন পাসের পূর্বে জন্মগ্রহণকারী ক্রীতদাসদের সকল শিশুকেই আজীবন ক্রীতদাস হিসেবে থাকতে হবে।
- ১৮০৪ : ১৮০৪ সালে হাইতি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮০৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন এক ঘোষণায় আমেরিকান কংগ্রেসকে আহ্বান জানান যাতে করে 'আন্তর্জাতিক ক্রীতদাস ব্যবসাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়' তা স্বীকৃতি দিতে।
- ১৮০৭ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা ক্রীতদাস আমদানিকে নিষিদ্ধ করে Act Prohibiting Importation of Slaves আইন পাস করে, যা ১ জানুয়ারি ১৮০৮ থেকে কার্যকরী হয়।
- ১৮০৭ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেন পাস করে। এই আইনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোনো জাহাজ যদি ক্রীতদাস বহন করে তবে প্রতি ক্রীতদাসের জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ১২০ পাউন্ড জরিমানার বিধান রাখা হয়।

www.nagorikpathagar.org

- ১৮০৭ সাল হতে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজ আটক করার জন্য সমুদ্রে টহল দেওয়া শুরু করে। ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য রাজকীয় নৌবাহিনী West Africa Squadron নামে একটি নতুন স্কোয়াড্রন গঠন করে। ১৮৬৫ সালের মধ্যে সম্মিলিত অপারেশনের মাধ্যমে প্রায় ১৫০,০০০ ক্রীতদাসকে মুক্ত করা হয়।
- ১৮০৭ সালে তৎকালীন নর্থ ওয়েস্ট টেরিটরির (বর্তমান মিশিগান) বিচারক আগস্টাস ওডওয়াড (Justice Augustus Woodward), উইন্ডসর (Windsor) নামে এক ব্যক্তির দুজন ক্রীতদাসকে কানাডা থেকে ক্রীতদাস হিসেবে আসতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি বলেন, প্রচলিত আইন অনুসারে এখানে আসা যে কেউ হবেন একজন মুক্ত মানুষ।
- ১৮১০ সালে মেক্সিকো ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে যা পরের বৎসর হতে পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে।
- ১৮১১ সালে স্পেন নিজ দেশে ও কিউবা, পোর্টে রিকো, ও সেন্ট ডমিনিগো ব্যতীত সকল কলোনিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮১১ : চিলির প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ক্রীতদাস নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী পুত্রসন্তানদেরকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয় চিলির টেরিটরি অতিক্রমকালে যে কোনো ক্রীতদাসের পুত্রসন্তান কিংবা চিলিতে অন্তত ৬ মাস ধরে অবস্থান করছেন এমন ক্রীতদাস নারীর সন্তানও মুক্ত মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।
- ১৮১৩ সালে আর্জেন্টিনাতে আইন পাস হয়, যেখানে ক্রীতদাস নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী কন্যাসন্তান ১৬ বৎসর বয়সে ও পুত্রসন্তান ২০ বৎসর বয়স হলে কিংবা তারা যদি বিয়ে করে তবে তাদেরকে মুক্ত মানুষ হিসেব গণ্য করা হবে। তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য জমিও দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।
- ১৮১৪ : ১৮১৪ সালে উরুগুয়ে ঘোষণা দেয় যে উরুগুয়ের স্বাধীনতার পরে তো বটেই স্বাধীনতার পূর্বেও যে সকল ক্রীতদাস জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হবে।
- ১৮১৪ সালে নেদারল্যান্ডস ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮১৫ সালে ব্রিটেন ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য পর্তুগালকে ৭৫০,০০০ পাউন্ড প্রদান করে।
- ১৮১৫ সালে তৎকালীন ৮টি বৃহৎ শক্তি ভিয়েনাতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ঘোষণা দেয়।

www.nagorikpathagar.org

- ১৮১৬ সালে ভেনিজুয়েলাতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৮১৭ সালে ক্রীতদাস বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য স্পেন, ব্রিটেনের মাধ্যমে কিউবা, পর্তোরিকো ও সেন্ট ডমিনিগোকে ৪০০,০০ পাউন্ড প্রদান করে।
- ১৮১৮ সালে স্পেন ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার চুক্তি হয়। ১৮১৮ সালের শেষের দিকে ব্রিটেনের সাথে একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করে পর্তুগাল।
- ১৮১৮ সালে ফ্রান্স ক্রীতদাস বাণিজ্য বিলুপ্ত ঘোষণা করে।
- ১৮১৯ সালে রাশিয়ার লিভোনিয়া (Livonia) ভূমিদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮১৯ সালে কানাডার অ্যাটর্নি জেনারেল সেখানে বসবাসরত কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্ত ঘোষণা দেন।
- ১৮২০ সালে মেক্সিকো ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮২১ : ১৮২১ সালে গ্রান কলম্বিয়া (ইকুয়াডোর, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা ও পানামা) মায়ের নির্দিষ্ট সময় ক্রীতদাস হিসেবে থাকার পর তাদের পুত্র ও কন্যাসন্তানদের মুক্ত দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
- ১৮২২ : গ্রিস ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮২৩ : চিলি ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮২৪ : ১৮২৪ সালে মেক্সিকো তার সংবিধানে সংশোধনী এনে সেখানে বসবাসরত সকল ক্রীতদাসদের মুক্ত ঘোষণা করে।
- ১৮২৪ : ১৮২৪ সালে ফেডারেল রিপাবলিক ও সেন্ট্রাল আমেরিকা ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮২৫: ১৮২৫ সালে উরুগুয়ে বাজিল হতে স্বাধীনতার লাভ করে এবং অন্য দেশ হতে ক্রীতদাস সংগ্রহ নিষিদ্ধ করে।
- ১৮২৭: ১৮২৭ সালে ব্রিটেন ও সুইডেনের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধের চুক্তি হয়।
- ১৮২৯ : ১৮২৯ সালে মেক্সিকোর সর্বশেষ ক্রীতদাসকেও মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৮৩০ : ১৮৩০ সালে উরুগুয়ের প্রথম সংবিধান রচিত হয় এবং ক্রীতদাস প্রথাকে সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৮৩১ : বলিভিয়াতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে ব্রাজিল নৌপথে ক্রীতদাস পরিবহন নিষিদ্ধ করে এবং একই সাথে অবৈধভাবে আসা সকল ক্রীতদাসকে

www.nagorikpathagar.org

মুক্ত ঘোষণা দেয়। ১৮৩১ সালে এই আইন পাস হলেও বাস্তবে তা খুব একটা কার্যকর হয়নি বরং ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকে। ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ সরকারের চাপে শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস আমদানিকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা দেয়।

- ১৮৩৪ : ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার আইন কার্যকরী হয় এবং যার ফলে পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হতে ক্রীতদাস মুক্তকরণ অভিযান শুরু হয়। এই আইনের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রায় ৭০০,০০০, মৌরিতাসে ২০,০০০ এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে ৪০,০০০ ক্রীতদাস মুক্ত হয়। তবে এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ও সিলন (শ্রীলংকা) এই আইনের আওতায় ছিল না। তবে ১৮৪৩ সালের পর এ অঞ্চলগুলোও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ১৮৩৫ : ১৮৩৫ সালে সার্বিয়া ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয় যদিও সার্বিয়াতে ক্রীতদাস থাকার কোনো রেকর্ড নেই।
- ১৮৩৫ সালে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার চুক্তি হয়। একই বৎসর ব্রিটেন ও ডেনমার্কের মধ্যেও একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৮৩৬ সালে পর্তুগাল ট্রান্স আটলান্টিক ক্রীতদাস বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৩৬ সালে রিপাবলিক অব টেক্সাস গঠিত হয় কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা ক্রীতদাস প্রথাকে পুনরায় বৈধতা দেয়।
- ১৮৩৮ : ১৮৩৮ সালের ১ আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল ক্রীতদাস নারী, পুরুষ শিশু সকলেই একটি নির্দিষ্ট সময় শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল, শিক্ষানবিসকাল শেষ হওয়ার পর তাদের সকলকেই Slavery Abolition Act in 1833 আইনের আওতায় মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৮৩৯ সালে ক্রীতদাস প্রথাবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বৃহৎ প্লাটফর্ম Anti-Slavery International গঠিত হয়।
- ১৮৩৯ সালে ভারতে প্রচলিত ঋণের দায়ে বাধ্যতামূলক শ্রম দেওয়া নিষিদ্ধ হয়।
- ১৮৪০ সালে ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার চুক্তি হয় এবং একই বৎসর লন্ডনে প্রথমবারের মতো World Anti-Slavery Convention অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৮৪১ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ক্রীতদাস বাণিজ্য সংকুচিত করতে চুক্তি হয় যা কুইন্টিপল চুক্তি (Quintuple Treaty) নামে পরিচিত।

www.nagorikpathagar.org

- ১৮৪৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই মূলত ভারত নিয়ন্ত্রণ করত এবং ১৮৪৩ সালে The Indian Slavery Act V. of 1843 আইনের মাধ্যমে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৮৪৩: ক্রীতদাস বাণিজ্য সংকুচিত করে আনার জন্য ১৮৪৩ সালে ব্রিটেন-উরুগুয়ে, ব্রিটেন-মেক্সিকো, ব্রিটেন-চিলি ও ব্রিটেন -বলিভিয়া চুক্তি হয়।
- ১৮৪৫ : ১৮৪৫ সালে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর ৩৬টি জাহাজ ক্রীতদাসবিরোধী স্কোয়াড্রনে (Anti-Slavery Squadron) যুক্ত হয়। সে সময় এটিই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নৌবহর।
- ১৮৪৭ : ব্রিটিশ চাপে অটোমান সাম্রাজ্য আফ্রিকাতে ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।
- ১৮৪৭ : পেনসিলভেনিয়াতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয় এবং ১৭৮০ সালের পূর্বে জন্মগ্রহণ করা সকল ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৮৪৮ : ১৮৪৮ সালে সকল ফরাসি ও ডেনিশ কলোনিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৮৪৮ সালে ব্রিটেন ও মাস্কাট এর মধ্যে ক্রীতদাস বাণিজ্য সংকুচিত করার চুক্তি হয়।
- ১৮৪৯ সালে ব্রিটেন ও পার্সিয়ান গালফ স্টেটসের মধ্যে ক্রীতদাস বাণিজ্য সংকুচিত করার চুক্তি হয়।

১৮৫০-১৮৯৯

- ১৮৫০ সালের আইন অনুযায়ী পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের তাদের মালিকের নিকট ফিরে আসার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়।
- ১৮৫০ সালে ব্রিটেনের চাপে ব্রাজিল সমুদ্রপথে ক্রীতদাস ব্যবসাকে দস্যুবৃত্তির ন্যায় অপরাধ হিসাবে গণ্য করার ঘোষণা দেয়।
- ১৯৫১ সালে কলম্বিয়া ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৫৩ সালে আর্জেন্টিনা ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা দেয়।
- ১৮৫৪ সালে পেরু ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৫৪ সালে ভেনিজুয়েলা ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৫৫ সালে মলদাভিয়া আংশিকভাবে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেয়।
- ১৮৫৬ সালে ওয়ালাচিয়া ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

www.nagorikpathagar.org

- ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ভারতে চুক্তিতে বাধ্যতামূলক শ্রম দেওয়া বাতিল করা হয়।
- ১৮৬১ সালে রাশিয়া তার ভূমিদাস বা সার্ফদের মুক্তি দেয়।
- ১৮৬২ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে ক্রীতদাস বাণিজ্য সংকুচিত করার চুক্তি হয়, যা African Slave Trade Treaty Act নামে পরিচিত।
- ১৮৬২ : ১৮৬২ সালে কিউবা ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৬৩ : ১৮৬৩ সালে ডাচ কলোনি সুরিনাম ও এন্টেলিসে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং যথাক্রমে ৩৩,০০০ ও ১২,০০০ ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৮৬৫ সালে আমেরিকা সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী এনে আমেরিকাতে চিরতরে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিলটি Thirteenth Amendment to the United States Constitution নামে পরিচিত এবং এই বিল পাস হওয়ার পর অবশিষ্ট ৪০,০০০ ক্রীতাদসকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৮৬৬ : ১৮৬৬ সালে তৎকালীন ইন্ডিয়ানা টেরিটরিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৮৬৯ সালে পর্তুগালের রাজা প্রথম লুইস সরকারের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যেখানে সকল পর্তুগিজ টেরিটরিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর ফলে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৮৭১ : ১৮৭১ সালে ব্রাজিলে Rio Branco Law আইন পাস হয় যেখানে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ এর পর হতে ক্রীতদাস মায়ের গর্ভে জন্মানো সকল সন্তানদের মুক্ত মানুষ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।
- ১৮৭৩ : ১৮৭৩ সালে স্প্যানিশ কলোনি পোর্তোরিকো'তে (Puerto Rico) ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৮৭৩ সালে ব্রিটেনের সাথে জানজিবার ও মাদাগাস্কার-এর চুক্তি হয় যেখানে ক্রীতদাস বাণিজ্য কমিয়ে আনার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।
- ১৮৭৪ সালে ব্রিটেন তৎকালীন গোল্ড কোস্ট অর্থাৎ বর্তমান কালের ঘানাতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৮২ : সালে অটোমান ফরমানের মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যে শ্বেতাঙ্গ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ উভয় ধরনের ক্রীতদাস প্রথাই নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৮৮৫ : ১৮৮৫ সালে ব্রাজিল আইনের মাধ্যমে ৬০ বা ততোর্ধ বয়স্ক সকল ক্রীতদাসকে মুক্ত ঘোষণা করে।
- ১৮৮৬ : ১৮৮৬ সালে কিউবা ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

www.nagorikpathagar.org

- ১৮৮৮ সালে ব্রাজিল একযুগান্তকারী ডিক্রি জারি করে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে। ১৮৮৮ সালের ২ মে এই ডিক্রি জারি হওয়ার পর হতেই ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর জন্য ক্রীতদাস মালিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ক্রীতদাস মুক্তির জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলেও সদ্য মুক্ত ক্রীতদাসদের বেঁচে থাকার জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হয়নি।
- ১৮৯৪ সালে কোরিয়া ক্রীতদাস প্রথা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করার আইন পাস হয়। তবে বাস্তবে এই আইনের তেমন প্রয়োগ হয়নি তাই ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কোরিয়াতে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল।
- ১৮৯৬ সালে ফ্রান্স তার কলোনি মাদাগাস্কারে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৮৯৭ সালে আফ্রিকার জানজিবারে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৮৯৯ সালে ফ্রান্স ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপরাষ্ট্র নওজোয়ানিতে (*Ndzuwani*) ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

১৯০০ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত

- ১৯০২ : ১৯০২ সালে ইথিওপিয়ান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল।
- ১৯০৬ : ১৯০৬ সালে চায়না সরকারিভাবে ক্রীতদাস প্রথার নিষিদ্ধের ঘোষণা দেয়, যা ৩১ জানুয়ারি ১৯১০ থেকে কার্যকর হবে। পূর্ণবয়স্ক ক্রীতদাসদেরকে ভাড়াটে শ্রমিক হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং শিশু ও কিশোরদেরকে ২৫ বৎসর বয়স হওয়ার পর মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৯১২ : ১৯১২ সালে শ্যাম দেশ (বর্তমান থাইল্যান্ড) ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে। যদিও মানুষ ক্রয়-বিক্রয় ১৮৯৭ সালেই নিষিদ্ধ হয়।
- ১৯২১ : ১৯২১ সালে নেপাল ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯২২ : ১৯২২ সালে মরক্কোতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৯২৩ : ১৯২৩ সালে আফগানিস্তান ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা দেয়।
- ১৯২৪ : ১৯২৪ সালে ইরাকে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
- ১৯২৬ সালে জাতিসংঘের সদস্য সকল রাষ্ট্র ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
- ১৯২৮ সালে ইরান ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯২৮: ১৯২৮ সালে ধনী আফ্রিকান যারা সিয়েরা লিওনে ক্রীতদাস প্রথা চালু রেখেছিলেন তা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯২৮ সালের এই ঘোষণা অনেকটাই কাগুজে ছিল বাস্তবে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল।

www.nagorikpathagar.org

নাৎসি সৈন্যদের সেবায় নিয়োজিত রাশিয়ান 'ক্রীতদাস শ্রমিক'– ১৯৪৫ সালে তোলা ছবি

- ১৯৩৫: ১৯৩৫ সালে ইতালিয়ান জেনারেল ইমিলিও দে বনো ইথিওয়িান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধের দাবি করেন।
- ১৯৩৬ সালে ব্রিটেন উত্তর নাইজেরিয়াতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৪৬ সালে নুরেনবার্গ ট্রায়ালে (Nuremberg Trials) ফ্রিজ সকেল (Fritz Saucke) যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ফ্রিজ সকেল নাৎসিদের কাজ করার জন্য বন্দি রাশিয়ানদেরকে বাধ্য করেন।
- UN Article 4 of the Declaration of Human Rights-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৫২ : কাতার ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৫৮ : ভূটান ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৬০ : নাইজার ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে (যদিও বাস্তবে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল)
- ১৯৬২ : ১৯৬২ সালে সৌদি আরব ও তারপর ইয়েমেন ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

www.nagorikpathagar.org

- ১৯৬৪ : ১৯৬৪ সালে ইউনাইটেড আরব আমিরাত ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৭০ : ১৯৭০ সালে ওমান ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।
- ১৯৮১ সালে মাউরিতানিয়া ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে এবং ২০০৭ সালে ক্রীতদাস রাখা একটি অপরাধ– আইন জারি করে।
- ২০০৩ : ২০০৩ সালে নাইজার ক্রীতদাস রাখাকে অপরাধ হিসেব আইন জারি করে।

আইনত আর ক্রীতদাস প্রথা কোনো দেশে প্রচলিত নেই কিন্তু ভিন্ন আঙ্গিকে ক্রীতদাস প্রথা এখনো অনেক দেশে চালু রয়েছে। যেমন বাধ্যতামূলক শ্রম দেওয়া এখনো প্রচলিত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনো এর বেড়াজালে বন্দি যাদের ৪৩% যৌন প্রতারণা এবং ৩২% অর্থনৈতিক প্রতারণার শিকার।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery
2. http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ac41
3. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery
4. Laura Brace (2004). The Politics of Property: Labour, Freedom and Belonging. Edinburgh University Press. pp. 162–. ISBN 978-0-7486-1535-3. Retrieved May 31, 2012.
5. http://www.bbc.com/news/magazine-19831913
6. http://www.bbc.co.uk/news/ magazine-19831913)
7. Oxford English Dictionary, 2nd edition 1989, s. v. 'slave'
8. "Two-year-old 'at risk' of forced marriage". BBC News. March 5, 2013.
9. "Mesopotamia: The Code of Hammurabi". "e. g. Prologue, "the shepherd of the oppressed and of the slaves". Code of Laws #7, "If any one buy from the son or the slave of another man"."
10. Slavery in Ancient Greece. Britannica Student Encyclopædia
11. The Romans at Work and Play Western New England College.
12. "The Roman slave supply" Walter Scheidel. Stanford University.
13. "Slave trade – Britannica Concise Encyclopedia". Encyclopædia Britannica. Retrieved August 29, 2010.
14. James William Brodman. "Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced on the Christian-Islamic Frontier". Libro.uca.edu. Retrieved August 29, 2010.
15. "Famous Battles in History The Turks and Christians at Lepanto". Trivia-library.com. Retrieved August 29, 2010.
16. Medieval Sourcebook: Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354"(http://www.fordham.edu/halsall/source/1354-bnbattuta.asp)
17. Muslim Slave System in Medieval India, K. S. Lal, Aditya Prakashan, New Delhi
18. Slavery. Encyclopædia Britannica's Guide to Black History.
19. David P. Forsythe (2009). "Encyclopedia of Human Rights, Volume 1". Oxford University Press. p. 464. ISBN 0195334027
20. Historical survey> Ways of ending slavery. Encyclopædia Britannica.
21. "Slaves in Saudi". Naeem Mohaiemen. The Daily Star. July 27,
22. Anderson, Perry (1996). Passages from antiquity to feudalism. Verso. p. 141. ISBN 1-85984-107-4.
23. Slavery in the Middle Ages. Historymedren. about. com
24. The Saxon Slave-Market. First published in Bristol Magazine July 2006.
25. "Slaves in Saudi". Naeem Mohaiemen. The Daily Star. July 27, 2004.

www.nagorikpathagar.org

26. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tippu_Tip)
27. Baepler, B. "White Slaves, African Masters 1st Edition." White Slaves, African Masters 1st Edition by Baepler. University of Chicago Press, n.d. Web. 07 Jan. 2013. Page 5
28. "History – British History in depth: British Slaves on the Barbary Coast". BBC. Retrieved 2013-03-12.
29. Steven Mintz. "Digital History Slavery Fact Sheets". Digital History. Retrieved August 29, 2010.
30. Kevin Shillington (2005). Encyclopedia of African history. Michigan University Press. p. 1401. ISBN 1-57958-455-1
31. http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_on_the_Barbary_Coast
32. Davis, Robert. Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800.[1]
33. "When Europeans were slaves: Research suggests white slavery was much more common than previously believed", Research News, Ohio State University
34. The Mariners' Museum: The Barbary Wars, 1801-1805
35. The Mariners' Museum: The Barbary Wars, 1801-1805
36. Oren, Michael B. (2005-11-03). "The Middle East and the Making of the United States, 1776 to 1815". Retrieved 2007-02-18.
37. Richard Leiby, "Terrorists by Another Name: The Barbary Pirates", The Washington Post, October 15, 2001
38. Birth of a Nation / "Has the bloody 200-year history of Haiti doomed it to more violence?", San Francisco Chronicle, May 30, 2004.
39. "Medieval Sourcebook: Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354"
40. W. G. Clarence-Smith (2006). "Islam And The Abolition Of Slavery". Oxford University Press. pp.13–16. ISBN 0195221516
41. Fisher 'Muscovy and the Black Sea Slave Trade', pp. 580—582. [2]
42. Soldier Khan By Mike Bennighof, Ph. D. September 2007
43. "Islam and Slavery". Lse.ac.uk. July 30, 2010. Retrieved August 29, 2010.
44. com/ngm/data/2001/10/01/html/ft_20011001.6.html Swahili Coast. Nationalgeographic. Com
45. http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake#Slave_trading
46. Encyclopædia Britannica – Slavery". Encyclopædia Britannica. Retrieved August 29, 2010.
47. "Slavery in Nineteenth-Century Northern Thailand: Archival Anecdotes and Village Voices" (Page 3 of 6). The Kyoto Review of South Asia
48. http://en.wikipedia.org/wiki/Vikings
49. unius P Rodriguez, Ph.D. (1997). The historical encyclopedia of world slavery. vol 1. A – K. ABC-CLIO. p. 565.
50. Clarence-Smith, Willian Gervase (2006). Islam and the Abolition of Slavery. Oxford University Press. pp. 2–5.
51. "slave", Online Etymology Dictionary, retrieved 26 March 2009

www.nagorikpathagar.org

52. "The Destruction of Kiev". Tspace.library.utoronto.ca. Retrieved 4 December 2011.
53. "Life in 13th Century Novgorod – Women and Class Structure". Web.archive.org. 26 October 2009. Retrieved 4 December 2011.
54. Sras.Org (15 July 2003). "The Effects of the Mongol Empire on Russia". Sras.org. Retrieved 4 December 2011.
55. The Full Collection of the Russian Annals, vol. 13, SPb, 1904
56. http://www.terrain.org/articles/28/playground/3.htm
57. "Forced labour – Themes". Ilo.org. Retrieved March 14, 2010.
58. "Soldier Khan". Avalanchepress.com. Retrieved August 29, 2010.
59. "Religion & Ethics – Islam and slavery: Abolition". BBC. Retrieved May 1, 2010.
60. http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/history/industrial_era/the_slave_trade/revision/2/
61. http://sites.duke.edu/signsofpunishmentmaroonslaves/background-on-punishments-of-maroon-slaves/
62. Debien, Gabriel. Les Esclaves Aux Antilles Françaises (XVII^{e} – XVIII^{e} Siècles). Basse-Terre, Fort-de-France: Société d'Histoire de la Guadeloupe and Société d'Histoire de la Martinique, 1974. Print.
63. http://usslave.blogspot.com/2011/02/tortures-by-iron-collars-chains-fetters.html
64. http://www.history.org/history/teaching/enewsletter/volume7/feb09/primsource.cfm
65. http://www.tribunesandtriumphs.org/roman-life/slave-punishment.htm
66. http://usslave.blogspot.com/2011/10/whipping-scars-on-back-of-fugitive.html
67. (Donat. ad Ter. Andr. III.5.12; Plut. Coriol. 24; Plaut. Cas. II.6.37);
68. http://www.corpun.com/jcppix.htm
69. "punishments". The Underground RailRoad: An Encyclopedia of People, Places, and Operations. Armonk: M.E. Sharpe. Retrieved Oct 3, 2013.
70. http://docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html
71. Weld, Theodore Dwight (1968). American Slavery As It Is. New York: Arno Press, Inc. pp. 21, 77, 108, 112.
72. http://spartacus-educational.com/USASwhipping.htm
73. Howe, S. W. (Winter 2009). "Slavery As Punishment: Original Public Meaning, Cruel and Unusual Punishments and the Neglected Clause in the Thirteenth Amendment". Arizona Law Review. 51 Ariz. L. Rev. 983. Retrieved Sep 20, 2013.
74. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Furca.html

www.nagorikpathagar.org

75. http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_%28slave%29
76. Harper's Weekly, July 4, 1863, p. 429.
77. Scars of Slavery, National Archives.
78. Shumard, Civil War Trust.
79. http://usslave.blogspot.com/2011/10/whipping-scars-on-back-of-fugitive.html
80. Smithsonian Photography Initiative
81. http://www.pbs.org/wnet/slavery/experience/education/history2.html
82. McBride, D. (2005). "Slavery As It Is:" Medicine and Slaves of the Plantation South. OAH Magazine Of History, 19(5), 37.
83. en.wikipedia.org/wiki/Denmark_Vesey
84. http://en.wikipedia.org/wiki/Treatment_of_slaves_in_the_United_States
85. Gray White, Deborah (2013). Freedom On My Mind: A History of African Americans. Bedford/ St. Martins. ISBN 978-0-312-19729-2.
86. http://en.wikipedia.org/wiki/Mulatto
87. "Mulato Indians| The Handbook of Texas Online| Texas State Historical Association (TSHA)". Tshaonline.org. Retrieved 2013-01-07.
88. McBride, D. (2005). "Slavery As It Is:" Medicine and Slaves of the Plantation South. OAH Magazine Of History, 19(5), 37.
89. http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_health_on_plantations_in_the_United_States
90. Rawick, George P. "From Sundown to Sunup", Making of the Black Community 1. (1972): n. pag. Web. 21 Nov 2009
91. http://memory.loc.gov/cgibinquery
92. Morris, Thomas D., Southern Slavery and the Law, 1619-1860, p 347
93. "Work, Play, Food, Clothing, Marriage, etc." Born into Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers Project, 1936-1938, Manuscrupt Division, Library of Congress
94. Catterall, Helen T., Ed. 1926. Judicial Cases Concerning Slavery and the Negro, Washington, D.C.: Carnegie Institute, p. 247
95. http://academic.udayton.edu/race/05intersection/gender/rape.htm
96. Myers, Martha, and James Massey. "Race, Labor, and Punishment in Postbellum Georgia." JSTOR 38.2 (1991): 267–286. Web. 18 Nov 2009. <http://www.jstor.org/.
97. Lasgrayt, Deborah. Ar'n't I a Woman?: Female Slaves in the Plantation South, 2nd edition, New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1999
98. John Andrew, The Hanging of Arthur Hodge[1], Xlibris, 2000, ISBN 0-7388-1930-1.
99. Blacks in Colonial America, p. 101, Oscar Reiss, McFarland & Company, 1997; Virginia Gazette, April 21, 1775, University of Mary Washington Department of Historic Preservation archivesr
100. http://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Jacobs
101. http://www.bowdoin.edu/~prael/projects/gsonnen/page4.html

www.nagorikpathagar.org

102. https://www.boundless.com/u-s-history/slavery-and-reform-1820-1840/life-under-slavery/women-and-slavery/
103. http://cocofullofgrace.com/post/37647675444/sexuality-between-slaveholders-and-slaves-in-the
104. http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery
105. Lewis, C.P. & al. A History of the County of Chester. "Early Medieval Chester 400–1230". Accessed 5 Feb 2013.
106. Perrin, Liese M. "Resisting Reproduction: Reconsidering Slave Contraception in the Old South." Journal Of American Studies 35, no. 2 (August 2001): 255. America: History & Life, EBSCOhost (accessed October 30, 2013).
107. http://www3.gettysburg.edu/~tshannon/hist106web/Slave%20Communities/atlantic_world/gender.htm
108. Deborah Gray White, Mia Bay and Waldo E. Martin, Freedom on My Mind, Volume 1: A History of African Americans, with Documents (Bedford/St. Martins, Dec 14, 2012), 213
109. Deborah Gray White, Mia Bay and Waldo E. Martin, Freedom on My Mind, Volume 1: A History of African Americans, with Documents (Bedford/St. Martins, Dec 14, 2012), 213
110. http://www.mountvernon.org/slavery
111. Li, Stephanie. "Motherhood as Resistance in Harriet Jacobs's Incidents in the Life of a Slave Girl." Legacy 23, no. 1 (May 2006): 14-29. America: History & Life, EBSCOhost
112. http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
113. Gordon-Reed, Annette. Thomas Jefferson and Sally Hemings: An American Controversy. University of Virginia Press (April 1997), pp. 59–61. ISBN 0-8139-1698-4
114. Geer, Lee, Thorpe, p. 221
115. Nussbaum, Martha. 2000. Sex and Social Justice. Oxford University Press. ISBN 978-0195112108
116. http://anti-slaverysociety.addr.com/concubinage.htm
117. Follett, Richard. "'Lives of living death': The reproductive lives of slave women in the cane world of Louisiana." Slavery & Abolition 26, no. 2 (August 2005): 289-304. America: History & Life, EBSCOhost (accessed November 12, 2013).
118. Deborah Gray White, Mia Bay and Waldo E. Martin, Freedom on My Mind, Volume 1: A History of African Americans, with Documents (Bedford/St. Martins, Dec 14, 2012), 213
119. Deborah Gray White, Mia Bay and Waldo E. Martin, Freedom on My Mind, Volume 1: A History of African Americans, with Documents (Bedford/St. Martins, Dec 14, 2012), 213
120. http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Garner
121. Steven Weisenburger, "A Historical Margaret Garner", Michigan Opera Theatre, accessed 20 Apr 2009
122. Steven Weisenburger, "A Historical Margaret Garner"

www.nagorikpathagar.org

123. McKissack, Patricia C. McKissack, Fredrick (1995). Sojourner Truth ain't I a woman?. Littleton, MA: Sundance Publishers & Distributors. ISBN 0590446916.
124. http://www2.cincinnati.com/blogs/ourhistory/2012/02/20/slave-chose-death-for-child/
125. http://www.ohiohistoryhost.org/ohiomemory/archives/876
126. en.wikipedia.org/wiki/Tippu_Tip
127. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/596753/Tippu-Tib
128. https://www.africahousehotel.com/tippu_tips_house.html
129. http://biography.yourdictionary.com/tippu-tip
130. http://en.wikipedia.org/wiki/Msiri
131. Fabian, Johannes (11 November 1998). "The history of Zaire as told and painted by Tshibumba Kanda Matulu in conversation with Johannes Fabian." Archives of Popular Swahili 2 (2). ISSN: 1570-0178.
132. Livingstone, David and Waller, Horace (ed.). The Last Journals of David Livingstone in Central Africa from 1865 to his Death. Two Volumes. London: John Murray.
133. De Pont-Jest, René (1892). "L'Expédition du Katanga, d'après les notes de voyage du marquis Christian de Bonchamps". Le Tour du Monde. Retrieved 5 May 2007. This was a 19th century travel magazine published and edited by Edouard Charton in Paris. The article includes extracts from the journal of de Bonchamps.
134. Gordon, David (2000). "Decentralized Despots or Contingent Chiefs: Comparing Colonial Chiefs in Northern Rhodesia and the Belgian Congo". KwaZulu-Natal History and African Studies Seminar. Durban: University of Natal.
135. Mwami Msiri, King of Garanganze. Retrieved 8 February 2007. The purpose of this history page is to portray the current Mwami Mwenda chiefs and their founder, Msiri, in a heroic light. Three out of the five Europeans returned to Europe, Stairs reached the lower Zambezi but died there of malaria.
136. Moloney 1893, Chapter X. Moloney does not say from where this information comes.
137. http://en.wikipedia.org/wiki/Mirambo
138. The Cambridge History of Africa, vol. 6
139. The Cambridge History of Africa, vol. 5
140. Richard Reid, "Mutesa and Mirambo: Thoughts on East African Warfare and Diplomacy in the Nineteenth Century," The International Journal of African Historical Studies, Vol. 31, No. 1 (Boston University African Studies Center, 1998);"Mirambo," Encyclopedia Britannica Online, 26 May 2009.
141. http://www.blackpast.org/gah/mirambo-ca-1840-1884
142. http://thinkafricapress.com/tanzania/mirambo-political-transformation-nineteenth-century-tanzania
143. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/384905/Mirambo

www.nagorikpathagar.org

144. http://www.tribunesandtriumphs.org/roman-life/slave-market.htm
145. http://theoldrome.hubpages.com/hub/slavery-in-ancient-rome
146. http://www.tribunesandtriumphs.org/roman-life/slave-market.htm
147. http://theoldrome.hubpages.com/hub/slavery-in-ancient-rome
148. http://en.wikipedia.org/wiki/David_Livingstonehttp://en.wikipedia.org/wiki/Nyangwe
149. http://www.huffingtonpost.com/alan-singer/wall-street-was-a-slave-m_b_1208536.html
150. http://usslave.blogspot.com/2011/04/richmond-slave-market-busy-to-end.html
151. http://www.southernspaces.org/2012/st-augustines-slave-market-visual-history
152. http://augustine.com/history/black_history/slave_market/
153. http://www.southernspaces.org/2012/st-augustines-slave-market-visual-history#sthash.bmoSSrNI.dpuf
154. http://www.gonjalandyouth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=189:salaga-slave-trade-a-town-with-a-dark-history-ghana&catid=43:tourism&Itemid=75
155. Edwards, Elizabeth and Janice Hart. Photographs Objects Histories: On the Materiality of Images. London: Routledge, 2004.
156. Gannon, Michael, ed. The New History of Florida. Gainesville: University Press of Florida, 1996.
157. http://usslave.blogspot.com/2011/08/old-st-louis-hotel-and-slave-market-in.html
158. http://www.examiner.com/article/the-devil-s-half-acre
159. http://en.wikipedia.org/wiki/Lumpkin%27s_jail
160. http://usslave.blogspot.com/2011/08/slave-market-house-louisville-georgia.html
161. http://www.freemaninstitute.com/nigeria.htm
162. http://www.zanzibarguesthouse.com/abt%20zanzibar.html
163. http://zanzibar.net/history/the_slave_trade
164. http://www.zanzibarpackage.com/destinations/historical-sizes-in-zanzibar
165. http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/storyofafrica/9chapter4.shtml
166. http://itkworld.com/listing/badagry-heritage-museum.html
167. http://www.africanamericancharleston.com/lowcountry.html
168. http://www.yale.edu/glc/gullah/02.htm
169. http://www.iaamuseum.org/the-dangers-of-rice-cultivation/
170. http://xplore9ja.com/insight-history-slavery-badagry-nigeria/
171. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery
172. http://www.irinnews.org/report/53497/niger-slavery-an-unbroken-chain

www.nagorikpathagar.org

173. Hirad Abtahi, Gideon Boas, Richard May (2006). "The Dynamics of International Criminal Justice: Essays In Honour Of Sir Richard May" Martinus Nijhoff Publishers, 2006, page 15-16
174. "Inventory of the Archives of the Registrar and Guardian of Slaves, 1717 – 1848"
175. Paul E. Lovejoy: 'The Volume of the Atlantic Slave Trade: A Synthesis.' The Journal of African History, Vol. 23, No. 4 (1982).
176. publications.parliament.uk. Retrieved 4 December 2011.
177. "Response The 1833 Abolition of Slavery Act didn't end the vile trade". The Guardian. UK. 25 January 2007. Retrieved 4 December 2011.
178. Abolition Movement. Online Encyclopedia
179. S. M.Wise, Though the Heavens May Fall, Pimlico (2005)
180. "uk/history/battles/royal-navy-and-the-slave-trade/ Royal Navy and the Slave Trade". The National Archives.
181. Philippe R. Girard, "Liberte, Egalite, Esclavage: French Revolutionary Ideals and the Failure of the Leclerc Expedition to Saint-Domingue," French Colonial History (2005) 6#1 pp 55–77.
182. Steven Englund, Napoleon: A Political Life (2004) p 259.
183. http://en.wikipedia.org/wiki/Abolition_of_slavery_timeline
184. "Blacks in Latin America", Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. Microsoft Corporation.
185. Robert William Fogel and Stanley L. Engerman. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery, 1995. Pages 33–34.
186. Finkelman, Paul (2007). "The Abolition of The Slave Trade". New York Public Library. Retrieved 25 June 2014.
187. David N. Gellman (2008). Emancipating New York: The Politics of Slavery and Freedom, 1777-1827. LSU Press. pp. 2, 215.
188. Whelpton, John. A History of Nepal, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 53.
189. Cheikh A. Babou. The Journal of African History, 48: 490–491, Cambridge University Press 2007

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

an Annesha Prokashon Publication

ISBN 978 984 91363 1 6

Kritodash Itihash
by Ashraf Ul Moez
Cover Design : Monirul Islam
Printed in Bangladesh
www.annesha-boi.com

www.nagorikpathagar.org